ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন-২০২২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

www.krishibank.org.bd

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল

ঢাকা-১০০০

dgmrmd@krishibank.org.bd

মুখবন্ধ

ব্যাংক মূলতঃ মানুষের আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ আমানত হিসেবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত আমানত গ্রাহকের বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ হিসেবে (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, বিভিন্ন ব্যবসা ইত্যাদি খাতে) সহায়তা প্রদান করে থাকে। অর্থ সংরক্ষণকারী ও ঋণ সহায়তাকারী হিসেবে ব্যাংকের ও গ্রাহকের স্বার্থ যেন কোন ভাবে ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে সে জন্যে সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক গৃহীত ঋণের টাকা দেয় তারিখে মুনাফাসহ ফেরত দেয়ার সক্ষমতা, ঋণের গুণগতমান নির্ধারণ ও ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানতের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ঋণ বিতরণ করতে হয়। আর অর্থের এই প্রবাহ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর উদ্ভব হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা ও সময়ের বিবর্তনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে সাধারণ ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্রও উন্মোচিত হয়েছে।

ঋণের গুণগত মানের ভিত্তিতে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়, যা ব্যাংকের সার্বিক মুনাফার উপর প্রভাব ফেলে। এ জন্য ঋণের গুণগত মান ভাল রাখা, খেলাপি হওয়া রোধ করা এবং ঋণ বিতরণ করে তা যথাসময়ে মুনাফাসহ ফেরত আনার লক্ষ্যে সুষ্ঠু ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষিতে ঋণ বিতরণের পূর্বে ও পরে ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিত করা, ঝুঁকির মাত্রা পরিমাপ, ঝুঁকি নিরসনের পন্থা উদ্ভাবন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়ানোর উপায় বের করাই ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের সকল নির্বাহী/ কর্মকর্তা বিশেষ করে ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ক্রেডিট রিস্ক সংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সময়ের চাহিদা বিবেচনায় ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিগত ০৮-০৯-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮১৫তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রণীত এই গাইডলাইনটি যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করা হলে ব্যাংকের লোনপোর্ট ফোলিওর মান উন্নতি হবে এবং ব্যাংকের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে। ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন-২০২২ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর সার্বিক সহযোগিতা ও পরিশ্রমের ফসল। গাইডলাইন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন-২০২২ কেবল বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হবে। এ গাইডলাইনটির নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করলে ঋণের গুণগত মান বৃদ্ধি, খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং ঋণ খাতে সুদ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকের কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে একটি কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বলে আমরা আশাবাদী।

২৩.১১.22

(মীর মোফাজ্জল হোসেন)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন-২০২২

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন
প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সমন্বয়কারী

জনাব আঃ সঃ মঃ বাবর
উপমহাব্যবস্থাপক
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রণয়ন কমিটির সদস্য

জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

জনাব মোহাম্মদ রবিউল আউয়াল
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

জনাব নাজমুন নাহার কেয়া
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

শব্দসংক্ষেপ

ADR	=	Alternative Dispute Resolution/ Advance Deposit Ratio
AML		Anti Money Laundering
BBLC	=	Back to Back Letter of Credit
BMRE	=	Balancing, Modernization, Rehabilitationt and Expansion
BRPD	=	Banking Regulation and Policy Department
CAT	=	Credit Application Template
CFT	=	Combating Financing of Terrorism
CL	=	Classified Loan
CLRR	=	Classified Loan Review Report
CRG	=	Credit Risk Grading
CRM	=	Credit Risk Management/Chief Regional Manager
DF	=	Doubtful
ECAI	=	External Credit Assessment Institute
ECC	=	Export Cash Credit
EDD	=	Environmental Due Dilligence
EnvRR	=	Environmental Risk Rating
ERM	=	Environmental Risk Management
ETP	=	Effluent Treatment Plant
FDBP	=	Foreign Documentary Bill Purchased
ICT	=	Informantion and Communication Technology
KYC	=	Know Your Customer
LC	=	Letter of Credit
LIM	=	Loan Against Imported Merchandise
LTR	=	Loan Against Trust Receipt
MCR	=	Minimum Capital Requirement
MOU	=	Memorandum of Understanding
NPL	=	Non Performing Loan
PAD	=	Payment Against Document
PC	=	Packing Credit
PCR	=	Project Completion Report
RM	=	Relationship Manager/Regional Manager
RO	=	Recovery Officer
RU	=	Recovery Unit
RWA	=	Risk Weighted Asset
SEZ	=	Special Economic Zone
SMA	=	Special Mention Account
SME	=	Small and Medium Enterprise
SRP	=	Supervisory Review Process
SS	=	Sub Standard
STD	=	Standard
ICAAP	=	Internal Capital Adequacy Assessment Process

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	ব্যাংক পরিচিতি	
১.০১	নামকরণ	০১
১.০২	পরিচালনা পর্ষদ	০১
১.০৩	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নির্বাহী কমিটি	০১
১.০৪	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১
১.০৫	ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি	০২
১.০৬	ক্রেডিট কমিটি	০২
১.০৭	ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যরীতি	০২
১.০৮	নীতিমালা	০২
১.০৯	ব্যাংক ঋণ পরিচালনে প্রযোজ্য আইন-কানুন	০২
অধ্যায়-২	ভূমিকা	
২.০১	সূচনা	০৩
২.০২	মূল উদ্দেশ্য	০৩
২.০৩	ঋণ ঝুঁকির সংজ্ঞা	০৩
২.০৪	উচ্চ ও নিম্ন ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশক সমূহ	০৪-০৫
২.০৫	গ্রিন ব্যাংকিং (Green Banking)	০৫
২.০৬	পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Environmental Risk management)	০৫-০৬
২.০৭	কর্পোরেট ফাইনান্সিং	০৬
২.০৮	কর্পোরেট অর্থায়নের পদক্ষেপ	০৬
২.০৯	ঋণ-আমানত অনুপাত (Advance Deposit Ratio) পরিপালন	০৬
২.১০	এমওইউ (MoU) পরিপালন	০৬
২.১১	ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন	০৬
২.১২	ঋণ কেন্দ্রীভূতকরণ ঝুঁকি (Concentration Risk)	০৬-০৭
২.১৩	শক্তিশালী ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি (উচ্চ ও নিম্ন ঋণ ঝুঁকির ক্ষেত্রে)	০৭-০৯
২.১৪	সময় ভিত্তিক ঋণের প্রকারভেদ	০৯
২.১৫	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত	১০
২.১৬	নিরুৎসাহিত খাত (Discouraged Business Types)	১০
২.১৭	Credit Risk Grading System	১০-১১
২.১৮	ঋণের ঝুঁকির মাত্রায়ন (Risk Grading)	১১
২.১৯	Internal Credit Risk Rating System (Risk Grading) ICRRS	১১-১২
২.২০	একটি পর্যাপ্ত ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান	১২-১৩
২.২১	বিকেবি এর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহঃ	১৩-১৪
অধ্যায়-৩	ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো	
৩.০১	ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোঃ	১৫
৩.০২	পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলী	১৫
৩.০৩	উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা	১৫
৩.০৪	ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী	১৬
৩.০৫	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো	১৬
৩.০৬	ক্রেডিট কমিটি (Credit Committee)	১৬-১৯
অধ্যায়-৪	গঠন প্রক্রিয়ায় ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	
৪.০১	সূচনা	২০
৪.০২	ঋণ আবেদনকারীর যোগ্যতা	২০
৪.০৩	উদ্যোক্তা বাছাই	২০
৪.০৪	ঋণ গ্রহীতাদের মূল্যায়ন	২০-২২
৪.০৫	ঝুঁকি ভিত্তিক ঋণের মূল্য নির্ধারণ	২২
৪.০৬	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	২২-২৩

৪.০৭.০১	ঋণ বিতরণ	২৩
৪.০৭.০২	ঋণ নবায়ন এবং বর্ধিতকরণ	২৪
৪.০৮	ঋণ আবেদন ফরম	২৪-২৫
৪.০৯	প্রক্রিয়াকরণ ফি গ্রহণ	২৫
৪.১০	ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঋণের ক্ষেত্রে	২৬
৪.১১	ঋণ প্রদানের নির্দেশিকাসমূহ	২৬
৪.১২	ঋণ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল	২৬
অধ্যায়-৫	**ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল সমূহ**	
৫.০১	ঋণ ঝুঁকি প্রশমন	২৭
৫.০২	জামানত	২৭
৫.০৩	তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি (Third Party Guarrentee)	২৮
৫.০৪	কর্পোরেট গ্যারান্টি	২৮
৫.০৫	লোন সিন্ডিকেশন/ ক্লাব ফাইন্যান্সিং	২৮-২৯
৫.০৬	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ গ্রুপ সিন্ডিকেশন ঋণ সীমা	২৯
৫.০৭	সিন্ডিকেশন	২৯-৩০
৫.০৮	Lending Caps	৩০
৫.০৯	কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং	৩০
৫.১০	সরকারী নিশ্চয়তা	৩০
৫.১১	ব্যাংক গ্যারান্টি	৩০-৩৩
অধ্যায়-৬		
৬.০১	ঋণ গ্রহীতার ফলো আপ এবং সংশোধনীমূলক পদক্ষেপ	৩৪
৬.০২	স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ ঋণ পর্যালোচনা এবং ঋণ ঝুঁকি রেটিং পরিবর্তন	৩৪-৩৭
৬.০৩	সমস্যাগ্রস্থ সম্পদ সময়মত চিহ্নিত করণ ঃ	৩৭-৩৮
৬.০৪	ঋণ ঝুঁকি পরিচালনায় প্রশিক্ষন এর ভূমিকা	৩৮
অধ্যায়-৭		
৭.০১	ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS)	৩৯
৭.০২	Booking Management Information System	৩৯
৭.০৩	পোর্টফলিও MIS	৩৯
৭.০৪	Segmentation of MIS	৩৯-৪০
৭.০৫	ঋণের প্রকার, গ্রাহকদের প্রকার, প্রকৃতি, রেটিং গ্রেড, শিল্প বা সেক্টর অনুযায়ী, জামানতের ধরণ অনুযায়ী পৃথক পৃথক ঋণ কেন্দ্রীকরণ, দৃষ্টিগোচর করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা/ তথ্য সংগ্রহকরণ	৪০
৭.০৬	Periodic Stress Testing	৪০
৭.০৭	ঋণ নীতি, কর্তৃপক্ষ, সীমা, প্রয়োজনীয় ঋণ বৃদ্ধির সমন্বয়করণের ঋণ ক্ষতি নির্ধারণ মাত্রার ভূমিকা	৪০
অধ্যায়-৮		
৮.০১	ঋণ গ্রহীতার সহিত যোগাযোগ	৪১
৮.০২	ঋণ ঝুঁকি পরিচালনা করার একটি উপায় হিসেবে পুনঃতফসিলিকরণের উপযুক্ততা	৪১
৮.০৩	ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার/ ঋণ ঝুঁকি পরিচালনার পন্থা/ উপায় হিসেবে পুনর্গঠনের উপযুক্ততা	৪১
৮.০৪	ঋণ আদায়	৪১-৪২
৮.০৫	আগাম সর্তকতা (Early Alert Process)	৪৩
৮.০৬	NPL বা খেলাপী ঋণ ব্যবস্থাপনা	৪৩
৮.০৭	ঋণ শ্রেণিকরণ এবং স্থগিত সুদ (Interest Suspense) হিসাবায়ন	৪৩
৮.০৮	ঋণ আদায়ে পুরস্কার ও উৎসাহ প্রদান	৪৩
৮.০৯	ঋণ অবলোপন, পুনরাধিকার এবং জামানতি সম্পত্তির মালিকানাসূত্র	৪৩-৪৬
৯.০০	কতিপয় প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা	৪৭-৪৯

পরিশিষ্টসমূহঃ

	ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার দলিল দস্তাবেজে স্ট্যাম্প ডিউটির হার	৫০-৫১
পরিশিষ্ট -১	Letter of Acceptance	৫২
পরিশিষ্ট -২	Letter of Continuity	৫৩
পরিশিষ্ট -৩	অঙ্গীকারনামা	৫৪
পরিশিষ্ট -৪	Revival Letter	৫৫
পরিশিষ্ট -৫	Deed of Agreement	৫৬-৫৭
পরিশিষ্ট -৬	Agreement for Cash Credit (Hypothecation of Goods)	৫৮-৬০
পরিশিষ্ট -৭	Agreement for Cash Credit (Hypothecation of Debts & Assets)	৬১-৬২
পরিশিষ্ট -৮	Letter of Disclaimer	৬৩
পরিশিষ্ট -৯	Letter of Undertaking by Company not to Create any Further Charge over the property and assets including uncalled capital	৬৪
পরিশিষ্ট -১০	Form of Guarantee for Advances And Credits Generally (Bangladesh Krishi Bank)	৬৫-৬৬
পরিশিষ্ট -১১	Deed of Personal Guarantee	৬৭
পরিশিষ্ট -১২	Deed of Joint Guarantee	৬৮
পরিশিষ্ট -১৩	Tender Guarantee	৬৯-৭০
পরিশিষ্ট -১৪	Performance Guarantee	৭১
পরিশিষ্ট -১৫	Annexure-1 (General Document for Documentation)	৭২-৭৬
পরিশিষ্ট -১৬	Annexure-2 (Problem loan Details)	৭৭-৭৮
পরিশিষ্ট -১৭	General Environmental Due Diligence Check List	৭৯
পরিশিষ্ট -১৮	Credit Risk Grading Score Sheet	৮০-৮২
পরিশিষ্ট -১৯	ICRRS Score Sheet পূরণের জন্য কতিপয় নির্দেশনা	৮৩-৮৪

অধ্যায় ঃ ১
ব্যাংক পরিচিতি

১.০১ঃ নামকরণ ঃ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে, 'এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান' 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক' নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশ বলে এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক'।

১.০২ঃ পরিচালনা পর্ষদ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংক। কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ইহা দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত পরিচালকবৃন্দ সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়। ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান (প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে নিয়োজিত নন), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ৭ (সাত) জন অফিসিয়াল এবং ০২ (দুই) জন নন-অফিসিয়াল সদস্যদের নিয়ে গঠিত। পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক পরিচালনা পর্ষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। ১৯৭৩ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশ মোতাবেক ব্যাংকের কাজকর্ম ও ব্যবসায়ের সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের উপর অর্পিত হয়েছে এবং ব্যাংক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম, পরিচালনা পর্ষদও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

উপরিউক্ত আদেশের ৬ নং ধারার (২) উপধারায় উল্লেখ রয়েছে- "পর্ষদ কার্যাদি সম্পন্নকালে গ্রামীণ এবং শহর অঞ্চলে কৃষির স্বার্থে এবং কৃষি, কুটির শিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পের স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রেখে ব্যবসায়িক বিবেচনায় সার্বিকভাবে জনস্বার্থে কাজ করবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি ও নির্দেশনা দ্বারা (যদি থাকে) পর্ষদ পরিচালিত হবে এবং কোন নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।"

১.০৩ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নির্বাহী কমিটি ঃ

চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্বাচিত একজন পরিচালক সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতার আওতায় ব্যাংকের যেকোন বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন। নির্বাহী কমিটি পর্ষদের পক্ষে ব্যাংকের জরুরি বিষয়াদি সম্পন্ন করবেন। ১৯৭৩ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ২৭ এর ১০ নং ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী "এতদুদ্দেশে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটি পর্ষদের ক্ষমতার আওতায় যে কোন বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।"

১.০৪ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের কার্যকর ভূমিকা পালন এবং এ বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পর্ষদ কর্তৃক নির্বাচিত ০৩ (তিন) জন পরিচালক সমন্বয়ে "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ব্যাংকের সকল কাজের ঝুঁকি নির্ধারণ এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ কৌশল প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা এ কমিটির মূল দায়িত্ব। তাছাড়া ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি পরিবীক্ষণ ও নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনবোধে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১.০৫ঃ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী। ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীগণের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (Management Co-ordination Committee) রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কমিটির সভাপতি এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক এ কমিটির সদস্য। পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ কমিটি ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা ও পদ্ধতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ও ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে থাকে এবং দৈনন্দিন প্রায়োগিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। প্রয়োজনে কমিটির সুপারিশ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে ।

১.০৬ঃ ক্রেডিট কমিটি ঃ

ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়িত কিংবা অর্থায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিপরীতে মেয়াদি ঋণ, চলতি মূলধন ঋণ/ নগদ পুঁজি ঋণ, অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি (এলসি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি, পিসি, এলটিআর, লিম, ব্যাংক গ্যারান্টি), বিএমআরই ঋণ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ, সুদ মওকুফ, অবলোপন এবং সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রস্তাব সমূহের উপর সুপারিশ/ মতামত প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয়ে একটি ক্রেডিট কমিটি কার্যকর রয়েছে। ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কমিটির সভাপতি এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ ও প্রধান কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপকগণ এই কমিটির সদস্য। উপমহাব্যবস্থাপক ক্রেডিট বিভাগ সদস্য সচিব হিসেবে কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণের স্ব স্ব মঞ্জুরি ক্ষমতার আওতাধীন সকল ধরনের নতুন ঋণ প্রস্তাব ও বর্ধিতকরণ প্রস্তাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

১.০৭ঃ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যরীতি ঃ

ব্যাংকের অধ্যাদেশ অনুযায়ী যদিও ব্যাংক এর কার্যরীতিতে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে থাকে তথাপি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় কুটির শিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের ঋণের চাহিদা পূরণই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

১.০৮ঃ নীতিমালা ঃ

পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনায় গ্রামীন ও শহর অঞ্চলে কৃষির স্বার্থে এবং কৃষি, কুটির শিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পের স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রেখে ব্যবসায়িক বিবেচনায় সার্বিকভাবে জনস্বার্থে কাজ করবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি ও নির্দেশনা দ্বারা (যদি থাকে) পর্ষদ পরিচালিত হবে এবং কোন নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১.০৯ঃ ব্যাংক ঋণ পরিচালনে প্রযোজ্য আইন-কানুন ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালনায় দেশের নিম্নবর্ণিত আইনকানুন ও বিধিমালা (Law, Act, Order,Ordinance, Rules & Regulation) প্রযোজ্য হবে ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩;
খ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক রুলস, ১৯৮৩ (১৯৮৯ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত);
গ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জেনারেল রেগুলেশনস, ১৯৮৪;
ঘ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা/কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৮;
ঙ) পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী এ্যাক্ট, ১৯১৩;
চ) তামাদি আইন, ১৯০৮;
ছ) রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৯০৮;
জ) ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১;
ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২;
ঞ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪;
ট) হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১;
ঠ) চুক্তি আইন, ১৮৭২;
ড) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২;
ঢ) দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭;
ণ) অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩;
ত) মানিলন্ডারিং আইন, ২০১২(২০১৫ সালে সংশোধিত);
থ) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১৩ সালে সংশোধিত);
দ) এছাড়া দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন, সরকারি আদেশ ও নির্দেশ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং সংশোধনী ব্যাংক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায় ঃ-২
ভূমিকা (ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা)

২.০১ঃ সূচনা

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ (অর্থ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ ব্যাংক) ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে তাদের প্রত্যাশা চিহ্নিতকরণ, সংশোধন ও পূর্ণমূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা প্রণয়নে গুরুত্বারোপ করেছে, যার মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ তাদের ঋণ ঝুঁকির পরিমাপ, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে কার্যকরী ব্যাংকিং সুপারভিশন করার লক্ষ্যে ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক জারীকৃত মূল নীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের Credit Risk Management গাইডলাইনের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। এই গাইডলাইনের মাধ্যমে ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, উর্ধ্বতন নির্বাহী এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ঋণ নীতিমালার সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারবে এবং ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীতে প্রয়োগ করতে পারবে।

২.০২ঃ মূল উদ্দেশ্য ঃ

১. একটি উন্নত, সুষ্ঠু ও শক্তিশালী ঋণ ব্যবস্থাপনা গঠন।
২. জবাবদিহিতামূলক কার্যাবলী বিভাজন ও সম্পাদনের নিশ্চয়তা বিধান।
৩. বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য সর্বশেষ ব্যাংকিং সুবিধা চালুকরণ।
৪. স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা চালুকরণ।
৫. ক্ষতি হ্রাসকরণ।
৬. গ্রহণযোগ্য মাত্রায় মুনাফা অর্জন।
৭. বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, কেন্দ্রীভূতকরণ রোধ, মধ্যস্বত্তভোগী বর্জন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ঋণ ব্যবস্থাপনা গঠন।
৮. কার্যকর ঋণনীতি প্রণয়ন।
৯. ঋণ কেন্দ্রীভূত হওয়া রোধ করা।
১০ ঋণ মনিটরিং।
১১ গ্রিন ব্যাংকিং এবং পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
১২ ব্যাসেল-৩ (Basel-III) পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন।
১৩ সম্ভাবনাময় খাতে ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যকর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দুই ধাপে সম্পন্ন হবে ঃ

১. মঞ্জুরি পূর্ব ও মঞ্জুরিকালীন ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
২. মঞ্জুরি পরবর্তী ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;

মঞ্জুরি পূর্ব ও মঞ্জুরিকালীন ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

ক. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা;
খ. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো;
গ. ঋণ প্রক্রিয়াকালিন সময়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
ঘ. ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল;

মঞ্জুরি পরবর্তী ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

ক. ঋণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
খ. যথাযথ MIS এর মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
গ. প্রবলেম লোন সম্পর্কিত ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;

২.০৩ ঃ ঋণ ঝুঁকির সংজ্ঞা

ক. ঝুঁকি ঃ সাধারণত ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার সম্ভাব্য অনিশ্চয়তাকে ঝুঁকি বলে।

খ. ঋণ ঝুঁকি ঃ ঋণ গ্রহীতা (Counter party) কর্তৃক শর্ত মোতাবেক সকল দায় (সুদ, আসল ও অন্যান্য চার্জ) পরিশোধের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিশ্চয়তাকে ঋণ ঝুঁকি বলে।

গ. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ব্যাংকের ঋণ পোর্টফোলিওর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতি হ্রাস করে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন নিশ্চিতকরণকে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলে। কার্যকর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান হলো- ঋণ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিমাপকরণ, হ্রাসকরণ এবং মনিটরিং।

১. সাধারণত ঋণ ঝুঁকির প্রধান উৎস হলো ঋণ ও অগ্রিম। ঋণ ঝুঁকি অন ব্যালেন্স শিট ও অফ ব্যালেন্স শিট (যেমন- গ্যারান্টি) হতে সৃষ্টি হয়। এটি ঋণ গ্রহিতার প্রাক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চুক্তি পালনে অক্ষমতা বা তার প্রাক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

চুক্তি পালনে অনিচ্ছা হতে সৃষ্টি হয়। ঋণ ঝুঁকি ব্যাংকের পারসোনাল লোন, এসএমই ঋণ, কর্পোরেট ক্লায়েন্ট, অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা একটি স্বাধীন সার্বভৌম অবস্থা হতে উদ্ভব হতে পারে।

২. যখন একটি ব্যাংক একটি নতুন ঋণ বিতরণ বা পূর্বের ঋণটি বর্ধিতকরণ করে, তখনই একাধিক সম্ভাব্য ঋণ ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। যখন কোন ঋণ গ্রহিতা সময় মতো চুক্তি অনুযায়ী সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তখনই ঋণ ঝুঁকির উদ্ভব হয়, মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে সময়মতো চুক্তি অনুযায়ী কোন কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তা শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়। তাছাড়া দেয় তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করে পরবর্তীতে ঋণের টাকা সমুদয় পরিশোধ করা, কিস্তির টাকা আংশিক পরিশোধ করার ফলেও ঋণ ঝুঁকির উদ্ভব হয়। তবে সম্ভাব্য অনিশ্চিত ঘটনা ঘটার যোগফল ১০০% হবে।

৩. ঋণ শব্দটি ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভাগগুলোতে একজন গ্রাহক বা একটি গ্রুপ গ্রাহকের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাংকের ঋণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের লেনদেন, অফ-ব্যালেন্স শিট লেনদেন ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং এ সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে এই সকল নির্দেশিকা যথাযথ হিসাবে কাজ করে।

৪. একটি ঋণের একাধিক অস্তিত্ব দেখা দিলে বা একটি ঋণ যখন প্রয়োজন ব্যতীত বর্ধিত করা হয় তখন এই ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ (টর্নেডো, সিডর, আইলা, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি) এর কারণে ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

৬. দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা/ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, দেশের অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদিও ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

৭. ঋণের প্রাক্কলন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম/বেশী হলেও ঋণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৮. যথাসময়ে সঠিকভাবে ঋণ বিতরিত না হলে ঋণ ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৯. সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি/ রাজনৈতিক প্রভাব/ সরকারি হস্তক্ষেপ ও অসৎ শ্রেণীর মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে ঋণ ঝুঁকির উদ্ভব হয়।

১০. সাইবার আক্রমণের ফলেও ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয় ।

২.০৪ঃ উচ্চ ও নিম্ন ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশকসমূহ ঃ

ঋণ ঝুঁকি সাধারণত প্রতিটি ঋণের জন্য আলাদা আলাদাভাবে অনুমান করা হয়। যেহেতু ব্যাংক বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে, সেহেতু ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার ঋণ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন ধরণের ঋণের ঝুঁকি বিভিন্ন হওয়ার কারণে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের জন্য ঋণ ঝুঁকি অনুমান করা কষ্টকর। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ঋণের ঝুঁকি পরিমাপ করার পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। তাই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মতো একটি বৃহৎ ব্যাংকের ঋণের পরিমাণগত ও গুনগত ভিন্নতার কারণে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাপ ও মূল্যায়ন একটি জটিল বিষয়। নিম্নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি পরিমাপের কিছু নির্দেশক দেয়া হলোঃ

(ক) উচ্চ ঋণ ঝুঁকির নির্দেশকসমূহ (Indicators of high credit risk)ঃ

১. মোট সম্পদ এবং ইক্যুয়িটির তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশি হলে;

২. ব্যাংকের ঋণ স্থিতি বৃদ্ধির হার জাতীয় গতিধারা/ প্রত্যাশার তুলনায় বেশি হলে;

৩. ঋণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা না থাকা অথবা পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী ঋণ বিতরণ করা সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ;

৪. ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে ঋণ এবং অগ্রিম থেকে প্রাপ্ত সুদ ও ফিসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হওয়া ;

৫. এক বা একাধিক নির্দিষ্ট খাতে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করে অভ্যন্তরীণ ঋণসীমা অতিক্রম করা;

৬. ঝুঁকির মানদন্ড বিবেচনা না করে উদারভাবে বিদ্যমান ঋণের পাশাপাশি অন্য খাতে নতুন ঋণ প্রদান করা;

৭. ঋণ নীতি অনুসরণ না করে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা;

৮. ব্যাংকের ঋণ পোর্টফোলিওতে মাত্রা অতিরিক্ত শ্রেণীকৃত ঋণ (সংখ্যা ও পরিমাণে) থাকা;

৯. বিদ্যমান অশ্রেণীকৃত এবং এসএমএ ঋণের স্থিতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে নিম্নমুখী হওয়া;

১০. শ্রেণীকৃত ঋণের অধিকাংশই মন্দ ও ক্ষতি ঋণে পরিণত হওয়া;

১১. প্রয়োজনীয় নিয়মনীতির আলোকে জামানতি সম্পদ গ্রহণ না করে উদারভাবে গ্রহণ করা অথবা রক্ষণশীল দৃষ্টিতে জামানত গ্রহণ করলেও প্রয়োজনীয় বিধি বিধান না মানা;

১২. জামানতি সম্পত্তির মূল্যায়ন যথার্থ না হওয়াসহ প্রয়োজনীয় দলিলপত্র গ্রহণ না করা;

১৩. অসম্পূর্ণ/ ত্রুটিপূর্ণ দলিলায়ন সম্পাদন করা;

১৪. ঋণ পরিশোধ সময়সূচি দীর্ঘমেয়াদী করা;

১৫. পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠিত ঋণের ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিলকরা এবং এ সকল ঋণের রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে অন্ধকারে রাখা এবং

১৬. চলতি মূলধন/ সিসি ঋণের চক্রায়ন সঠিক ভাবে না হওয়া/ কিস্তি সঠিক সময়ে আদায় না হওয়া।

১৭. ঋণ বিতরণের পর জামানতি সম্পত্তির যথাযথ তদারকি না করা;

(খ) নিম্ন ঋণ ঝুঁকির নির্দেশকসমূহ (Indicators of low credit risk)ঃ

১. যথেষ্ট কারণ বা পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া ব্যাংক কর্তৃক নতুন খাতে বিনিয়োগ করা;
২. কৌশলগত এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় ঋণের ঝুঁকি উদারমাত্রায় গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান;
৩. আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ঋণ বিতরণ করা;
৪. অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের ঋণ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত করা;
৫. ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ঋণ বিতরণ, তদারকি অথবা সমস্যাগ্রস্ত ঋণের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা না থাকা;
৬. ব্যাংক কর্তৃক কেন্দ্রীভূত ঋণ সনাক্তকরণে ব্যর্থতা এবং কেন্দ্রীভূত ঋণ হ্রাস বা ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা;
৭. ঋণের গুনগত মান বিবেচনার তুলনায় ঋণের পরিমাণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা;
৮. অদক্ষ মাঠ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় করা;
৯. ঋণ নীতিতে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলেও তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
১০. ঋণ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব;
১১. ঋণ ঝুঁকি রেটিং ও সমস্যাগ্রস্থ /Problem ঋণসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা না করা। ঋণ ঝুঁকি রেটিং উন্নতির প্রয়োজনে সমস্যাগ্রস্থ ঋণ সঠিকভাবে ও যথাসময়ে সনাক্তকরণ না হওয়া;
১২. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (MIS) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া। তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি থাকার কারণে পর্ষদ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঋণের বিশ্লেষণ এবং ঋণের ঝুঁকি প্রোফাইল বুঝতে না পারা এবং
১৩. শস্য ঋণসহ সকল প্রকার ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান থাকা ।

২.০৫ঃ গ্রীন ব্যাংকিং (Green Banking) ঃ

গ্রীন ব্যাংকিং হচ্ছে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সবুজায়ন। পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং অনুশীলন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ গ্রীন ব্যাংকিং এর মূল বিষয়। পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্বের পরিবেশ বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অনুশীলন গ্রীন ব্যাংকিং (Green Banking) এর আওতাভুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, পানি দূষণ, গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বিশ্বের পরিবেশ বর্তমানে মারাত্নক হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবেশ বান্ধব অর্থায়নে যত্নশীল হতে হবে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কর্মকান্ডকে পরিহার করে দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যাংকের সম্পদকে ব্যবহার করা গ্রীন ব্যাংকিং এর একটি অংশ। বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- BRPD (চ-১)/৭৬০/২ (Green Banking)/২০১১-৩২ তারিখ ০৫ জানুয়ারী ২০১১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্রীন ব্যাংকিং গাইডলাইন মোতাবেক পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পে অর্থায়ন করতে হবে এবং প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইটিপি স্থাপনসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য আইনকানুন মেনে চলা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.০৬ঃ পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Environmental Risk Management) ঃ

বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসহ বিশ্বকে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসহ বিশ্বকে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করতে যথাযথ পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ বান্ধব শিল্প/ব্যবসায় বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যেমন পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ, ইটিপি স্থাপন ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক অবস্থা, দূষণ, দুর্যোগ ইত্যাদি হতে সৃষ্ট ক্ষতি পূরণের জন্য প্রয়োজনবোধে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ গ্রহণ করা যেতে পারে। ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নে ঋণ ঝুঁকির সাথে সাথে পরিবেশ ঝুঁকিকেও বিবেচনা করতে হবে। Environmental Risk Grading ঋণের ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্য Credit Risk Grading System ব্যবহারের পাশাপাশি প্রকল্পটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিনা তা নির্ণয়ের জন্য Environmental Risk Grading (ERG) করতে হবে। এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ২৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এবং অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে ১.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণকালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত Environmental Risk Management (ERM) এর নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক গ্রেডিং (ERG) করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক গ্রেডিং (ERG) এ পোল্ট্রি, ডেইরী, সিমেন্ট, ক্যামিকেলস, প্যাস্টিসাইড, ফার্মাসিটিক্যালস, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বেসিক মেটাল, আবাসন, পাল্প এবং পেপার, সুগার এবং ডিস্টিলারী, ট্যানারী, টেক্সটাইল এবং এপারেলস, শিপ ব্রেকিং সেক্টর ভিত্তিক ফরম্যাট দেয়া আছে এবং কোন ঋণ কেস উক্ত সেক্টরের বাইরে হলে তার জন্য একটি জেনারেল ফরম্যাট দেয়া আছে।

Environmental Risk Grading ঃ

ঋণের ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্য Internal Credit Risk Rating System ব্যবহারের পাশাপাশি প্রকল্পটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিনা তা নির্ণয়ের জন্য Environmental Risk Grading করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পটি ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন কালিন সময়ে ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সিস্টেম (ICRRS) এর পাশাপাশি এখন থেকে এনভায়রণমেন্টাল রিস্ক গ্রেডিং (ERG) করতে হবে। এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ২৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এবং অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে ১.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণকালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত Environmental Risk Management

(ERM) এর নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক এনভায়রণমেন্টাল রিস্ক গ্রেডিং (ERG) করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এনভায়রণমেন্টাল রিস্ক গ্রেডিং (Environmental Risk Grading) এ পোল্ট্রি, ডেইরী, সিমেন্ট, ক্যামিকেলস, প্যাস্টিসাইড, ফার্মাসিউটিক্যালস, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাসিক মেটাল, আবাসন, পাল্প ও পেপার, সুগার ও ডিস্টিলারী, ট্যানারী, টেক্সটাইল ও এপারেলস, শিপ ব্রেকিং সেক্টর ভিত্তিক ফরম্যাট দেয়া আছে এবং কোন ঋণ কেস উক্ত সেক্টরের বাইরে হলে তার জন্য একটি জেনারেল ফরম্যাটে দেয়া আছে। জেনারেল ফরম্যাটটি পরিশিষ্টতে দেয়া হলো।

২.০৭ঃ কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং ঃ

কোন কোম্পানি কিংবা কোন শিল্পগোষ্ঠী অথবা কোন কর্পোরেশনকে তার ব্যবসায়িক/ বাণিজ্যিক কার্যাদি পরিচালনার জন্য কোন ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে অর্থায়ন করা হয় তাকে কর্পোরেট ফাইনান্সিং নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক কোম্পানি অথবা শিল্প গোষ্ঠীর একটি পরিচালনা বোর্ড থাকে, যারা ঐ কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

২.০৮ঃ কর্পোরেট অর্থায়নের পদক্ষেপ ঃ

কর্পোরেট ফাইনান্সিং এর জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে ঃ

১. সম্ভাবনাময় কর্পোরেট গ্রাহকবৃন্দের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং অর্থায়নের জন্য সম্ভাবনাময় গ্রাহককে যাচাই ও নির্বাচন করতে হবে;
২. অর্থায়নের পূর্বে নির্দিষ্ট এজেন্ডা প্রস্তুত করতে হবে;
৩. আলোচ্য সূচি নির্ধারণ করে কর্পোরেট গ্রাহককে আলোচনার জন্য আহবান করতে হবে;
৪. কর্পোরেট গ্রাহকের ঋণের প্রকৃতি ও ঋণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে হবে;
৫. কর্পোরেট গ্রাহকের ঋণের চাহিদা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে;
৬. যে ধরণের ঋণ সুবিধা গ্রাহককে প্রদান করা যায় তা তাকে জানিয়ে দিতে হবে;
৭. ঋণের প্রাক-যোগ্যতার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সুনাম, মূলধন, আয়, তথ্য প্রযুক্তি, সম্পদ, তারল্য এবং তদারকি ব্যবস্থা ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে;
৮. বিশেষভাবে দক্ষ কর্মকর্তা দ্বারা ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন করাতে হবে;
৯. বাণিজ্যিকভাবে লাভবান, অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় এবং সামাজিকভাবে কাংখিত ঋণ প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও মঞ্জুরি প্রদান করতে হবে;
১০. ব্যাংকের নিয়মমাফিক দলিলায়ন ও ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২.০৯ঃ ঋণ আমানত অনুপাত (Advance Deposit Ratio) পরিপালন ঃ

ঋণ আমানত অনুপাত (Credit Deposit Ratio) বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুরি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর এসএলআর (SLR) না থাকায় মোট আমানত হতে সিআরআর (CRR) বাবদ নির্ধারিত অংশ বাদ দিয়ে ঋণ আমানত অনুপাত (ADR) নির্ণয় করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সিআরআর (CRR) এর পরিমাণ ০৩ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৪.০০% হওয়ায় ঋণ আমানত অনুপাত (ADR) ৯৬ ঃ ১০০। সিআরআর (CRR) এর হার পরিবর্তন হলে সে অনুযায়ী ঋণ আমানত অনুপাতও পরিবর্তন হবে।

২.১০ঃ সমঝোতা স্মারক (MOU) পরিপালন ঃ

ঋণ কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) এর নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবছর স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) এর শর্তসমূহ পরিপালনের লক্ষ্যে নির্দেশনা বিজ্ঞপ্তি ওয়েব মেইলের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

২.১১ঃ ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ২১-১২-২০১৪ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিউ ক্যাপিটাল এডেকোয়েসি ফ্রেমওয়ার্ক আন্ডার ব্যাসেল-৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ সংক্রান্ত গাইডলাইন। এ গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যাংকের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য রিস্ক ওয়েটেড এ্যাসেট এর কমপক্ষে ১১.২৫% ক্যাপিটাল সংরক্ষণ করতে হবে, যা ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ১২.৫০% এ দাঁড়িয়েছে। ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে রিস্ক ওয়েটেড এ্যাসেট এর পরিমাণ যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাল ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে রিস্ক তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

২.১২ঃ ঋণ কেন্দ্রীভূতকরণ ঝুঁকি (Concentration Risk) ঃ

কোনো ব্যাংকের প্রশাসনিক নীতি ও পৃথক ঋণ পদ্ধতি সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উচ্চ বা নিম্ন মানের হতে পারে যদি বেশিরভাগ ঋণ কেন্দ্রীভূত হয়। ঋণ কেন্দ্রীভূত ঝুঁকি নিম্নোক্ত কারণে হতে পারে-

যখন কোনো ব্যাংকের বেশিরভাগ বিনিয়োগ বা সকল বিনিয়োগ একক বা কয়েক ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা সেক্টরে বা একই Instrument এ ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীভূত ঋণ খাতটি মন্দায় পরিণত হলে ব্যাংকটির মূলধন বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এমনকি ব্যাংক হুমকির মুখে পড়তে পারে যা ব্যাংকের মূল কার্যক্রম সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটায়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অধিকাংশ ঋণই কেন্দ্রীভূত (শস্য খাত) বিধায় এ ব্যাংকটি উচ্চ ঋণ ঝুঁকিতে রয়েছে। নিম্নলিখিত কেন্দ্রীভূত ঋণ ঝুঁকি খাত হতে ব্যাংককে সতর্ক থাকতে হবেঃ

১. খাত ওয়ারী ঋণ (Sector wise exposure)।
২. অঞ্চল ভিত্তিক ঋণ (ভৌগোলিক ভিত্তিতে)।
৩. গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ (নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ভিত্তিতে)।
৪. একক ঋণ গ্রহীতার ঋণ সীমার ভিত্তিতে (নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ভিত্তিতে)।
৫. শীর্ষ ঋণ গ্রহীতাদের তালিকার ভিত্তিতে (শীর্ষ ১-৫০ ঋণ গ্রহীতাকে গণনা করতে হবে)।

ব্যাংক তার সকল ঋণের সম্ভাব্য কেন্দ্রীভূতের অভ্যন্তরীণ সীমা নির্ধারণ করবে। অভ্যন্তরীণ সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে যদি ঋণ পোর্টফোলিও এর একটি বৃহৎ অংশ একটি খাতে কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে ঐ খাতে ঋণের পরিমাণ কমাতে হবে বা মূলধনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে বা উভয় কর্মের একটি সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ব একটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিধায় কেন্দ্রীভূত ঋণ (শস্য খাত) প্রদানে ব্যাংকটির বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২.১৩ঃ <u>শক্তিশালী ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি (উচ্চ ও নিম্ন ঋণ ঝুঁকির ক্ষেত্রে)</u> ঃ

প্রতিটি ব্যাংকের ঋণ নীতি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একটি গুনগত মান সম্পন্ন ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিও থাকা প্রয়োজন, যা ঋণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির বর্ধিত সংস্করণে ঋণ নীতির প্রতিটি বিষয় বিশদ বিবরণসহ উল্লেখ থাকবে। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি বছর ভিত্তিক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে হালনাগাদ করতে হবে।

১. <u>Risk Appetite Statement</u> ঃ

এ বিবরণীর মাধ্যমে একটি ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমে কি পরিমাণ ঝুঁকি বহন করবে বা কি পরিমাণ ঝুঁকি বহন করতে ইচ্ছুক এবং ঝুঁকি বহন করার ফলে ব্যাংকের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর কি কি প্রভাব পড়বে তা আমানতকারী, ঋণগ্রহীতা, স্টেক হোল্ডার, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সহজে অনুমান করতে পারে। এই প্রতিবেদনটি বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে সবাইকে অবহিত করতে হবে। এই প্রতিবেদনে Limits on Loan Types, Borrower Type, Rating Rate, Industry or Economic Sector ব্যাংকের ঋণ পোর্টফোলিওকে ৮ টি খাতে ও ৩৭ টি উপখাতে বিভক্ত করতে হবে, সাথে সাথে Industrial Loan কে ১২ টি উপ-খাতে বিভক্ত করে সকল খাতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটি শক্তিশালী ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি সঠিক Risk appetite statement দিয়ে শুরু হয়। Risk appetite statement অবশ্যই পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে ও তা ঋণ নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে। এই বিবরণীটি অবশ্যই গুনগত এবং পরিমাণগত উভয় মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সকল শর্তসমূহ, লেনদেন ও ফলাফল বিবেচনায় আনতে হবে। এ বিবরণীটিতে ব্যাংকের মুনাফা, মূলধন ও তারল্যের উপর সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ বিবৃত হবে এবং তা অবশ্যই ব্যাংকের কৌশলগত এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ঋণ ঝুঁকি বহণ করার ক্ষেত্রে এ বিবরণীটির মাধ্যমে ব্যাংকের অফ ব্যালেন্স শীট আইটেমসহ (Letter of credit and Guarantee) সকল খাতের ঋণ পণ্যের Stress Testing এর মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ব্যাংকের সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ব্যাংক নিম্ন ঋণ ঝুঁকি গ্রহণ করে নিম্ন আয় নিশ্চিত করতে পারে।

(ক) Risk appetite statement এ নিম্নোক্ত বিষয় বস্তু অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, তবে এগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকা যাবে নাঃ

১. শিল্প ভিত্তিক খাতে ঋণ কেন্দ্রীভূতকরণ।
২. পণ্য ভিত্তিক ফান্ডেড ঋণে কেন্দ্রীভূতকরণ (এক্ষেত্রে মেয়াদী ঋণ, মধ্যমেয়াদী ঋণ, চাহিদা ঋণ ও চলমান ঋণের সংমিশ্রণ হবে)
৩. পণ্য ভিত্তিক নন ফান্ডেড ঋণে কেন্দ্রীভূতকরণ (এক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারেন্টি, স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদির সংমিশ্রণ হবে)।
৪. ভৌগলিক এলাকা ভিত্তিক, বৈদেশিক মুদ্রা ভিত্তিক এবং মেয়াদকাল/পরিপক্কতাভিত্তিক ঋণ কেন্দ্রীভূতকরণ।
৫. ব্যবসার সেগমেন্ট ভিত্তিক কেন্দ্রীভূতকরণ (কর্পোরেট, এস এম ই, রিটেইল, মাইক্রো ক্রেডিট, কার্ড ইত্যাদি)
৬. অভ্যন্তরীণ/বহিরাগত ক্রেডিট রেটিং ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতাদের কেন্দ্রীভূতকরণ ।
৭. পরিবেশগত এবং সামাজিক মর্যাদার কারণে হাই রেটেড ঋণ গ্রহীতা সর্বোচ্চকরণ।
৮. ঋণ পোর্টফোলিও এর শ্রেণীকৃত হারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূতকরণ।

বার্ষিক ক্রেডিট বাজেট প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং খাতওয়ারী বন্টনঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত MOU এর বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নিয়ে বিভাগীয় কার্যালয়, স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এর মোট ঋণ, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত ক্রেডিট বাজেট (বার্ষিক ঋণ লক্ষ্যমাত্রা) মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ঋণ নিয়মাচার পরিপালনপূর্বক ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করতে হবে। তবে সকল খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিল থাকা সাপেক্ষে ঋণ বিতরণযোগ্য হবে। ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

- এমওইউ এর বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নিয়ে বরাদ্দকৃত ক্রেডিট বাজেটের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করতে হবে। সকল পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে (Adjusted Loan Growth) এর হালনাগাদ অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে।

- বিভাগীয় কার্যালয় তাদের অধীনস্থ আঞ্চলিক কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহে এবং আঞ্চলিক কার্যালয় তাদের অধীনস্থ শাখাসমূহে প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বাজেট প্রয়োজন অনুসারে বন্টন করবে। কোন বিভাগীয় কার্যালয়ের ঋণ স্থিতি তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণ স্থিতির অধিক হতে পারবে না।
- কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে কোন খাতে অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আন্তঃখাত সমন্বয় করা যাবে।
- কৃষি ঋণ বিতরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরে প্রণীত "কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি " এর নির্দেশনা অনুসরনীয় হবে।

খ) মাঠ পর্যায়ে ক্রেডিট বাজেট পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত ঋণ কর্মকান্ড অব্যাহত রাখাঃ

সংশ্লিষ্ট বছরের ক্রেডিট বাজেট মাঠ পর্যায়ে না পৌছানো পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববর্তী বছরের বাজেটের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরি/নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

গ) ক্রেডিট বাজেট পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন/ পরিবর্ধনঃ

- নির্ধারিত ঋণস্থিতির বাজেট/লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আন্তঃবিভাগ সমন্বয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া যাবে;
- বিভাগীয় কার্যালয় তাদের অধীনস্থ আঞ্চলিক কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণ স্থিতি বজায় রাখবে।

প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট বাজেট প্রণয়ন, ঋণ লক্ষ্যমাত্রা প্রদান ও মনিটরিং সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর এ বাজেট বরাদ্দ প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করা যাবে।

(খ) ঋণের প্রকারভেদ, ঋণ গ্রহীতার প্রকারভেদ, রেটিং গ্রেড এবং শিল্প বা অর্থনৈতিক খাতের উপর সীমা নির্ধারণঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে ক্রেডিট পোর্টফোলিও'র সম্ভাব্য সকল খাত/ উপখাতের কেন্দ্রীকরণের সীমা নির্ধারণ করা ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য কাজ। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কাজ হলো ব্যাংকের সম্পূর্ণ ঋণ পোর্টফোলিওকে নিম্নোক্ত খাত/ উপখাতে ভাগ করাঃ

১. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ;
২. শিল্পখাত;
৩. শিল্প ঋণের প্রকৃতিঃ
ক. মেয়াদী ঋণ;
খ. চলতি মূলধন ঋণঃ
i. যোগ্য জামানত দ্বারা সুরক্ষিত ঋণ;
ii. যোগ্য জামানত ছাড়া অন্যান্য সুরক্ষিত ঋণ;
গ. শিল্প ঋণ পোর্টফোলিওর প্রকারভেদঃ
i. বৃহৎ শিল্প;
ii. ছোট, মাঝারি, কুটির ও মাইক্রো শিল্প;
iii. সেবা শিল্প;
৪. ব্যবসায়িক ঋণ ঃ
ক. খুচরা ট্রেডিং;
খ. পাইকারি ট্রেডিং;
গ. রপ্তানি বাণিজ্য;
ঘ. আমদানি বাণিজ্য;
ঙ. লিজ ফাইন্যান্স;
চ. অন্যান্যঃ
i. যোগ্য জামানত দ্বারা সুরক্ষিত ঋণ;
ii. যোগ্য জামানত ছাড়া অন্যান্য সুরক্ষিত ঋণ।
৫. নির্মাণ শিল্প (বাণিজ্যিক, রিয়েল স্টেট, নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন ঋণ) ঃ
ক. আবাসিক রিয়েল স্টেট;
খ. বাণিজ্যিক রিয়েল স্টেট;
গ. অবকাঠামো উন্নয়ন;
৬. পরিবহণ ঃ
ক. সড়ক পরিবহণ;
খ. নৌ পরিবহণ;
গ. বিমান পরিবহণ।

৭. কনজ্যুমার (ভোক্তা) অর্থায়ন ঃ

ক. ফ্ল্যাট বা অন্য একক পরিবার বসবাসকারীদের বাড়ি কেনার জন্য ঋণ;

খ. ব্যক্তিগত মোটর চালিত পরিবহণ কেনার জন্য ঋণ;

গ. টেকসই ভোগ্যপণ্য কেনার জন্য ঋণ;

ঘ. ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে ঋণ;

ঙ. অন্যান্য ব্যক্তিগত ঋণ;

৮. আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদান ঃ

ক. ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান;

খ. বীমা কোম্পানীকে ঋণ প্রদান;

গ. মার্চেন্ট ব্যাংক এবং ব্রোকারেজ হাউজকে ঋণ প্রদান;

ঘ. মাইক্রো ফিন্যান্স (ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী) প্রতিষ্ঠানসহ এনজিও এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান;

৯. বিবিধ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উপরোক্ত খাত/ উপখাতের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উদ্দেশ্য ধারা ও সরকারি নির্দেশানুযায়ী মোট ঋণের ৬০% ফসল খাতে (১নং খাত) অবশিষ্ট ৪০% ঋণের সিংহভাগ ০২ থেকে ০৪ নম্বর খাতে এবং ৫নং ক্রমিকের নির্মাণ শিল্প ৬ নং ক্রমিকের পরিবহন, ৭নং ক্রমিকের কনজ্যুমার (ভোক্তা) অর্থায়ন, ৮নং ক্রমিকের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন খাতের মধ্যে বর্তমানে শুধুমাত্র কতিপয় উপখাতে যেমনঃ ট্রাক/পরিবহন, ভোগ্যপণ্য ঋণ, মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান/এনজিও ইত্যাদি খাতে সামগ্রিক লোন পোর্টফলিও'র তুলনায় সীমিত আকারে ঋণ প্রদানের সীমা নির্ধারিত রয়েছে।

উপর্যুক্ত শ্রেণীবদ্ধকরণে দেখা যায় ব্যাংকের ঋণ সমূহকে মোট ৩২ টি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীকরণের সীমা, Tier-1 মূলধন সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত সকল খাত/ উপখাতকে আরও সর্বনিম্ন ক্ষুদ্র উপখাতে বিভক্ত করা উচিত এবং তা থেকে উপরের দিকে ঘূর্ণায়মান হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে।

উপরন্তু ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত শিল্প ঋণকে ভিন্ন ভাবেও বিভক্ত করা যায়। এন্টারপ্রাইজ ও ঋণ ভিত্তিক ভাগ না করে দেশের অর্থনৈতিক খাতের উপর মনযোগ নিবদ্ধ করে শিল্প ঋণকে নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক. তৈরি পোশাক শিল্প

খ. বস্ত্র শিল্প

গ. খাদ্য ও আনুষঙ্গিক শিল্প

ঘ. ঔষধ শিল্প

ঙ. রাসায়নিক সার

চ. সিমেন্ট ও সিরামিক শিল্প

ছ. জাহাজ নির্মাণ শিল্প

জ. জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প

ঝ. বিদ্যুৎ ও গ্যাস

ঞ. অন্যান্য উৎপাদনকারী বা নির্যাস শিল্প

ট. পরিসেবা শিল্প

ঠ. অন্যান্য

২.১৪ঃ সময় ভিত্তিক ঋণের প্রকারভেদ ঃ

কোন ঋণের অর্থ বিনিয়োগের সময় হতে উৎপাদন শুরু পর্যন্ত সময় এবং উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ঋণকে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি হিসেবে ভাগ করা হয়।

ক. **স্বল্প মেয়াদি ঋণঃ** সাধারণত শস্য উৎপাদন, কৃষিজাত পণ্য, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, আর্থসামাজিক কর্মকান্ড বিপণন এবং অন্যান্য উৎপাদনমুখী কার্যকলাপের জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এ ঋণ সর্বোচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

খ. **মধ্য মেয়াদি ঋণঃ** সাধারণত ফল ও ফুলের চাষ, মৎস্য চাষ, প্রাণী সম্পদ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, গ্রামীণ পরিবহন, মাঝারী ধরণের প্রকল্প ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। এ ঋণ ১৮ মাসের উর্ধ্বে কিন্তু ৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

গ. **দীর্ঘ মেয়াদি ঋণঃ** সাধারণত উদ্যান উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষি জাত খামার, রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন, চা বাগান উন্নয়ন, রাবার চাষ ইত্যাদির জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। এ ঋণের আর্থিক ফল পেতে সাধারণতঃ বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৫ বৎসরের উর্ধ্বে নির্ধারণ করা হয়, যা সাধারণতঃ প্রকল্পের আয় এবং গেস্টেশন সময়ের উপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়।

ঋণ গ্রহীতাদের প্রকৃতি, ঋণের প্রকৃতি এবং শিল্প ঋণের খাতভিত্তিক বিভক্তিকরণ তথ্যকে একীভূত করে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিগত কয়েক বছরের তথ্য সন্নিবেশিত করে উপস্থাপন করতে হবে।

২.১৫ঃ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ঃ

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্য ঋণ বিতরণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী মোট কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ৬০% শস্য/ ফসল খাতে, ১০% মৎস্য খাতে এবং ১০% প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে আমদানি বিকল্প শস্য/ ফসল ও অন্যান্য শস্য খাতের তালিকাসহ নর্মস/ নিয়মাচার, ঋণ বিতরণ ও আদায়/ পরিশোধসূচি অনুসরণ করতে হবে। শস্য বহুমূখীকরণের আওতায় উচ্চমূল্য ফসল, বীজ উৎপাদন, টিস্যুকালচার, পাট চাষ, জলবায়ু পরিবর্তন ফসল, রেশম, তুলা, পান, মধু, মাশরুম চাষ, নার্সারি স্থাপন, উদ্যানভিত্তিক ফসল, মশলা জাতীয় ফসল, সবজি চাষ, ফুলচাষ ইত্যাদি খাতে ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করবে। বাৎসরিক ঋণদান কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি শস্য ঋণ বিতরণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

২.১৬ঃ(ক) নিরুৎসাহিত খাত (Discouraged Business Types) ঃ

নিম্নলিখিত খাতসমূহে ব্যাংকের ঋণ প্রদান নিরুৎসাহিত করা হয়েছেঃ-

- সামরিক সাজ-সরঞ্জাম;
- উচ্চ দায় সম্পন্ন ঋণ (Highly Leveraged);
- ফটকা (Speculative) বিনিয়োগ;
- লগিং (Logging), খনিজ সম্পদ আহরণ সম্পর্কিত কার্যক্রম, নৈতিকতা ও পরিবেশের ক্ষতিকারক কার্যক্রম;
- সিআইবি (CIB) তে বিরূপ মন্তব্যের ঋণ গ্রহীতা ও খেলাপী ঋণ গ্রহীতা;
- জাতিসংঘ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত দেশ;
- ঋণ গ্রহীতার ইকুইটিতে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ;
- হোল্ডিং কোম্পানী;
- ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ করবে এমন কোম্পানীতে ব্রিজ ফাইন্যান্সিং;
- তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত MOU অনুযায়ী Saturated sector সমূহে।

২.১৭ঃ Credit Risk Grading System ঃ

Credit Risk Grading এর সংজ্ঞা ঃ Credit Risk Grading হলো পূর্ব নির্ধারিত মাত্রার (স্কেল) উপর ভিত্তি করে একটি যৌথ সংজ্ঞায়িত ও প্রদত্ত ঋণ পোর্টফলিও'র জন্য অন্তর্নিহিত ঋণ ঝুঁকির প্রতিফলন ঘটায়। ক্রেডিট ঝুঁকি গ্রেডিং বা সিআরজি ঋণ ঝুঁকি পরিমাপ করার একটি হাতিয়ার। ইহা সরাসরি ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কাজ করে। ইহা ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। গ্রাহকের ঋণ সুবিধা অনুমোদনের পূর্বে ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ঋণ অনুমোদন করার পূর্বে ঋণটি প্রদান করা ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এটি ব্যাংক কে নিরাপদ ও সুনিশ্চিত করার জন্য এবং ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়াটি ঋণের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত CRGM অনুযায়ী Risk Grading কার্য সম্পাদনের জন্য যে সাংগঠনিক কাঠামো, ঋণের প্রকার ও ঋণ প্রক্রিয়াকরণ কার্যপ্রণালী দেয়া হয়েছে তা মুলতঃ কর্পোরেট ব্যাংকিং এর জন্য অধিকতর প্রযোজ্য। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত এবং এ লক্ষ্যে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানই এই ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও এখনো বিকেবি'তে একটি comprehensive IT system গড়ে ওঠেনি। বিকেবি'র ঋণের সংখ্যাধিক্য, বর্তমানে এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার অভাব, মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরে কম্পিউটারের অপ্রতুলতা ইত্যাদির জন্য উক্ত ম্যানুয়েলের সকল দিক ও ফরমেটগুলি আপাততঃ বিকেবি'র জন্য হুবহু কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, কার্যপদ্ধতির বিভিন্নতা ও সাংগঠনিক কাঠামোর বিশালতার কারণে প্রদত্ত CRGM পরিপালনের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য ও আদর্শ ঠিক রেখে ম্যানুয়েল বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অবয়ব বিকেবি'র সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বিকেবি'র জন্য লাগসই CRG ম্যানুয়েল তৈরি ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যণীয় দিকগুলি হলোঃ

১. Consumer financing, Small enterprise financing, short-term Agricultural and micro credit এর বেলায় এই CRG ম্যানুয়েল প্রযোজ্য নয়।

২. ০১/০৭/২০০৬ তারিখ হতে ৫.০০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব (Small enterprise ব্যতীত) সকল প্রকল্প ঋণ এবং সিসি ঋণের জন্য এই ম্যানুয়েল কার্যকর হবে।

৩. মাঠ কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয় হতে মঞ্জুরী প্রাপ্ত ঋণের ক্ষেত্রে Pre-Sanction, Post-Sanction Stage উভয় প্রকার Grading ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৪. ইতোপূর্বে চালুকৃত Credit Risk Grading (CRG) বাতিল হওয়ায় বর্তমানে ICRRS ও ERG কার্যকর থাকবে ।

৫. ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াকারী কার্যালয়ের (Appraisal Officer/ঋণ নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রযোজ্য ফরমেটগুলি পূরণের মাধ্যমে ICRRS সম্পন্ন করবে যা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষিত ও সঠিক বলে প্রত্যায়িত হবে।

৬. ICRRS করা ঋণ আবেদনগুলি পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের Credit Committee এর সভায় পেশ করতে হবে।

৭. যেহেতু ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকল্প ঋণ ও সিসি ঋণের ICRRS করা হবে সেহেতু প্রয়োজনীয় সকল কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ICRRS বাস্তবায়নপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকে Compliance Report প্রেরণ করতে হবে।

২.১৮ঃ ঋণের ঝুঁকির মাত্রায়ন (Risk Grading) ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ১১.১২.২০০৫ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮ এর মাধ্যমে প্রণীত Credit Risk Grading Manual এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকের প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের জুলাই ২, ২০০৬ তারিখের পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-০৮/২০০৬ এর মাধ্যমে ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং ম্যানুয়েল-২০০৬ প্রবর্তন করা হয়। উক্ত ম্যানুয়েলটি জুলাই ২, ২০০৬ তারিখ হতে Consumer Financing, Small & Medium Enterprise, Short Term Agricultural Credit এবং Micro Credit ব্যতীত ৫.০০ লক্ষ টাকা ও তদূর্ধ্ব সকল প্রকল্প ও চলতি মুলধন/ নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়েছে। ঋণ আবেদন গ্রহণকারী কার্যালয়ের সকল ঋণ নথি উপস্থাপনকারী/ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা (Appraisal Officer) উক্ত ম্যানুয়েলের প্রযোজ্য ফরমেটগুলো পূরণের মাধ্যমে CRG নির্ণয় করবে, যা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষিত ও সঠিক বলে প্রত্যায়িত হবে। CRG করা ঋণ আবেদনগুলি পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্রেডিট কমিটির সভায় পেশ করতে হবে। ঋণের ঝুঁকিসমূহকে ৮ টি স্তরে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	ঝুঁকির শ্রেণি
১	উত্তম (Superior)	Low Risk
২	ভাল (Good)	Satisfactory Risk
৩	গ্রহণযোগ্য (Acceptable)	Fair Risk
৪	প্রান্তিক (Marginal)	Watch Risk
৫	বিশেষ সতর্কতা (Special Mention)	Management Risk
৬	নিম্নমান (Sub-Standard)	High Financial Risk
৭	সন্দেহজনক (Doubtful)	Near to Bad and Loss
৮	ক্ষতি (Bad)	Loss

CRGM বাস্তবায়ন পূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকে Compliance Report প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ঋণের ঝুঁকির মাত্রায়ন (Risk Grading) এর রেটিং স্কোর শীট (Score Sheet) বিশদ বিবরণসহ পরিশিষ্ট-তে দেখানো হলো।

২.১৯ঃ Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের সার্কুলার নং ১৬ এর নির্দেশনা অনুযায়ী Credit Risk Grading (CRG) বাতিল করে ১ জুলাই ২০১৯ সাল হতে Internal Credit Risk Rating System চালু করা হয়েছে (গাইডলাইনটি পরিশিষ্টতে দেখানো হলো)।

নিম্নলিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া (ঋণসীমা নির্বিশেষে) সকল ঋণের ক্ষেত্রে ICRRS প্রযোজ্য হবে:

- ভোক্তা ঋণ (Consumer loan)
- স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ (Short-term agri loans)
- ক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit) এবং ব্যাংক ঋণ
- ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান (ঋণ সীমা ৫০.০০ লক্ষ টাকার কম হলে)
- ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, ম্যানুফ্যাকচারিং (ঋণ সীমা ১ কোটি টাকার কম হলে)
- বীমা সংস্থা এবং ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান(micro finance institution)
- মার্চেন্ট ব্যাংক

এই জাতীয় সত্তার জন্য, ব্যাংক তাদের নিজস্ব ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম এবং ঝুঁকি প্রশমন পদ্ধতি ব্যবহার করবে। গুণগত ও পরিমাণগত প্যারামিটারসমূহ বিবেচনায় নিয়ে ICRRS নিম্নোক্ত ৪ টি রেটিং ও স্কোর প্রদর্শন করে,যথা-

রেটিং	স্কোর গড়
অতি উত্তম	অতি উত্তম ≥৮০%
উত্তম	≥৭০% উত্তম <৮০%
প্রান্তিক	≥৬০% প্রান্তিক <৭০%
অগ্রহণযোগ্য	অগ্রহণযোগ্য<৬০%

বিভিন্ন ঋণের ঋণ ঝুঁকি রেটিং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. অতি উত্তম ঃ

- অর্জিত সম্মিলিত স্কোর গড় ৮০ বা তার বেশী।
- উচ্চ তারল্য, নিম্ন লিভারেজ, শক্তিশালী উপার্জন ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ দ্বারা ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সুদৃঢ় সামর্থ্য।
- ঋণগ্রহীতার সু-প্রতিষ্ঠিত বাজার রয়েছে।
- খুব ভালো ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে ।

খ. উত্তম ঃ

- অর্জিত সম্মিলিত স্কোর গড় ৭০ বা তার অধিক কিন্তু ৮০ হতে কম।
- এ গ্রেড পাওয়া ঋণগ্রহীতা যদিও অতি উত্তম শ্রেণীর ঋণগ্রহীতাদের মতো নয় কিন্তু তার ধারাবাহিক আয়, পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ ও ভালো ট্রাক রেকর্ড (Track Record) প্রদর্শন করবেন।
- ঋণগ্রহীতা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বাজারে তাঁর শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে।
- ব্যবস্থাপনায়তাঁর খুব ভালো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে।

গ. প্রান্তিক ঃ

- অর্জিত সম্মিলিত স্কোর ৬০ বা তার অধিক কিন্তু ৭০ থেকে কম এবং পরিমাণগত স্কোর ন্যূনপক্ষে ৩০।
- এই গ্রেডভুক্তদের প্রচ্ছন্ন দূর্বলতা রয়েছে তাই তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিবিড় দৃষ্টি রাখতে হবে। এ সকল দূর্বলতা নিরসন করা না হলে তা ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ সক্ষমতার অবনতি ঘটাতে পারে।

ঘ. অগ্রহণযোগ্য ঃ

- অর্জিত সম্মিলিত স্কোর ৬০ এর কম।
- আর্থিক অবস্থা নাজুক এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা বা সদিচ্ছা (Inclination) নেই।
- ব্যবস্থাপনায় গুরুতর সমস্যা বিদ্যমান।

আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি, যেমন ধারাবাহিক লোকসান, ঋণাত্মক নীট সম্পদ, মাত্রাতিরিক্ত লিভারেজ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে লক্ষ্য করা গেলে এ গ্রেডভুক্ত ঋণগ্রহীতার সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে আনতে হবে।

১.১০ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ ঃ

ক) ঋণগ্রহীতার ঋণ ঝুঁকি রেটিং স্কোর অতি উত্তম অথবা উত্তম হলে ঋণ প্রদান করা যাবে। ঝুঁকি রেটিং প্রান্তিক হলে ঋণগ্রহীতার ঋণ মঞ্জুরী নবায়ন বা বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নকালে ব্যাংককে গ্রাহকের ব্যবসার ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, অতিরিক্ত সহজামানত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংককে গ্রাহকের ব্যবসা/ শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন, ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিশোধের অবস্থার নিবিড় তদারকি, উন্নতির ক্ষেত্রগুলোর উপর নজরদারিসহ ঋণ হিসাবসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খ) কোনো গ্রাহকের ঋণ ঝুঁকি রেটিং অগ্রহণযোগ্য হলে তাদেরকে ঋণ প্রদান করা যাবে না, যদি না ঋণটি ১০০% ক্যাশ দ্বারা কভার করা থাকে অথবা সম্পূর্ণ ঋণটি সরকারী বা মাল্টি লেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক দ্বারা গ্যারান্টেড থাকে অথবা ঋণটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে হয়। যদি কোনো গ্রাহকের ঋণ সুবিধা ১০০% ক্যাশ দ্বারা আবৃত থাকে অথবা সরকারী গ্যারান্টি বা ব্যাংক গ্যারান্টি দ্বারা আবৃত থাকে তাহলে ঐ গ্রাহকের রেটিং যাই আসুক না কেন তার রেটিং অতি উত্তম হিসাবে বিবেচিত হয়।

গ) ঝুঁকি বিশ্লেষণে ১৬ টি পরিমাণগত এবং ১৮ টি গুণগত ইনডিকেটরের মধ্যে যদি কোনো একটি প্রান্তিক বা অগ্রহণযোগ্য ক্যাটাগরীতে পড়ে তবে সম্মিলিত স্কোর যাই হোক না কেন এ জাতীয় গ্রাহককে ঋণ প্রদান কিংবা নবায়নের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক উক্ত ঝুঁকিসমূহ গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের উপর কি প্রভাব ফেলতে পারে এবং ঝুঁকিসমূহ কিভাবে প্রশমন করা যাবে তা বিশ্লেষণ করে দেখবেন এবং ঋণপ্রস্তাব অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মাঠ কর্মকর্তার বিশ্লেষণ/ মতামত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যায়নপূর্বক যথাযথ মতামত প্রদান করবেন। সর্বোপরি এ বিশ্লেষণ/মতামত ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ) প্রাপ্ত ICRRS এ কোন গ্রাহকের পরিমাণগত অংশের স্কোর যদি ৫০% এর নীচে হয় তবে গুণগত অংশের স্কোর যাই হোক না কেন গ্রাহকের সামগ্রিক রেটিং হবে অগ্রহণযোগ্য।

ঙ) যদি গ্রাহকের ঋণ ঝুঁকি রেটিং 'অগ্রহণযোগ্য' হয়
তবে বিদ্যমান ঋণ হিসাবসমূহ সর্বোচ্চ দুইবার নবায়ন কিংবা বর্ধিতকরণ করা যাবে।

২.২০ঃ একটি পর্যাপ্ত ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান ঃ

প্রতিটি ব্যাংকেরই সামগ্রিক ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি ঋণ নীতি থাকতে হবে। এই ঋণ নীতিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়নের একটি রূপরেখা থাকা উচিত এবং ঋণের জন্য যেসকল শর্তসমূহ থাকা উচিত তা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ঋণ নীতিকে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ/ হালনাগাদ করতে হবে। ঋণ নীতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তম যোগাযোগ স্থাপন করে যথোপোযুক্ত পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে। এই ঋণ নীতিটি সকল কর্তৃপক্ষ ও

ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করতে হবে। ঋণ নীতিতে কোনো বিচ্যুতি বা ত্রুটি দেখা গেলে তা সাথে সাথে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বা পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করতে হবে ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঋণ নীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতেই হবে ঃ

ক. বিস্তারিত এবং বিধিবদ্ধ ঋণ মূল্যায়ন/ মূল্যায়ন পূর্বানুমান প্রক্রিয়া।

খ. ঋণের উৎপত্তি, প্রশাসন এবং দলিলায়ন পদ্ধতি।

গ. আনুষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়া।

ঘ. ঋণ প্রদানের পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করা এবং অন্যান্য ব্যতিক্রমকে বিবেচনায় রেখে ঋণ বর্ধিতকরণের অনুমোদন।

ঙ. ঝুঁকি সনাক্তকরণ, পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

চ. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবিধি ও নীতির সাথে মিল রেখে অভ্যন্তরীণ রেটিং সিস্টেমের প্রতিটি ঝুঁকি গ্রেডের সীমা নির্ধারণ ও পরিপূর্ণ সংজ্ঞায়িতকরণ ।

ছ. ঝুঁকি স্বীকৃত মানদন্ড; ব্যতিক্রমধর্মী অনুমোদনসহ সকল ঋণ অনুমোদনের জন্য সকল স্তরে কর্তৃপক্ষ এবং ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ।

জ. ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দায়িত্ব ও ভূমিকা স্পষ্টীকরণ।

ঝ. জামানতি সম্পত্তির প্রকার, ঋণ গ্রহীতাদের ধরণ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ব্যাংক যে যা আলোকিত করতে পারে তার উপর ভিত্তি করে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য ঋণের এই জাতীয় সুবিধা প্রদান করা হয়।

ঞ. সর্বোচ্চ Loan to Value (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ঋণের জন্য সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

ট. একক ব্যক্তি, দল বা সংযুক্ত দলগুলোর গ্রুপ, নির্দিষ্ট শিল্প বা অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভৌগোলিক অবস্থান এবং নির্দিষ্ট উৎপাদিত দ্রব্য/ পণ্যের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীকরণ সীমা নির্ধারণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি নিষেধ বা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে ব্যাংককে তার অভ্যন্তরীণ নিজের ঋণ সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

ঠ. ঋণের সুদহার নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ঋণ সমূহ একটি নির্দিষ্ট সুদ হারে (Fixed Rate) বা ভাসমান সুদ হারে (Floating Rate) মঞ্জুর করতে হবে। ভাসমান সুদ হার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুদের হার পরিবর্তনের হার (ফ্রিকোয়েন্সি) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সুদের (রেফারেন্সের) হার ব্যবহার করতে হবে।

ড. নিয়মিতভাবে জামানতি সম্পত্তি যাচাই এবং মূল্য নির্ধারণের জন্য নীতি থাকতে হবে।

ঢ. সম্ভাব্য ক্ষতি ও অবলোপনের জন্য অনুমোদনকারী ও পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন নিতে হবে।

ণ. নিয়মিত নিরীক্ষণ ও রিপোর্টিং সিস্টেম এর গাইডলাইন তৈরিকরণ যাতে ঋণ গ্রহীতাদের ফলোআপ এবং ঋণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য অর্জনের সাথে জড়িত সকল নির্দেশিকা ও বিভিন্ন কলা কৌশল (ম্যাকানিজম) নিশ্চিত করা যায়।

ত. সমস্যাগ্রস্ত ঋণ ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা থাকতে হবে।

থ. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা থাকতে হবে।

দ. যথাযথ রিপোর্টিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।

ধ. ব্যতিক্রমের সহনশীলতার স্তর নির্ধারণ করতে হবে।

২.২১ বিকেবি'র ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ ঃ

বিকেবি'র ঋণ ঝুঁকি গাইডলাইনটি প্রস্তুত করার সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলো বিবেচনা করা হয়েছেঃ

নীতি ১ ঃ ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি কৌশল এবং উল্লেখযোগ্য ঋণ ঝুঁকি নীতি অনুমোদন এবং পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা বোর্ডের দায়িত্ব। কৌশলটি ব্যাংকের রিস্ক এপেটাইট এবং নিয়ন্ত্রক গাইডলাইনের সাথে বিভিন্ন ঋণ ঝুঁকি বহন করে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন এর আশা করে তার স্তরকে প্রতিফলিত করে।

নীতি ২ ঃ বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত ক্রেডিট ঝুঁকি কৌশল বাস্তবায়ন এবং ক্রেডিট ঝুঁকি সনাক্তকরণ, পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি এবং পদ্ধতি বিকাশ করা সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের আওতাধীন। এই জাতীয় নীতি এবং পদ্ধতিগুলি ব্যাংকের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং স্বতন্ত্র ক্রেডিট ও পোর্টফোলিও স্তরে ঋণের ঝুঁকি কমায়।

নীতি ৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে সকল পণ্য এবং কার্যক্রমে সহজাত ঋণ ঝুঁকি সনাক্ত এবং পরিচালনা করতে হয়। ব্যাংক নিশ্চিত করবে যে তাদের কাছে নতুন পণ্য এবং ঋণ কার্যক্রমের ঝুঁকিগুলি চালু বা গ্রহনের আগে পর্যাপ্ত পদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে এবং পরিচালনা পর্ষদ বা তার উপযুক্ত কমিটি দ্বারা অগ্রিম অনুমোদিত।

নীতি ৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সুস্থ সুসঙ্গায়িত ঋণ মঞ্জুরির মানদন্ডের আওতাধীন কাজ করবে। এই মানদন্ডে ঋণগ্রহীতা বা গ্রাহককে সার্বিকভাবে সনাক্তের তথ্যসহ ঋণের উদ্দেশ্য ও কাঠামো এবং ঋণ পরিশোধের উৎস অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নীতি ৫ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক একক ও গ্রুপভিত্তিক ঋণগ্রহীতাদের স্তরে সামগ্রিক ঋণ সীমা স্থাপন এবং একক ও গ্রুপভিত্তিক গ্রাহকদের ব্যাংকিং এবং ব্যবসায়িক 'অফ ও অন ব্যালেন্স শীট' উভয়ক্ষেত্রের বিভিন্ন ধরণের ঋণকে একত্রিত করবে।

নীতি ৬ ঃ নতুন ঋণ অনুমোদনের পাশাপাশি বিদ্যমান ঋণ সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা রয়েছে।

নীতি ৭ ঃ সমস্ত ঋণ সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রনের আওতার মধ্যে হতে হবে। বিশেষত, ঋণ গ্রহণকারী সংস্থা ও ব্যক্তিদের ঋণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

নীতি ৮ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চলমান প্রশাসনে বিভিন্ন ক্রেডিট ঝুঁকি বহনকারী পোর্টফোলিও এর জন্য একটি সিস্টেম চালু আছে।

নীতি ৯ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রভিশন ও রিজার্ভ এর পর্যাপ্ততা নির্ধারণসহ প্রতিটি ঋণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সিস্টেম স্থাপন করেছে।

নীতি ১০ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ক্রেডিট ঝুঁকি পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'অভ্যন্তরীণ ঋণ ঝুঁকি রেটিং সিস্টেম' উন্নয়ন ও ব্যবহার করবে। রেটিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশাবলীর সাথে এবং ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপের আকার,আকৃতি ও প্রকৃতি সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

নীতি ১১ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ইনফরমেশন সিস্টেম এবং বিশ্লেষণমূলক টেকনিক দ্বারা অন ব্যালেন্স শীট এবং অফ ব্যালেন্স শীট কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত ক্রেডিট ঝুঁকি পরিমাপ করতে সক্ষম । ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) ঝুঁকির পরিমান সনাক্তকরণসহ ক্রেডিট পোর্টফোলিও এর গঠন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করে।

নীতি ১২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ক্রেডিট পোর্টফোলিও এর সামগ্রিক গঠন এবং গুণমান পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সিস্টেম চালু আছে।

নীতি ১৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্বতন্ত্র ঋণ এবং তাদের ক্রেডিট পোর্টফোলিও মূল্যায়ন করার সময় অর্থনৈতিক অবস্থার ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি বিবেচনা রাখতে হবে এবং বিরূপ পরিস্থিতিতে ক্রেডিট ঝুঁকি এক্সপোজারগুলি মূল্যায়ন করবে।

নীতি ১৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্বাধীন একটি সিস্টেম স্থাপন করেছে, যা চলমান ঋণ পর্যালোচনা করবে এবং পর্যালোচনার ফলাফল সরাসরি বোর্ড এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্টকে জানাবে।

নীতি ১৫ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিশ্চিত করবে যে, ক্রেডিট মঞ্জুরির কার্যাবলী সঠিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ক্রেডিট এক্সপোজারগুলি সঠিক মান ও অভ্যন্তরীণ সীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরের মধ্যে রয়েছে। ব্যাংকের নীতি, পদ্ধতি এবং সীমার ব্যতিক্রমগুলি যথাযথ স্তরের ব্যবস্থাপনাকে সময়মতো রিপোর্ট করা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে।

নীতি ১৬ ঃ ত্রুটিপূর্ণ ঋণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ওয়ার্কআউট পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একটি সিস্টেম রয়েছে।

অধ্যায় ঃ-৩
ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো

৩.০১ঃ ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। কাঠামোটি নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলো নিয়ে সাজানো হয়েছেঃ

ক) বোর্ড তত্ত্বাবধান
খ) সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের নজরদারী
গ) ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী
ঘ) সাংগঠনিক কাঠামো

৩.০২ঃ পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলীঃ

ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঋণ মঞ্জুরির মতো পরিচালনা পর্ষদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সামগ্রিক দায়িত্ব হলো ঋণ ঝুঁকি কৌশল অনুমোদন এবং ঋণ ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। এই নীতিমালা/ কৌশল সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে নিতে হবে। এই নীতিমালাগুলো সার্বিক কৌশল হিসেবে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়মিত ভাবে পূণর্মূল্যায়ন করতে হবে। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবেঃ

১. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যথোপোযুক্ত নীতি, পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ব্যাংকে যথোপোযুক্ত মৌলিক নীতিমালা প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
২. ঋণ ঝুঁকির সাথে সম্পর্ক রেখে ব্যাংকের সামগ্রিক ঝুঁকিবহন ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।
৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য দক্ষতা সম্পন্ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন লোকবল নিয়োগ করতে হবে, যাতে শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাদের উপর আস্থা রাখতে পারে।
৪. ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ঋণ ঝুঁকিসমূহকে দূরদর্শী স্তর (লেভেল) পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা মূলধনের পর্যাপ্ততার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে ।
৫. ঋণ পোর্টফোলিও এর মান ও ঋণ ক্ষতির জন্য ব্যাংকের বিধান অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রভিশন রাখার প্রবণতাকে পুণর্বিবেচনা করা।
৬. ব্যাংকের নীতি ও পদ্ধতি ব্যাংকের জন্য পর্যাপ্ত এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, বিশেষ করে ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারে।
৭. পুণর্বিবেচনাধীন বিষয়সমূহ অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে এবং নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিকট প্রকাশ করতে হবে।
৮. ব্যাংকের স্মারকলিপি, ব্যাংকের আইন ও ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ বিশেষভাবে যে সমস্ত ঋণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয় তা পর্যালোচনা করা।
৯. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত মাত্রাতিরিক্ত ঋণগুলোর ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
১০. ঋণ ঝুঁকির উপর প্রস্তুতকৃত ব্যবস্থাপনা রিপোর্টের বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে।

৩.০৩ঃ উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নজরদারী

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কৌশলগত দিক নির্দেশনাগুলো নীতি ও পদ্ধতি আকারে সার্কুলার করে মাঠ কার্যালয়ে জারীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করবেন তা ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম/ বিধি/ কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে তার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন। খাত ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ (ঋণ পোর্টফলিও) ঋণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নীতিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

১. ঋণ নীতি ও ঋণ প্রশাসন উন্নত করার জন্য বোর্ডের/ পর্ষদের অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ।
২. একটি কার্যকর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য যথার্থভাবে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।
৩. উপযুক্ত রিপোর্টিং সিস্টেম বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করা এবং তার উন্নয়ন ঘটানো।
৪. ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ (ঋণফোলিও, প্রকৃতি, এলাকা, পরিমাণ ভিত্তিক) গঠন ও তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ।
৫. খাত ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ (ঋণ পোর্টফোলিও) এর মান নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ পোর্টফোলিওটি সম্পূর্ণভাবে বা পুংখানুপুংখভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। ঋণ পোর্টফোলিওটি ব্যাংকের নীতির সাথে সম্পূর্ণভাবে বা পুংখানুপুংখভাবে মিল থাকবে এবং ঋণ পোর্টফোলিওটির রক্ষণশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ পোর্টফোলিওটিতে সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে।
৬. পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন এবং জবাবদিহিতা ও কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান।
৭. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি, পদ্ধতি ও অন্যান্য ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার তথ্য যথাসময়ে ঋণের সাথে সম্পর্কিত সকল কর্মীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে জানানোর জন্য যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করতে হবে।

৩.০৪ ঃ ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলীঃ

প্রতিটি ব্যাংকের ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা উচিত। ঋণ আদায় মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপককে সভাপতি করে ঋণের সাথে সম্পর্কিত বিভাগসমূহের উপমহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক এবং ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপককে সদস্য করে এই কমিটি গঠন করতে হবে। ক্রেডিট বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক এই কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে রিপোর্ট করবে। ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং সামগ্রিক ঋণের ঝুঁকি দেখাশুনা করার জন্য পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির কাছে রিপোর্ট করবে। এই কমিটি নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করবেঃ

১. পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনকৃত ঋণ ঝুঁকির নীতি/ কৌশল বাস্তবায়ন।
২. সমগ্র ব্যাংকের ঋণের ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং এই ঝুঁকি পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সীমার মধ্যে রয়েছে কিনা তা নিশ্চিতকরণ।
৩. ঋণ প্রস্তাব, আর্থিক চুক্তি, রেটিং এর আদর্শমান ও মান সর্বোচ্চকরণের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা পর্ষদের নিকট প্রস্তাব করবে এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা নির্ধারণ, বৃহদাংকের ঋণ সীমা নির্ধারণ, ঋণের জামানতি সম্পত্তির মান নির্ধারণ, ঋণ পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, ঋণ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া, ঝুঁকি কেন্দ্রীভূতকরণ, ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, ঋণের সুদ হার নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আইনগত বিষয়ে পরিপালন ইত্যাদি নির্ধারণ করবে।

৩.০৫ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অর্গানোগ্রাম বলবৎ রেখে ঋণ কার্যক্রমে দায়-দায়িত্বের ভিত্তিতে সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ-

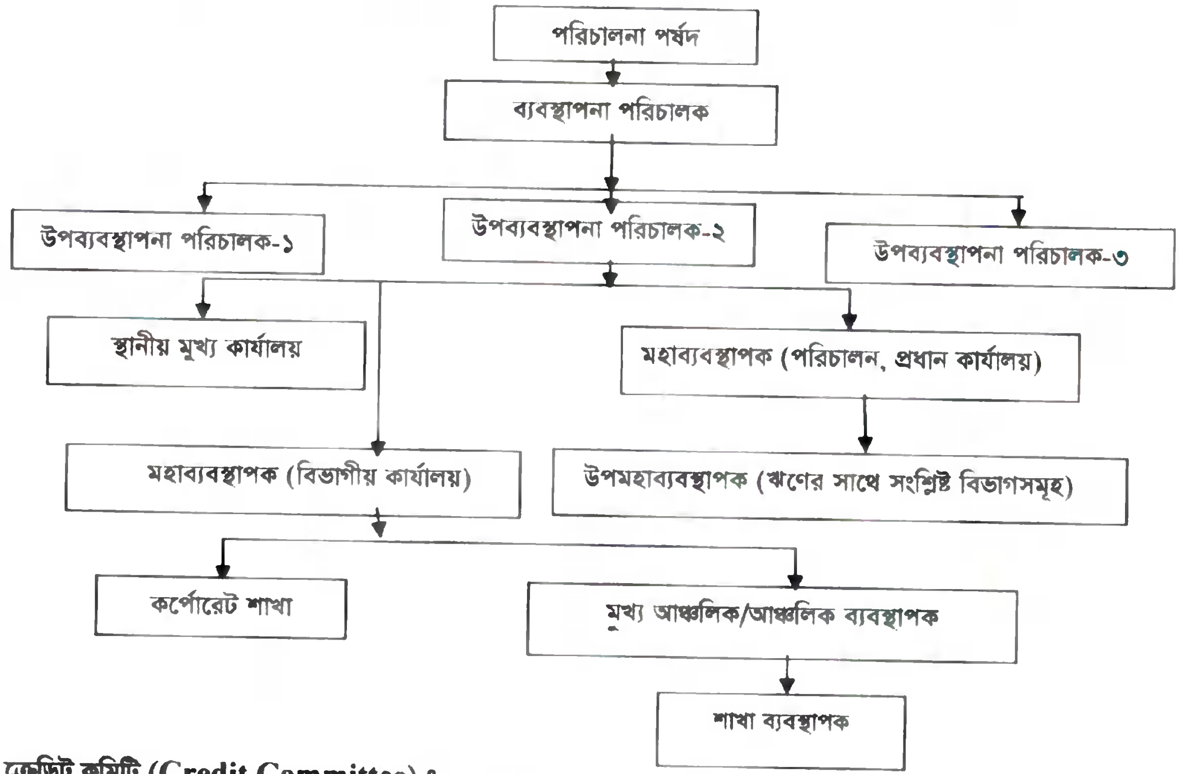

৩.০৬. ক্রেডিট কমিটি (Credit Committee) ঃ

ক্রেডিট কমিটি হচ্ছে নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কোন কার্যালয়ের/ শাখার কমিটি। উক্ত কমিটি ঋণ সংক্রান্ত প্রস্তাব সুপারিশ করবে। চেয়ারম্যানসহ ন্যূনতম তিনজনের সমন্বয়ে ক্রেডিট কমিটির কোরাম হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী/ কর্মকর্তা ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ অনুমোদন করবেন।

৩.০৬.১. ক্রেডিট কমিটির সদস্য সংখ্যা এবং গঠন প্রণালী ঃ

নিম্নবর্ণিত নির্বাহী এবং কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রধান কার্যালয়/ বিভাগীয় কার্যালয়/ লোকাল অফিস/ মূখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় / আঞ্চলিক কার্যালয়/ কর্পোরেট শাখাসমূহে নিম্নোক্ত রূপরেখা অনুসরণ করে ক্রেডিট কমিটি গঠিত হবেঃ

ক.১.

প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি			
ক্রঃ নং	পদবী	পদমর্যাদা	বিশেষ নির্দেশনা
০১	জ্যেষ্ঠ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক	সভাপতি	জ্যেষ্ঠ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুপস্থিতিতে অপর জ্যেষ্ঠ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি/ অপর জ্যেষ্ঠ উপব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়ের
০২	অন্য উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ	সদস্য	
০৩	সকল মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ (প্রধান কার্যালয়)	সদস্য	
০৪	মহাব্যবস্থাপক (বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)	সদস্য	

০৫	আইন উপদেষ্টা, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়	সদস্য	অবর্তমানে/ অনুপস্থিতিতে প্রধান কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম মহাব্যবস্থাপক ক্রেডিট কমিটির সভাপতিত্ব করবেন।
০৬	উপমহাব্যবস্থাপক, ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	সদস্য	
০৭	উপমহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট বিভাগ)	সদস্য সচিব	

ক.২.

বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি			
ক্রঃ নং	পদবী	পদমর্যাদা	বিশেষ নির্দেশনা
০১	জিএম/ বিভাগীয় প্রধান	সভাপতি	প্রয়োজনীয় নির্বাহী পদায়নের অভাবে উল্লেখিতভাবে ক্রেডিট কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করে ক্রেডিট কমিটি গঠন করতে হবে যা ডিএমডি-১ অনুমোদন করবেন।
০২	সকল ডিজিএম	সদস্য	
০৩	এজিএম (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য	
০৪	এজিএম (ক্রেডিট)	সদস্য সচিব	

ক.৩.

স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি				
ক্রঃ নং	পদবী	কার্যালয়	পদমর্যাদা	বিশেষ নির্দেশনা
০১	মহাব্যবস্থাপক/ বিভাগীয় প্রধান	বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা	সভাপতি	
০২	উপমহাব্যবস্থাপক	ক্রেডিট বিভাগ, প্রকা, ঢাকা	সদস্য	
০৩	উপমহাব্যবস্থাপক	আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য), প্রকা, ঢাকা	সদস্য	
০৪	উপমহাব্যবস্থাপক পরিচালন)	বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য সচিব	
০৫	সহকারী মহাব্যবস্থাপক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল)	বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা (নিযুক্ত)	সদস্য	

ক.৪.

মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি			
ক্রঃ নং	পদবী	পদমর্যাদা	বিশেষ নির্দেশনা
০১	ডিজিএম/অঞ্চল প্রধান	সভাপতি	প্রয়োজনীয় নির্বাহী পদায়নের অভাবে উল্লেখিতভাবে ক্রেডিট কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে জিএম এর অনুমোদনক্রমে ক্রেডিট কমিটি গঠন করতে হবে।
০২	অন্যান্য সকল এজিএম	সদস্য	
০৩	জেলা সদরের প্রধান শাখার ব্যবস্থাপক	সদস্য	
০৪	আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের ক্রেডিট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	সদস্য সচিব	

ক.৫.

কর্পোরেট শাখার ক্রেডিট কমিটি			
ক্রঃ নং	পদবী	পদমর্যাদা	বিশেষ নির্দেশনা
০১	ডিজিএম/এজিএম (শাখা প্রধান)	সভাপতি	প্রয়োজনীয় নির্বাহী পদায়নের অভাবে উল্লেখিতভাবে ক্রেডিট কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে জিএম এর অনুমোদনক্রমে ক্রেডিট কমিটি গঠন করতে হবে।
০২	অন্যান্য সকল এজিএম	সদস্য	
০৩	ক্রেডিট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	সদস্য সচিব	

উপরোক্ত ভাবে ক্রেডিট কমিটি গঠনের জন্য কোনো পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হবে না। তবে কমিটি গঠনের অব্যবহিত পরে তা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়কে এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট বিভাগকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

অন্যান্য শাখায় ক্রেডিট কমিটি থাকবে না। এক্ষেত্রে শাখার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় যথারীতি নিয়মাচার পরিপালন করে স্বীয় বিবেচনামূলক ক্ষমতায় ঋণ প্রস্তাবসমূহ নিস্পত্তি করতে হবে।

৩.০৬.০২ ক্রেডিট কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি, MOU, ঋণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি, সরকারী আইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ইত্যাদিসহ সকল ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক যে সকল ঋণ প্রস্তাব বা ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব ক্রেডিট কমিটি বরাবরে উপস্থাপন করা হবে সে সকল প্রস্তাবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিক পর্যালোচনা করার পর ক্রেডিট কমিটি সুপারিশ/ মতামত প্রদান করবে।

প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটিসহ যে কোনো ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক নাকচকৃত ঋণ প্রস্তাব ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ফেরত প্রদান/ শাখাকে অবহিত করতে হবে। নাকচকৃত প্রস্তাবসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.০৬.০৩ ক্রেডিট কমিটির কর্মপরিধি (Terms of Reference of Head Office Credit Committee) ঃ

1. The Credit Committee will carefully scrutinize and recommend all deserving credit proposals (General Credit Proposals, Import and Export Credit Proposals, LIM, LTR Industrial Credit (Project Loan), Guarantee, Rural Credit, Lien of Financial obligations, Advance against work order, Supply bill of Government and Semi Government agencies etc.) which will requre approval of Managing Director & Board of Directors for sanction/renewal.

2. The Member Secretary will prepare a list/statement of Credit proposals received during the week and will place it to the committee. All particulars of the Proposal will be submitted to all the members at least one day prior to the meeting to be held. However in case of urgency, proposals may be placed before the committee with the permission of the Chairman.

3. The committee will meet on the following day. However the Committee may also meet any day in case of urgency.

4. The minutes of meeting of the Credit Committee will be recorded and kept in a separate file properly as usual and copies shall be distributed to the Chairman, Members of the committee as well as the Managing Director.

5. The committee will also scrutinize and recommend Credit proposals which the Managing Director/Deputy Managing Director/General Manager/Deputy General Managers may refer to the Committee from time to time, if required.

6. The Committee will review the fund position of the Bank. The last meeting of the month will be/is to be fixed absolutely for the purpose of review of the Fund position and its proper investment.

7. The Committee will suggest new portfolios/sectors where advances may be made/ invested.

৩.০৬.০৪ মাঠ পর্যায়ের ক্রেডিট কমিটির জন্য নির্দেশনা ঃ

মাঠ পর্যায়ের ক্রেডিট কমিটি ঋণ মঞ্জুরি/ বর্ধিতকরণ/ নবায়ন এর সুপারিশ করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেনঃ

ক. অস্তিত্বহীন ব্যবসা, ব্যবসায়ের কাল্পনিক লেনদেন এবং ব্যবসায়ের লেনদেন বহুগুণ বর্ধিতকারে প্রদর্শন করা হয়েছে কিনা।

খ. নতুন ঋণ গ্রহিতার ক্ষেত্রে গ্রাহকের চলতি হিসাবের লেনদেন/ টার্ণওভার সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে কিনা।

গ. শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ সমন্বয় পূর্বক সমন্বয়ের দিন/ সমন্বয়ের অব্যবহিত পরে পূর্বের তুলনায় বর্ধিতকারে ঋণ মঞ্জুর করা হচ্ছে কিনা।

ঘ. ঋণগ্রহীতার ব্যবসা/ উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যহীন ঋণসীমা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ঋণ প্রদানের প্রবণতা দৃশ্যমান হচ্ছে কিনা।

ঙ. কোন গ্রাহকের/ তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে অন্য ব্যাংকে শ্রেণীবিন্যাসিত দায় থাকা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে ভালভাবে খোঁজ খবর না নিয়েই ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা।

চ. সহজামানত সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা। প্রস্তাবিত সহজামানতের মূল্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে/ প্রশমনে যথার্থ কিনা।

ছ. শাখা/ মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়/ বিভাগীয় কার্যালয়/ ঋণ মঞ্জুরিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাখার ঋণ প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা/ ঋণ প্রস্তাবের তথ্যাদি যথাযথভাবে যাচাই/ মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা।

৩.০৬.০৫ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত লিমিট নবায়ন/ বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট কমিটিতে উপস্থাপনকৃত প্রস্তাব ঃ

১. পর্ষদ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত লিমিটসমূহ একই এবং প্রচলিত শর্তাবলীতে কোনোরকম পরিবর্তন/ সংশোধন ব্যতীত এবং ঋণ গ্রহীতার সন্তোষজনক লেনদেন সাপেক্ষে ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নবায়ন করতে পারবেন।

কোনো ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে পর্ষদ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করা হয়ে থাকলে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত লিমিটে কোনো প্রকার নতুন শর্তাবলী

সংযোজন, পরিবর্তন বা ঋণসীমা বৃদ্ধি করতে হলে সংশ্লিষ্ট লিমিট সমূহ পর্ষদে পেশ করতে হবে। তবে আমদানি ঋণপত্র, আমদানি-উত্তর এলআইএম, এলটিআর, গ্যারান্টি/ বন্ডিং/ ত্রুটি মুক্ত বিল ক্রয় সুবিধা অনুমোদনের ক্ষেত্রে এ বিধি প্রযোজ্য হবে না এবং এ সকল ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসার/ নির্বাহীগণ স্ব স্ব এখতিয়ারভূক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করবেন তবে বৃহদাঙ্ক ঋণ মঞ্জুরি, নবায়ন ও পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত সর্বশেষ এমওইউ অনুসরণ করতে হবে।

২.ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতাধীন সকল ধরণের ঋণ প্রস্তাব ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন দান করবেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বহির্ভূত ঋণ প্রস্তাবসমূহ ক্রেডিট কমিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে

হবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা ডিএমডি কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত লিমিটসমূহ বিদ্যমান এবং প্রচলিত শর্তের পরিপালন সাপেক্ষে যথাক্রমে ডিএমডি/ মহাব্যবস্থাপক নবায়ন করতে পারবেন।

৩. ঋণ অনুমোদনকালে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবেঃ

- ঋণগ্রহীতা/ গোষ্ঠীর অনুকূলে পূর্বে প্রদত্ত সকল ঋণের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত ঋণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত Guidelines for Foreign Exchange Transaction এ বর্ণিত শর্তাবলী, আমদানি ও রপ্তানি নীতি, আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশাবলী পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. কোনো ঋণগ্রহীতার অনুকূলে পর্ষদ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করা হয়ে থাকলে তার বা তাদের অনুকূলে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে পর্ষদের আওতাধীন নয় এরুপ লিমিট একই বা ভিন্ন ব্যবসা ও পৃথক জামানত/পৃথক সহজামানতের বিপরীতে ভিন্ন হিসাবে প্রয়োজনীয় সকল নিয়মাচার পরিপালন সাপেক্ষে স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী মঞ্জুর/নবায়ন/বর্ধিত করা যাবে। তবে এ ধরণের ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা কেবল প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, বিভাগীয় কার্যালয়, স্থানীয় কার্যালয় এবং কর্পোরেট শাখার উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ধরণের ঋণ মঞ্জুর করা হলে ঋণের সার্বিক অবস্থা মাসিক ভিত্তিতে পর্ষদকে অবহিত করতে হবে।

৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এর ক্ষমতার আওতায় মঞ্জুরিকৃত নতুন/ বর্ধিত ঋণের তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট বিভাগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ থেকে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করতে হবে।

৬. অধীনস্থ শাখা অথবা কার্যালয়সমূহে অর্পিত ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহ তদারকী করবে এবং যদি কোনো পর্যায়ে অর্পিত ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ব্যবহারে কোনো ব্যত্যয় হয় তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়/ প্রধান কার্যালয়ের গোচরীভূত করতে হবে। মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করতে হবে এবং

৭. ১.০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব অংকের ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে তহবিল প্রাপ্যতার বিষয়ে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হতে নিশ্চিত হতে হবে।

৩.০৬.০৬ <u>এতদব্যতীত ক্রেডিট কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করবে</u> ঃ

ক. সামগ্রিকভাবে ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করা।

খ. সামগ্রিকভাবে ঋণের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা।

৩.০৬.০৭ <u>ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে কর্মপরিধি নির্ধারণ (Segregation of Duties)</u> ঃ

ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ কর্মকান্ড নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) টি পৃথক ভাগে পরিচালিত হবে ঃ

কর্মপরিধি-১ ঃ ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সুপারিশ;

কর্মপরিধি-২ ঃ ঋণ মঞ্জুর;

কর্মপরিধি-৩ ঃ দলিলাদি সম্পাদন ও ঋণ বিতরণ;

কর্মপরিধি-৪ ঃ ঋণ আদায় ও তদারকি;

কোনো কর্মকর্তা উপরোক্ত চারটি কর্মপরিধির একাধিক কর্মপরিধিতে একই সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না।

কর্মপরিধি-১ ঃ ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সুপারিশ ঃ

মাঠ কর্মকর্তা ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সুপারিশ করবেন। তার কাজ হবে শিল্পখাত, ব্যবসা ও গ্রাহক সম্পর্কে বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ঝুঁকি নিরূপণ এবং ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সম্পন্ন করা, ব্যাংকের জন্য প্রয়োজনীয় ভাল গ্রাহক সংগ্রহ করা, গ্রাহকের ব্যবসার প্রডাক্ট বিক্রয়ে মন্দা বা বিরূপ কোনকিছু পরিলক্ষিত হওয়া মাত্র প্রাথমিক সতর্কতা বিধান করা ইত্যাদি।

কর্মপরিধি-২ ঃ ঋণ মঞ্জুর ঃ

মাঠ কর্মকর্তা/ ব্যবস্থাপক/ নির্বাহীগণ ঋণনীতি পরিপালন, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর করবেন। তবে ঋণ প্রস্তাব সুপারিশকারী এবং মঞ্জুরকারী একই পদাধিকারী কর্তৃপক্ষ/ নির্বাহী/ কর্মকর্তা হতে পারবেন না। একই পদাধিকারী কর্তৃপক্ষ/ নির্বাহী/ কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশকৃত ঋণ প্রস্তাব তার অনুমোদন ক্ষমতার আওতায় থাকলেও তিনি তা মঞ্জুর করতে পারবেন না। উক্ত ঋণটি এক ধাপ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ/ নির্বাহী/ কর্মকর্তা কর্তৃক মঞ্জুর করতে হবে।

কর্মপরিধি-৩ ঃ ঋণ বিতরণ (Credit Disbursement) ও দলিল সম্পাদন ঃ

মাঠ কর্মকর্তা মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক দলিলাদি সম্পাদন করে ঋণ বিতরণ করবেন। তিনি ডকুমেন্টেশন, জামানত গ্রহণ, বিভিন্ন দফতরে বিবরণী প্রেরণ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করবেন। তিনি ঋণের সুপারিশকারী/ মঞ্জুরকারী হবেন না।

কর্মপরিধি-৪ ঃ ঋণ আদায় ও তদরিকি ঃ

ঋণ আদায় ও তদারকির দায়িত্বে থাকবেন মাঠ কর্মকর্তা। মাঠ কর্মকর্তা ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ঋণ শ্রেণীকরণ রোধ এবং অনিয়মিত/ খেলাপি/ শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় করবে। আগাম সতর্কতামূলক ঋণ হিসাবগুলোকে দ্রুত চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিকভাবেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করাসহ ঋণগ্রহীতার অবস্থা উন্নয়নের/ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অধ্যায়-০৪
গঠন প্রক্রিয়ায় ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪.০১ঃ সূচনা

ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ার শুরু হতে ঋণ ঝুঁকি শুরু হয়। ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় অনেক পরিহারযোগ্য ভুল হয়, যার ফলে উচ্চতর ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ঋণের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তাগণ একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে এই ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব।

৪.০২ঃ ঋণ আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

ব্যাংক ঋণ পেতে হলে আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত শর্তগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবেঃ

ক. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

খ. একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হতে হবে;

গ. ঋণ ব্যবহারের যোগ্যতাসহ ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক আচার-আচরণে সুনামের অধিকারী হতে হবে;

ঘ. কোনো কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা যাবে না;

ঙ. কোনো ঋণ খেলাপী ব্যাংক ঋণ গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, যদি না কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যভাবে কোন শর্ত শিথিল করা হয়;

চ. কোন লিমিটেড কোম্পানির বেলায় কোম্পানিকে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্টার কর্তৃক অবশ্যই রেজিষ্ট্রিকৃত হতে হবে এবং ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন থাকতে হবে;

ছ. সমবায় সমিতির বেলায় বাংলাদেশ সমবায় সমিতি'র রেজিষ্টার কর্তৃক অবশ্যই রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে;

জ. কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার বেলায় যে কর্মসূচি/ প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন করা হয়েছে, উক্ত কর্মসূচি/ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় এবং দক্ষ জনশক্তি থাকতে হবে;

ঝ. দেউলিয়া ব্যক্তি ব্যাংক ঋণের জন্য বিবেচিত হবেন না; এবং

ঞ. কোনো উন্মাদ বা জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যাংক ঋণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৪.০৩ঃ উদ্যোক্তা বাছাই ঃ

যদি ঋণ গ্রহীতা একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, মালিকানাধীন সত্তা বা অন্য সাধারণ ব্যক্তি হন, তবে তার অবশ্যই

- বাংলাদেশের নাগরিকত্ব;
- আইনি বয়স;
- সুস্থ মানসিকতা থাকতে হবে।

মন্দ বা খারাপ ঋণের ঝুঁকি এড়ানো ও তহবিলের যথার্থ ব্যবহারের জন্য যথাযথ উদ্যোক্তা বাছাই অপরিহার্য। ঋণ প্রস্তাব বিবেচনায় উদ্যোক্তা নির্বাচনের বিষয়কে প্রধান্য দেওয়ার জন্য নিম্নে উদ্যোক্তা/ঋণ আবেদনকারীর যোগ্যতা, পরিপালনীয় শর্তাবলি ও উদ্যোক্তা নির্বাচনে করণীয় বিষয় উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. উদ্যোক্তার যোগ্যতা ঃ

(১) উদ্যোক্তার অবশ্য জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে ;

(২) প্রাপ্ত বয়স্ক, বাংলাদেশের নাগরিক, সৎ, সাহসী, উদ্যমী, পরিশ্রমী হতে হবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদারী অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনায় দক্ষ, প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকারী, আর্থিক স্বচ্ছলতা, ঋণ পরিশোধের অনুকূল মনোভাবাপন্ন, কারিগরী ও বাজার সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;

(৪) শিক্ষিত/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৃষ্টিধর্মী, ঝুঁকি বহনে আগ্রহী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন নেতৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে;

(৫) ঋণ ব্যবহারের যোগ্যতাসহ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকতে হবে ও সেই সাথে অর্থনৈতিক আচার আচরণে সুনামের অধিকারী হতে হবে; এবং

(৬) দেউলিয়া, উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ঋণের আবেদন করতে পারবেন না।

৪.০৪ ঃ ঋণ গ্রহীতাদের মূল্যায়ন ঃ

যদি ঋণগ্রহীতা একটি কর্পোরেশন, একটি সীমিত দায়বদ্ধতা কোম্পানি বা অনুরূপ সত্তা হয়, তাহলে এটি অবশ্যই বাংলাদেশের আইনের অধীনে সংগঠিত, গঠিত বা অন্তর্ভুক্ত; বিদেশী কোম্পানির ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার অধীনে স্থানীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং পরিচালনা পর্ষদের একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে এটি অনুমোদিত হতে হবে। ব্যক্তি বা কর্পোরেট সত্তাকে অবশ্যই উৎপাদনশীল এন্টারপ্রাইজ, সরাসরি উৎপাদন, কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প, আমদানি/রপ্তানি বা সেবা খাত সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

নিম্নোক্ত ধরনের সত্তা বা উদ্দেশ্যের বিপরীতে ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন অনুমোদন করবে না ঃ

- দেউলিয়া কোম্পানি
- সিআইবি তে কালো তালিকাভুক্ত বা খেলাপি হিসেবে পরিচিত কোম্পানি;
- সামরিক সরঞ্জাম/ অস্ত্র ব্যবসায় অর্থায়ন;

- উচ্চ লিভারেজ সম্পন্ন লেনদেন;
- ফটকা বিনিয়োগ;
- খনিজ সম্পদ নিষ্কাশন/ খনন বা অন্যান্য কার্যকলাপ, যা নৈতিকভাবে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল;
- শেয়ার বাজারের ঋণ;
- ঋণ গ্রহীতাদের ইক্যুইটি শেয়ার ;
- ব্রিজিং লোন।

যখন একজন ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকে যায় এবং ঋণ আবেদন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করে তখনই ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ১ম ধাপ শুরু হয়। ঋণ গ্রহীতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রথম মৌলিক বিবেচ্য বিষয় হলোঃ ঋণ গ্রহীতার ঋণটির ইতিহাস এবং ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা হিসেবে অর্থ প্রাপ্তির/ যোগানের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কিনা তা যাচাই করা। অতিরিক্ত সুদ হার আরোপ ঋণ গ্রহীতার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে বা ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে বর্ধিত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা সম্ভব নাও হতে পারে।

১. অভ্যন্তরীণ ঋণ ঝুঁকির রেটিং সিস্টেম ঃ

অভ্যন্তরীণ ঋণ ঝুঁকির রেটিং সিস্টেম এ ঋণের গুনগত মানেব উপর ভিত্তি করে সকল ধরণের ঋণের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত। ব্যাংকের সকল ধরণের ঋণের আকার, প্রকৃতি, ব্যাংক কার্যাবলীর জটিলতার উপর নির্ভর করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল ঋণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অভ্যন্তরীণ ঋণ ঝুঁকি রেটিং সিস্টেম তৈরি করা উচিত। সকল ঋণের জন্য একটি ঝুঁকি গ্রেড নির্ধারণ করতে হবে। ঝুঁকি গ্রেডের কোনরূপ অসংলগ্নতা হলে তা ঋণ গ্রহীতার উপর এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। রেটিং সিস্টেম পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং এই সিস্টেমে অবশ্যই নিম্নলিখিত পরিমিতিগুলো (Parameters) থাকতেই হবেঃ

ক. অফ ব্যালেন্স শীট সহ ব্যাংকের সকল ধরণের ঋণের এক্সপোজার একটি বিস্তৃত পরিসর জুড়ে আবৃত করতে হবে।

খ. অশ্রেণীকৃত এবং শ্রেণীকৃত উভয় প্রকার ঋণকেই আবৃত করতে হবে।

গ. সর্বনিম্ন রেটিং সম্পন্ন ঋণ, যে ঋণগুলো ক্ষতিতে পরিণত হয়ে গেছে সেগুলোসহ বিভিন্ন গ্রেডের ঋণকে আবৃত করতে হবে।

ঘ. এসএমএ ঋণ সহ অশ্রেণীকৃত সকল গ্রেডের Risk Rating থাকতে হবে।

ঙ. ঋণ শ্রেণীবিণ্যাসের (Standard, SMA, SS, DF and BL) ঝুঁকি রেটিং সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ. ঋণের ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থাটির বিস্তারিত বিবরণ ঋণ নীতি ও পদ্ধতিতে উল্লেখ থাকতে হবে এবং তার মান উন্নত করণের জন্য ঋণের গ্রেডসমূহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করতে হবে।

২. বহিরাগত ঋণ নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ঃ

ব্যাংকের সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাকে তার ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা বিশ্লেষণে বহিরাগত ঋণ নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী (ইনপুট) প্রদান করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ঋণ বিশ্লেষণে ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাভাবনায় সহায়তা করে ও ঋণ প্রদানের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট মতামত বাহ্যিক ঋণ মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হতে ব্যাংকের ঋণ কর্মকর্তা পেয়ে থাকে, যার ফলে ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে ব্যাংক একটি ভালো ধারণা লাভ করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত (ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও ঋণ অবলেখনকারী) বহিরাগত ঋণ নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাকে নিয়োগ দেয়া হবে তা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। কিন্তু ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণে ব্যাংকের নিজস্ব মূল্যায়নের উপর নির্ভর করতে হবে।

৩. নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতার ক্ষমতা বিশ্লেষণ ঃ

ভালো ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক অবশ্যই ঋণ গ্রহীতার জমাকৃত আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করতে হবে। ব্যাংক একটি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করবে। একজন আবেদনকারীর ঋণ যোগ্যতা নির্ণয় করার জন্য ঋণ গ্রহীতার বর্তমান বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রাথমিক স্তর হতে বর্তমান স্তর পর্যন্ত পর্যালোচনা করতে হবে। এছাড়াও বর্তমান মূলধনের পর্যাপ্ততা নির্ধারণ ও ঋণ বিশ্লেষণের নিয়ম কানুন ও নীতিমালা পরিপালন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি বিধান মেনে চলার যোগ্যতা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে।

৪. আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ ঃ

একজন ঋণগ্রহীতার ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতার আর্থিক বিবৃতি পুংখানুপুংখু বিশ্লেষণের কোনো বিকল্প নেই। কোম্পানির স্থিতিপত্র, আয়-ব্যয় বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী ও আর্থিক অনুমান ঋণগ্রহীতার ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ ও ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। চূড়ান্ত ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যবস্থাপনা। একজন মাঠ কর্মকর্তাকে প্রতিটি ঋণের জন্য আলাদা আলাদাভাবে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণ করার যোগ্যতা, সততা, একাগ্রতা এবং দক্ষতা নির্ধারণে সর্বাধিক চেষ্টা করা উচিত। এজন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহকদের, প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সরবরাহকারী ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্যদের মাধ্যমে Know Your Customer (KYC) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তিগত বা গ্রুপের ঋণ সীমা ব্যাংকের আইন বা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করা উচিত। ঋণ গ্রহীতার ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা, ঋণ গ্রহণের মূল কারণ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ব্যাংকের ঝুঁকি বহন করার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠানের ঋণের সীমার আকার নির্ভর করে। ঋণ সীমা নির্ধারণে কিছুদিন অন্তর অন্তর কমপক্ষে অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার ঋণের মান পূণবিবেচনা করতে হবে যাতে ঋণগ্রহীতার

ঋণের মান অবনতির দিকে না যায়। সকল ঋণসীমা বৃদ্ধির অনুরোধ যথাপোযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই করে রাখতে হবে। ঋণদাতার আর্থিক বিবৃতি বিশ্লেষণে প্রধান পাচঁটি উপাদান ব্যবহার করতে হবে ঃ

১. আয় বিবরণী

২. ব্যালেন্স শীট

৩. চলতি মূলধন এবং স্থায়ী সম্পদের সমন্বয়করণ।

৪. গুরুত্বপূর্ণ অনুপাতসমূহ নির্ধারণ (Trend Analysis. Comparative and Commonsize Analysis, Sensitivity Analysis)

৫. নগদ প্রবাহ বিবরণী।

Accrual Basis এ আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে হবে যেখানে স্থিতিপত্র এবং আয়-ব্যয় বিবরণীর সাথে নগদ প্রবাহ বিবরণী সংযুক্ত থাকতে হবে। ফলে ঋণ গ্রহীতা সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ আর্থিক চিত্র পাওয়া যাবে। যদিও আর্থিক বিবরণীটি সঠিকভাবে অনুশীলন করা অত্যন্ত জটিল কাজ তবু এটি সঠিকভাবে অনুশীলন করলে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করার স্বদিচ্ছা প্রকাশ পাবে।

৪.০৫ঃ ঝুঁকি ভিত্তিক ঋণের মূল্য নির্ধারণ ঃ

১. ঋণ মূল্যের ব্লক তৈরিকরণ ঃ

ঋণের মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সকল খরচ বিবেচনায় আনতে হবে। প্রতিটি ঋণের মেয়াদকাল বিবেচনাসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঋণের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকেঃ

ক. Cost of Fund

খ. Expected Loss

গ. Cost of Allocated Capital

ঘ. Term Cost of Liquidity

ঙ. Cost of Liquid Asset Buffer

চ. Loan Administration Costs

ছ. Competitive Margin

২. ঝুঁকি ভিত্তিক ঋণ মূল্যের নির্বাচিত উপাদান নির্ধারণঃ

SWAP রেট, Wholesale রেট (বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে SWAP রেট ও Wholesale রেট হলো Borrowing/ Lending এর ক্ষেত্রে Money market interest rate) তারল্য বজায় রাখার প্রিমিয়াম এবং বৃহৎ ঋণের মতো বেশকিছু উপাদান ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণের মূল্য নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। বাস্তবে এ উপাদানসমূহ নির্ণয় করা অনেক কঠিন। তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আশা করে যে, এই সকল প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ অনুমান করে তাদের ধারণা মোতাবেক ঝুঁকি ভিত্তিক ঋণ মূল্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে।

৪.০৬ঃ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

১. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের মৌলিক নীতিমালা ঃ

পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনক্রমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, ঋণ কার্য নির্বাহীদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঋণ মঞ্জুর/ অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা আবশ্যক। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অনুমোদনের জবাবদিহিতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে দায়বদ্ধ থাকবে কিন্তু কমিটিকে দায়ী করা যাবে না। ঋণের ঝুঁকি নির্ধারণ, অনুমোদন এবং হ্রাসকরণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কিছু দক্ষ মাঠ কর্মকর্তাকে নিয়োগ করতে হবে, যাদের ঋণ কার্যক্রমে পর্যাপ্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে দূরদর্শীতা রয়েছে। ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঋণের নর্মস পরিবর্তনে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। ঋণের অনুমোদন বা মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) ঋণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক লিখিত অনুমোদন থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ঋণ ঝুঁকি ম্যানুয়ালে প্রতিনিধিত্বের কপি ও তা প্রাপকদের দ্বারা স্বীকৃত করে সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিত্বকারী কর্তৃপক্ষকে পর্ষদ সভা কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে হবে।

গ) ঋণ অনুমোদন কার্যক্রম রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট হতে পৃথক হতে হবে। একই ব্যক্তির হাতে ঋণ অনুমোদন ও রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে না ।

ঘ) ক্রেডিট কমিটির ভূমিকা হবে বিভিন্ন ঋণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের পর্যালোচনা এবং সামগ্রিক ঋণ পোর্টফোলিও সম্পর্কে সুপারিশ করা। এছাড়াও ক্রেডিট কমিটি পরিপালন ও নিয়ন্ত্রণকারীদের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় দলিল-পত্রাদি পর্যালোচনা করবে।

ঙ) অনুমোদন অবশ্যই লিখিত হতে হবে বা অনলাইন স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে। অনুমোদনের রেকর্ড অবশ্যই ঋণ আবেদন এর সাথে নথিভুক্ত বা ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) পর্ষদ বা প্রধান নির্বাহী কর্তৃক প্রদানকৃত ক্ষমতানুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই সকল ঋণের ঝুঁকি অনুমোদন করবে।

ছ) একটি ঋণ ঝুঁকি ম্যানুয়্যালের মূল কার্যক্রম হিসেবে ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়া অবশ্যই কেন্দ্রীভূত থাকতে হবে। ঋণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে শাখা/ আঞ্চলিক/ বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে এই অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা দিতে হবে, তবে বৃহদাংকের সকল ঋণ অবশ্যই ক্রেডিট কমিটি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়ে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

জ) কোনো বৃহৎ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা/ কর্পোরেট/ গ্রুপকে মোট কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করতে হবে তা নির্ধারণ অবশ্যই ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ঝ) যেকোন পরিমান ঋণের ক্ষেত্রে কোনো ঋণ প্রস্তাব যদি ব্যাংকের ঋণদান নীতির মধ্যে না থাকে, তাহলে ঐ ঋণটি অনুমোদনের জন্য অবশ্যই পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ঞ) ঝুঁকির মাত্রা যাতে অতিক্রম না করে সেজন্য একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনা, অনুমোদন ও মনিটরিং করতে হবে।

ট) ঋণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ধারাবাহিকতা লংঘিত হলে তা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে জানাতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই জাতীয় ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠ) এক কোটি ও তদূর্ধ্ব ঋণ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে-

(১) কমপক্ষে পাঁচ (০৫) বছরের কর্পোরেট ব্যাংকিং ও ঋণ সংশ্লিষ্ট বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (ব্যবস্থাপক বা ঋণ বিশ্লেষক বা হিসাব বিভাগের নির্বাহী হিসেবে)।

(২) আর্থিক বিবৃতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং নগদ প্রবাহ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

(৩) হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞান, অর্থব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

(৪) স্থানীয় শিল্প/ বাজার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(৫) শিল্প/ ব্যবসায়িক ঝুঁকি মূল্যায়ন, ঋণ গ্রহণ করার কারণ আর্থিক প্রতিবেদন, আর্থিক বিবৃতি বিশ্লেষণ ব্যবসায়িক চক্র ভবিষ্যত ধারণা, ঋণ কাঠামো ও ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং দলিলায়নের ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

প্রস্তাব গ্রহণ, অনুমোদন এবং প্রস্তাব বাতিলের জন্য একটি আলাদা রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো ঋণ অনুমোদন, নবায়ন, বর্ধিতকরণ এবং প্রত্যাখ্যান হলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মাসিক সার সংক্ষেপের মাধ্যমে রিপোর্ট করতে হবে। ঋণ প্রদান কার্যক্রমটি অবশ্যই ঋণের পরিমাণ, গুরুত্ব, বন্টণ এবং ব্যবসায়িক বিভাজন দ্বারা সুনির্ধারিত হতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ক্রেডিট ডেলিগেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়ঃ

ক. নতুন ঋণ সীমা (সুরক্ষিত এবং অরক্ষিত)

খ. ঋণের সীমা পুণঃ নির্ধারণ/ ঋণ নবায়ন।

গ. পুণঃ নির্ধারণ, বর্ধিতকরণ, হ্রাসকরণ, পুনর্গঠণ, পুনঃতফসিলিকরণের সীমা নির্ধারণ।

ঘ. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অল্টারনেট ডিসপিউট রেজুলিউশন) এর অধীনে আপসের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট করতে হবে। (অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর সেকশন-২৪)

ঙ. ভোক্তা/ খুচরা, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত অগ্রিম নির্ধারণ।

চ. জরুরি স্বল্প মেয়াদী ঋণ বর্ধিতকরণ/উন্নতকরণ।

ছ. দলিলায়ন মুলতবী রাখা (Documentation Deferral)।

জ. শর্তাবলীর পরিবর্তন।

ঝ. সমপার্শ্বিক ব্যতিক্রম (Collateral Exception)।

ঞ. ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা আবশ্যক, যার ফলে ব্যাংকিং আইন অক্ষুন্ন রাখা নিশ্চিত করা যায়।

২. বৃহদাকার বা জটিল এক্সপোজারের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষঃ

বৃহদাকারের ঋণ বা কোনো ঋণ পুনঃগঠনের জন্য আবেদন করা হলে অনুমোদন স্তরটি বৃদ্ধি করে তা পর্ষদ কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে। অস্বাভাবিক উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন ঋণ বা জটিল আকারের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩. ব্যতিক্রম সমূহ ঃ

নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কেস টু কেস ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ অনুমোদন করা যাবে। তবে ব্যতিক্রমের কারণটি বিরল হতে হবে এবং কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলে তা ঋণ ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। নিয়মিতভাবে/ তিন মাস অন্তর অন্তর পর্ষদ অডিট কমিটির নিকট এ সমস্ত ঋণ গুলোর বিবরণী প্রদান করতে হবে।

৪.০৭.০১ঃ ঋণ বিতরণঃ

ঋণ আবেদনের ফেসিলিটি সীমা কম্পিউটার সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করানোর পূর্বে ক্রেডিট প্রশাসন কর্তৃক ঋণ আবেদনটি অনুমোদিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। চার্জ ডকুমেন্ট সৃষ্টি হবার পর, ঋণগ্রহীতার অঙ্গীকার পালনের পর এবং জামানতি সম্পত্তি দলিলায়ন কার্যাদি সম্পাদন হবার পর ঋণ বিতরণ করতে হবে। ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্তি স্বীকারপত্র বুঝে স্বাক্ষর দিতে হবে। ঋণ মঞ্জুরিপত্রের সকল শর্তাবলী পরিপালনসহ দলিলায়ন সম্পাদনের পরই শুধু ঋণ বিতরণ করা যাবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে সিআইবি (CIB) রিপোর্টকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। বৃহৎ ঋণ ও ব্যাংক পরিচালকগণকে প্রদেয় ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকিং কোম্পানি আইনের আওতায় পরিচালিত হবে।

৪.০৭.০২ ঋণ নবায়ন এবং বর্ধিতকরণ ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী যে কোন সহায়ক জামানতের বর্তমান মূল্য ধার্য করে এবং নথিভুক্ত করার পরেই ঋণ নবায়ন বা সম্প্রসারণ করা হয়। মাঠ কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করবেন ঃ

ঋণ গ্রহিতা/ গ্যারান্টরের নগদ প্রবাহ;

ক.ডেট সার্ভিস কভারেজ;

খ.লিভারেজ তারল্য;

গ.লাভজনকতা;

ঘ.কভারেজ;

ঙ.ঋণ-ইকুইটি অনুপাত;

চ.টার্ন ওভার;

ছ.ঋণ- মূল্য অনুপাত।

কোন ঋণ নতুন, নবায়ন বা বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে নতুন চার্জ ডকুমেন্ট নিতে হবে। কোন ঋণ নবায়নের সময় অর্জিত সুদ কোন অবস্থাতেই মূল ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। নবায়ন/ বর্ধিতকরনের প্রস্তাব উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই লিমিট অতিরিক্ত টাকা সমন্বয় করতে হবে। ২.০০ কোটি বা তদুর্ধ্ব ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইসিসি (পরিধারণ বিভাগ) প্রধানের প্রশংসাপত্র প্রয়োজন হবে ঃ

ক) ঋণ বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা

খ) বিধিনিষেধ মেনে চলা

গ) ঋণ নীতি মেনে চলা

ঘ) কেওয়াইসি

ঙ) সিআইবি

৪.০৮ঃ ঋণ আবেদন ফরম ঃ

ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে ঋণের আবেদনপত্র ব্যাংকের শাখায় অথবা ব্যাংকের মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মফস্বল এলাকায় ভ্রমণে থাকলে তাঁদের নিকটও পেশ করা যাবে। ঋণ আবেদনপত্রের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

ঋণের বিবরণ সম্বলিত আবেদনপত্রের কত কপি দাখিল করতে হবে ফরম নম্বর (এল এফ প্রতি কপির মূল্য)

ক্রঃনং	ফরমের নাম	দাখিলযোগ্য কপি	ফরম(এল এফ)নং	মূল্য (প্রতিটি)
ক)	শস্য ঋণের আবেদন ফরম	০২ কপি (মঞ্জুরীপত্রসহ)	এল, এফ-৬	বিনা মূল্যে
খ)	বন্ধকি ঋণ আবেদন ফরম (১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত)	০১ কপি	এল, এফ-১	বিনা মূল্যে
গ)	বন্ধকি ঋণের আবেদন ফরম ১০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে	দুই কপি	এল, এফ-২	৩০.০০
ঘ)	প্রকল্প স্থাপনের জন্য ঋণ আবেদন ফরম।	০২-০৪ কপি	এল, এফ-৪	৫০০.০০
ঙ)	নগদ ঋণ/চলতি মূলধন ঋণের আবেদন ফরমঃ			
চ	(১) ৫০,০০০/-টাকার উর্ধ্বে	২-৪ কপি	এল, এফ-৮	৫০০.০০
	(২) ৫০,০০০/-টাকা পর্যন্ত	২ কপি	এল, এফ-৮ (ক)	৫০.০০
	(৩) এসএমই এর আওতায় চলতি মূলধন/নগদ পুঁজি/ অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ঋণের আবেদন ফরম।	২-৪ কপি	এল, এফ-৮ (খ)	২০০.০০
ছ)	চা উন্নয়ন ও উৎপাদন ঋণ আবেদন ফরম	২-৪ কপি	এল,এফ-২ (ক)	৫০০.০০
জ)	বন্ধকী দলিল একক/ একাধিক	প্রতি কপি	এলএফ১৩/১৩	১০০.০০

যদি কোন ঋণ গ্রহীতা অতিরিক্ত ঋণের জন্য আবেদন করেন এবং যদি প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ঋণ ও ইতিপূর্বে মঞ্জুরিকৃত ঋণের যোগফল মূল আবেদনের প্রার্থিত ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তা হলে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ঋণের জন্য নতুন আবেদন ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রতি কর্ম দিবসে অফিস চলাকালিন সময়ে শাখা কাউন্টার হতে ঋণের আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

মূল্যায়ন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যখন মফস্বল এলাকায় ভ্রমণে থাকেন তখন তাঁদের নিকট হতেও শস্য ঋণের আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

(১) ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ফিস ঃ বিকেবি পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-০৭/২০২১ তারিখ ২৯-০৮-২০২১ মোতাবেক ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ তারিখ ১০-০৬-২০২১ এর আলোকে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।শস্য/ফসল ঋণ, বিভিন্ন সঞ্চয় স্কিম ও এফ ডি আর এর বিপরীতে ঋণ আবেদনের জন্য কোনরূপ ফি প্রয়োজন হবে না। উপরোক্ত ঋণ খাত ব্যতিত অন্যান্য ফান্ডেড ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকৃত ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ০.৫০% আদায় করা যাবে,তবে এর পরিমান ১৫,০০০.০০ টাকার বেশি হবে না। ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণের ক্ষেত্রে এ হার সর্বোচ্চ ০.৩০%, তবে এর পরিমান ২০,০০০.০০ টাকার বেশি হবে না। এ ক্ষেত্রে সিএমএসএমই ও কৃষিখাতে মঞ্জুরিত ঋনের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রসেসিং ফি আদায় করা যাবে না।

(২) তল্লাশি ফিস (শস্য ঋণ ব্যতিত) ঃ

৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	নাই।
৫০,০০১/- টাকা হতে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত -	১,০০০/-টাকা
৫,০০,০০১/- টাকা হতে ১৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত -	২,০০০/-টাকা
১৫,০০,০০১/- টাকা হতে ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত -	৩,০০০/-টাকা
৩০,০০,০০১/- টাকা হতে ৫০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত-	৪,০০০/-টাকা
৫০,০০,০০১/- টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫,০০০/-টাকা

(৩) সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ ফিঃ

কর্পোরেট বডি/ লিমিটেড কোম্পানি	টাঃ-১০০০/-
পার্টনারশীপ	টাঃ-৭৫০/-
সোল প্রোপাইটরশীপ	টাঃ-৫০০/-
পারসোন	টাঃ-২০০/-

ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণের সময়ই আবেদনের ধরণ অনুযায়ী উল্লেখিত হারে সিআইবি রিপোর্ট সংক্রান্ত সার্ভিস চাজ আদায়পূর্বক নির্ধারিত খাতে হিসাবভুক্ত করে রাখতে হবে।

(৪) নবায়নের ক্ষেত্রে ঃ

চলতি মূলধন/নগদ ঋণ/চলমান ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ ফি গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। তবে নতুন ঋণ মঞ্জুরি, জামানতি সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন, বন্ধকি দলিল নতুনভাবে সম্পাদন, বর্ধিতকরণসহ নবায়ন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ ফি পূর্বের ন্যায় (সার্কুলার লেটার নং- প্রকা/ক্রেঃবিঃ-১/৩(৭)/২০১৬-২০১৭/৪৪২(১২০০) তারিখ ০৭/০২/২০১৭ অনুযায়ী) অপরিবর্তিত থাকবে। তবে নবায়নকৃত ঋণের জামানতি সম্পত্তির কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন এবং বন্ধকি দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ঋণাংকের উপর ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত হারে তল্লাশি সম্পাদন ফি গ্রহণ করতে হবে।

(৫)নতুন ও বর্ধিতসহ ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে ঃ

নতুন ঋণ ও চলতি মূলধন/নগদ পুঁজি/চলমান ঋণ বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে বর্ধিত করণের ক্ষেত্রে ১নং ক্রমিকে বর্ণিত হারে প্রক্রিয়াকরণ ফি ও ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত হারে তল্লাশি সম্পাদন ফি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সিএমএসএমই ও কৃষিখাতে মঞ্জুরিত ঋণের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রসেসিং ফি আদায় করা যাবে না।

(৬) অতিরিক্ত/ বিএমআরই ঋণের ক্ষেত্রে ঃ

অতিরিক্ত/বিএমআরই প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে আবেদনকৃত অতিরিক্ত ঋণাংকের জন্য ১নং ক্রমিকে বর্ণিত হারে প্রক্রিয়াকরণ ফি ও ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত হারে তল্লাশি সম্পাদন ফি প্রযোজ্য হবে।

(৭) আর্লী সেটেলমেন্ট ফি ঃ

গ্রাহক কর্তৃক গৃহিত ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে পরিশোধের ক্ষেত্রে বকেয়া ঋণের সর্বোচ্চ ০.৫০% হারে আর্লী সেটেলমেন্ট ফি (Early Settlement Fee) বা অনুরূপ ফি আদায় করা যাবে। তবে সিএমএসএমই,আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ, এবং মেয়াদ নির্বিশেষে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সকল ঋণ এর আওতা মুক্ত থাকবে। আর্লী সেটেলমেন্ট ফি (Early Settlement Fee) হিসাবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের ২০-১১-২০১৩ তারিখের পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র ১৪/২০১৩ অনুসরণযোগ্য হবে।

(৮) ঋণ পুনঃতফসিলকরণ/পুনর্গঠন ফিঃ

সিএমএসএমই ও কৃষি খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতে ঋণ পুনঃতফসিলকরণ/ পুনর্গঠন (Reschedule/ Restructure Fee) ফি বাবদ সর্বোচ্চ ০.২৫% আদায় করা যাবে, তবে এর পরিমান ১০,০০০.০০ টাকার বেশি হবে না।

ঋণের আবেদন ফরম, ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ফি, তল্লাশী ফি, সিআইবি প্রতিবেদনের ফি, নবায়ন ফি, বর্ধিতকরণ ফি ও বিএমআরই ঋণের ক্ষেত্রে ফি সময়ে সময়ে পরিবর্তনযোগ্য। ঋণের এসব ফি গ্রহণকালে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট আদায় করতে হবে।

৪.০৯ প্রক্রিয়াকরণ ফি গ্রহণঃ

জমাকৃত প্রক্রিয়াকরণ ফি অফেরতযোগ্য। প্রক্রিয়াকরণ ফি শাখার ক্যাশ কাউন্টারে অথবা অফিস কার্যে ভ্রমণরত মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট জমা দেয়া যাবে। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রক্রিয়াকরণ ফি গ্রহণ করার পর জমাদানকারীকে অবশ্যই টাকা জমাদানের রশিদ প্রদান করবেন। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ভ্রমণ শেষে শাখায় ফেরার সংগে সংগে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত প্রক্রিয়াকরণ ফি ক্যাশিয়ারের নিকট ভাউচারের মাধ্যমে জমা দিবেন। ঋণের আবেদন যখন কোন শাখায় গ্রহণ করা হবে তখন প্রক্রিয়াকরণ ফি ডেবিট (ক্যাশ) ভাউচারের মাধ্যমে আদায় করে সংশ্লিষ্ট ভাউচারের নম্বর ও তারিখ আবেদনপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং তা অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

৪.১০ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঋণের ক্ষেত্রে ঃ

ব্যাংক কোম্পানি আইনের ধারা ২৬(গ) এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং ২৩ (৪) যা ২০১৪ ইং এ প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সংশোধনীসমূহ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ সাবধানতার ক্ষেত্রে অনুশীলন করা উচিতঃ-

ক. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক প্রভাব রহিতকরণ ।

খ. Avoidance of daisy chains and other devices to evade rules and sound practices in related person lending.

যে সকল ভুল প্রাথমিক পর্যায়ে এড়ানো যেত কিন্তু সেগুলো না এড়ানোর কারণে উচ্চতর ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে। নিম্নলিখিত বিশ্লেষণগুলো (যা সংশোধনী-ক তে দেখানো হলো) ঋণ ঝুঁকি এড়াতে ব্যাংকগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.১১ ঋণ প্রদানের নির্দেশনাসমূহ ঃ

(১) প্রস্তাবটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা ?

(২) প্রস্তাবটি বিকেবি'র ঋণ নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা ?

(৩) নন-প্রথাগত ঋণ প্রস্তাবটি বা নতুন শর্তযুক্ত ঋণ প্রস্তাবটি অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং বোর্ডের সকল শর্তাদি পরিপালন করতে হবে।

৪.১২ ঋণ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল ঃ

(১) ঋণের মার্জিন;

(২) ব্যবসার ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা;

(৩) উচ্চ দায় ;

(৪) অতি মজুত ;

(৫) বাকীতে বিক্রয় ;

(৬) ব্যবসার দ্রুত প্রবৃদ্ধি/ প্রসার;

(৭) নতুন সম্পদ/ ইউনিট/ ব্যবসা ক্রয়;

(৮) ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তন;

(৯) ক্রেতা/ বিক্রেতা/ সরবরাহকারীর সংখ্যা কেন্দ্রীভূতকরণ;

(১০) সততা।

ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক আছে এমন/ সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান ঃ

ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ২৬ (গ) ধারা এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-৪ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ এবং এ বিষয়ক সংশোধনী অনুযায়ী সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা কোম্পানিকে ঋণ প্রদানের সময় নিয়ম নীতির বেশি ব্যত্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা কোম্পানির মধ্যে রয়েছেন ব্যাংকের প্রমোটার, প্রধান প্রধান শেয়ার হোল্ডার, সাবসিডিয়ারি/অংশীদারী কোম্পানি, এফিলিয়েটেড/অধিভুক্ত কোম্পানি, পরিচালক, নির্বাহী প্রভৃতি। এ সম্পর্ক ব্যাংকের নীতিমালা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে। ব্যাংক নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদাণ/ ঋণ বর্ধিতকরণের বিষয়টি চিহ্নিত ও মনিটরিং করবে। ঋণ মঞ্জুর অনুমোদিত নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসারে যুক্তিযুক্তভাবে করা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত নয় এরূপ ব্যক্তিকে ঋণ প্রদাণের ক্ষেত্রে যেসব শর্তাদি প্রয়োজন হয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদাণের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই তার চেয়ে অনুকূল শর্তে/ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা যাবে না। অনুকূল শর্ত বলতে বোঝায় নিম্ন সুদ হার, নিম্ন ফি, অপর্যাপ্ত সহ-জামানত, নিম্নমানের সহ-জামানত, দীর্ঘ মেয়াদ, সুদ পরিশোধের মেয়াদ/মাত্রা কমানো ইত্যাদি। সম্পর্কিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত/বর্ধিত ঋণের সমষ্টিগত পরিমাণ ব্যাংকের টিয়ার -১ মূলধনের ১০% এর বেশি হবে না। সম্পর্কিত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান/বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

অধ্যায়-০৫
ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের কৌশলসমূহ

৫.০১ঃ ঋণ ঝুঁকি প্রশমন ঃ

ব্যাংক তার ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য বিভিন্ন কৌশল যেমনঃ জামানত ও নিশ্চয়তা ব্যবহার করতে পারে। ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল হিসেবে ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে চুক্তি হতে পারে অথবা ব্যাংক ও ৩য় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হতে পারে যা ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি প্রশমনে সহায়তা করে। যেসকল ঋণের অস্তিত্ব রয়েছে সেসকল ঋণের ক্ষেত্রে সঠিক দলিলায়ন ও ঋণ প্রশাসন অর্থাৎ তদারকির কোনো বিকল্প নেই। তারা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে শুধু গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করবে, প্রধান উৎস হিসেবে কখনও দেখা যাবেনা। জামানতি বা গ্যারান্টি প্রায়শঃ সুদীর্ঘ, শ্রমসাধ্য এবং ব্যয় বহুল প্রক্রিয়া। যখন একটি ঋণ জামানত বা গ্যারান্টি দ্বারা আবৃত করা হয় তখন ঋণটি পরিশোধিত হবে বলে ব্যাংক অনেকটা আশাবাদী থাকে। কেবলমাত্র বাজেয়াপ্ত বা জামানতি বিক্রি করে টাকা আদায় করার পদ্ধতি হলো জামানতি সম্পত্তি দ্বারা ঋণ আবৃত করণ।

৫.০২ঃ জামানত ঃ

ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যেসকল ঋণের প্রকার বা শিল্প কেন্দ্রীকরণ বিপদজনক/উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বলে মনে করা হচ্ছে, ঐ সকল ঋণের জামানতি সম্পত্তিকে সতর্কতার দৃষ্টিতে রাখতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত জামানতি সম্পত্তি গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়ঃ-

১. পণ্যদ্রব্য/ রপ্তানি ডকুমেন্টস
   - ক. রপ্তানি ডকুমেন্টস
   - খ. পণ্যদ্রব্য
     - (i) রপ্তানি পণ্য
     - (ii) আমদানি পণ্য
     - (iii) অন্যান্য পণ্য অঙ্গীকার বা বন্ধকী ঋণ

২. যন্ত্রপাতি/স্থায়ী সম্পত্তি (জমি, ভবন/ফ্ল্যাট ব্যতীত)

৩. রিয়েল এস্টেট
   - ক. আবাসিক রিয়েল এস্টেট
   - খ. বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট

৪. আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট

৫. একক গ্যারান্টি (ব্যক্তিগত গ্যারান্টি)

৬. প্রতিষ্ঠানের গ্যারান্টি (কর্পোরেট গ্যারান্টি)
   - ক. ব্যাংক বা এন বি এফ আই গ্যারান্টি
   - খ. অন্যান্য কর্পোরেট গ্যারান্টি

৭. বিবিধ
   - ক. শষ্য ঋণের বন্ধকীকরণ
   - খ. অন্যান্য

৮. অরক্ষিত ঋণ (Unsecured Loan)

   ক. পরিমাণ এবং ধরণ ঃ

   ব্যাংকের জন্য অত্যাবশ্যক যে ব্যাংকের ঋণসীমা বৃদ্ধি করলে ঝুঁকি নীতিতে যে প্রকার ও পরিমানে জামানতি সম্পত্তি বিবৃত করা হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে। ঋণ জামানতি সম্পত্তির মূল্য কম ধরতে হবে যাতে কোনো কারণে জামানতি সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পেলে বা সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য কম বা সামান্য পরিমাণে হ্রাস হলে ঋণটি আদায়ে কোনো ঝুঁকি না থাকে। ব্যাসেল-৩ অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততা নির্দেশিকা অনুসারে নগদ বা সহজে নগদায়ন করা যায় এমন আর্থিক জামানতি সম্পত্তি গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য জামানতি সম্পত্তি হিসেবে গুণগত মান সম্পন্ন ও বাজারজাত শেয়ার, রিয়েল এস্টেট এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা যেতে পারে।

   খ. প্রাথমিক এবং চলমান মূল্য নির্ধারণঃ

   একটি জামানত শুধুমাত্র তখনই উত্তম জামানত হিসেবে পরিগণিত হবে যখন ব্যাংক জামানতের অবস্থান নির্ণয়, চিহ্নিতকরণ এবং আইনত দাবী করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং সুদ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচসহ আদায়ের জন্য জামানতি সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে। যখন একটি সম্পত্তি জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন অবশ্যই জামানতি সম্পত্তির বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীলতা, দ্রুত বিক্রয়করণের ক্ষমতা, তারল্য ও ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং ব্যাংক যখন বাধ্য হয় তখন তা বিক্রি করে নগদ অর্থে রূপান্তর করতে পারে।

   নগদ প্রবাহ ঋণ পরিশোধের প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করে। জামানতি সম্পত্তি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি বিক্রি করে নগদ অর্থে রূপান্তর করার ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

   বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর নির্দেশনা অনুযায়ী অনগ্রসর, উপেক্ষিত এলাকায় এবং প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করতে হবে।

৫.০৩ঃ তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি (Third Party Guarantee) ঃ

ব্যাংককে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঋণের ঝুঁকি একটি ঋণের তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টির অস্তিত্ব দ্বারা আবৃত করা যায় না। ব্যাংক তার গ্রাহকের ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য জামিনদারের নিশ্চয়তা গ্রহণ করে থাকে। নিশ্চয়তার বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে ঋণের ঝুঁকির কভারেজ মাত্রা নির্ণয় করা উচিত ঋণের গুনগত মান ও জামিনদারের আইনি ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। এর অতিরিক্ত ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবেঃ-

ক. কর্পোরেট গ্যারান্টি যে কোম্পানি কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে তার সংঘ স্মারক ও কোম্পানির স্মারকলিপি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। কর্পোরেট গ্যারান্টি কর্পোরেট জামিনদারদের পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হতে হবে ।

খ. গ্যারান্টর কোম্পানি অবশ্যই বহিঃ ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি কর্তৃক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রেটিংযুক্ত হতে হবে।

গ. তৃতীয় পক্ষ যে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ঐ কোম্পানির স্থিতিপত্র বিশ্লেষণ করতে হবে। তৃতীয় পক্ষের চলতি মূলধন, মোট সম্পদ, লাভজনকতা, বিদ্যমান ক্রেডিট লাইন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে তার সামর্থ্যের বিপরীতে অতিরিক্ত আর্থিক গ্যারান্টি না দেয়।

ঘ. যদি একবার কোনো কর্পোরেট জামিনদারের আর্থিক স্থিতিশীলতার অবনতি ঘটে ব্যাংককে তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে নগদ অর্থ আদায় বা নতুন জামানত গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. দুই ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক গ্যারান্টি ব্যবস্থা নিরুৎসাহিত করতে হবে।

ঋণ ও অগ্রিমের জন্য জামানত ঃ ব্যাংকের চার্টার অনুযায়ী ঋণ/অগ্রিম/চলতি মূলধনের বিপরীতে নিম্নলিখিত জামানতসমূহ গ্রহণ করা যায় -

- কোম্পানির ষ্টক্স/সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদি যাতে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন ট্রাষ্টি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে।
- ডিবেঞ্চার অথবা অন্য কোন ঋণপত্র যা সরকারী অনুমোদনক্রমে কিংবা কোন বৈধ আইনের আওতায় ইস্যু করা হয়।
- মালপত্র অথবা মালিকানা স্বত্বের দলিলপত্র যা জমা অথবা আরোপ/হস্তান্তর করা হয়।
- কোম্পানির (সীমিত দায়-দায়িত্ব) ডিবেঞ্চার যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী ইস্যু করা হয়।
- কোম্পানির (সীমিত দায়-দায়িত্ব) শেয়ার যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী ইস্যু করা হয়।
- পাটজাত দ্রব্য এবং চা সহ অন্যান্য মালপত্র যা জামানত হিসাবে বন্ধক (হাইপোথিকেশন) দেওয়া হয়।
- দাতা কর্তৃক স্বীকৃত হুন্ডি অথবা ঋণ পরিশোধের নিঃশর্ত অংগীকারপত্র যা প্রাপক কর্তৃক এনডোরস্ করা হয়েছে।
- সরকারী নিশ্চয়তাপত্র।
- প্রকল্পের সম্পত্তি (প্রকল্প ভূমি, বিল্ডিং, মেশিনারী ইত্যাদি)
- যে কোন জিনিস অথবা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যা ব্যাংকের অনুকূলে প্লেজ, বন্ধক, হাইপোথিকেশন-অথবা আরোপ/হস্তান্তর করা হয়।
- তালিকাভুক্ত কোন ব্যাংকের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি।
- কর্পোরেট গ্যারান্টি।
- স্বর্ণ এবং স্বর্ণালংকার।
- ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।

৫.০৪ ঃ কর্পোরেট গ্যারান্টিঃ

কর্পোরেট অর্থায়নের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কর্পোরেট গ্যারান্টি হচ্ছে ঋণ গ্রহীতার সাথে ঋণ প্রদানকারীর একটি চুক্তিপত্র যাতে ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের মালিকানাধীন অন্যান্য সহযোগী কোম্পানি বা সহযোগী অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান (যাদের নেটওয়ার্থ সন্তোষজনক) বিবেচ্য ঋণ পরিশোধের অংগীকার ব্যক্ত করে এবং ঋণ পরিশোধের সকল দায়-দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

৫.০৫ ঃ লোন সিন্ডিকেশন/ক্লাব ফাইনান্সিং ঃ

যখন একাধিক ব্যাংক কর্তৃক একজন উদ্যোক্তাকে কতগুলি সাধারণ শর্তাবলীর বিপরীতে এবং একই ধরনের দলিলপত্রাদির ভিত্তিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করা হয় তখন তাকে লোন সিন্ডিকেশন বলা হয়। লোন সিন্ডিকেশনের বিভিন্ন পক্ষ থাকে। এই পক্ষগুলির

মধ্যে প্রধানঃ হচ্ছে প্রধান আয়োজক (Lead Arranger)/প্রধান ব্যাংক, প্রতিনিধি (Agent) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ঋণ গ্রহীতা। লীড ব্যাংক বা প্রধান আয়োজক ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তহবিল সংগ্রহের কার্যপ্রণালী সমন্বয় সাধন করে। প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠান সকল জামানতি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা ও পরিধারণের কাজ করে। একাধিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান লীড ব্যাংকের ঋণের কার্যপরিধির আওতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদানে অংগীকারবদ্ধ হয়। সকল পক্ষের মধ্যে ঋণগ্রহীতা একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। ঋণগ্রহীতা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন সে বা তারা যে তহবিল উত্তোলন করে এবং তা ফেরত প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত অথবা পরিবর্তিত সুদ হারে আসল এবং সুদসহ সম্পূর্ণ টাকা প্রতিনিধি (Agent) এর নিকট পরিশোধের অংগীকার করে।

৫.০৬ ঃ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ গ্রুপ/ সিন্ডিকেশন ঋণ সীমাঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ তারিখ ঃ ০৯/০৪/২০০৫ অনুযায়ী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) অনুযায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ গ্রুপের জন্য সর্বোচ্চ ঋণ সীমা হবে মোট মূলধনের ৩৫%। প্রত্যক্ষ ঋণ সুবিধা (Funded facility) ১৫% এবং পরোক্ষ ঋণ সুবিধা (Non-Funded facility) ২০%। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা হবে মূলধনের ৫০%। প্রত্যক্ষ ঋণ সুবিধা (Funded facility) এ ক্ষেত্রেও ১৫% হবে। ১৫% এর মধ্যে মেয়াদী ঋণ ১০% এর অধিক হবে না।

৫.০৭ ঃ সিন্ডিকেশন ঃ

উপরে বর্ণিত ঋণ সীমার অধিক ঋণের প্রয়োজন হলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কমপক্ষে ১টি বেসরকারী/ বৈদেশিক ব্যাংক অথবা রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সিন্ডিকেশন করবে। লোন সিন্ডিকেশন ঃ যখন একাধিক ব্যাংক কর্তৃক একজন উদ্যোক্তাকে কতগুলি সাধারণ শর্তাবলীর বিপরীতে এবং একই ধরণের দলিলপত্রাদির ভিত্তিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করা হয় তখন তাকে লোন সিন্ডিকেশন বলা হয়। লোন সিন্ডিকেশনের বিভিন্ন পক্ষ থাকে। এই পক্ষগুলির মধ্য প্রধানতঃ হচ্ছে প্রধান আয়োজক (Lead Arranger)/ প্রধান ব্যাংক প্রতিনিধি (Agent), অংশ গ্রহণকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ঋণ গ্রহীতা। লীড ব্যাংক বা প্রধান আয়োজক ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তহবিল সংগ্রহের কার্যপ্রণালী সমন্বয় সাধন করে। প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠান সকল জামানতি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা ও পরিধারণের কাজ করে। একাধিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান লীড ব্যাংকের ঋণের কার্যপরিধির আওতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদানে অংগীকারবদ্ধ হয়। সকল পক্ষের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। ঋণ গ্রহীতা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন সে বা তারা যে তহবিল উত্তোলন করে এবং তা ফেরত প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত অথবা পরিবর্তিত সুদহারে আসল এবং সুদসহ সম্পূর্ণ টাকা প্রতিনিধি (Agent) এর নিকট পরিশোধের অঙ্গীকার করে।

চুক্তিপূর্ব স্বাক্ষর ঃ সিন্ডিকেট পদ্ধতিতে লোন প্রদানের জন্য চুক্তিপূর্ব স্বাক্ষরের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

১) সিন্ডিকেট ঋণের জন্য ঋণ গ্রহীতা বাছাই এবং নির্বাচন;

২) ঋণ গ্রহীতার সাথে ধারাবাহিকভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলা;

৩) লোন সিন্ডিকেশনের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যাংক এবং ঋণ গ্রহীতার গোল টেবিল আলোচনা এবং সিন্ডিকেশন ঋণ বাজার থেকে ঋণ গ্রহীতার ঋণের চাহিদা নির্ধারণ;

৪) ঋণ গ্রহীতার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে লোন সিন্ডিকেশন ইউনিট কর্তৃক টার্মসিট প্রস্তুত করা;

৫) ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ম্যান্ডেট গ্রহণের পূর্বে টার্মসিট চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সাথে আলোচনা করা। এই আলোচনা সভাটি লিড ব্যাংক আয়োজন করবে।

ম্যান্ডেট পরবর্তী কার্যাবলি ঃ

ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ম্যান্ডেট গ্রহণের পর নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে ঃ

১) (ক) ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ফি গ্রহণ (ফ্ল্যাট রেটে);

(খ) সিন্ডিকেশন ফি/ এ্যারেঞ্জমেন্ট ফি গ্রহণ (ফ্ল্যাট রেটে);

(গ) এজেন্সি ফি গ্রহণ (ফ্ল্যাট রেটে);

(ঘ) অংশগ্রহণ ফি গ্রহণ (ফ্ল্যাট রেটে);

(ঙ) ব্যবস্থাপনা ফি (বার্ষিক);

(চ) কমিটমেন্ট ফি (ত্রৈমাসিক);

(ছ) এল/সি কমিশন;

২) ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে প্রকল্প সম্পর্কীয় সম্ভাবনা প্রতিবেদন ;

৩) সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ;

৪) তহবিল গঠনের জন্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ।

উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের পর সিন্ডিকেট ব্যাংকের কর্মকর্তারা প্রকল্প স্থান, প্রকল্পের জন্য মেশিনারি আমদানির প্রয়োজন হলে আমদানির পূর্বে সরবরাহকারীর দেশে সরেজমিনে পরিদর্শন ইত্যাদি কাজ করবেন। সিন্ডিকেট লোন প্রদানের পূর্বে লিড ব্যাংক কর্তৃক অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রকল্পের ধরণ, উদ্যোক্তার অবস্থান, প্রকল্প মূল্য এবং প্রকল্পের সময়সীমা উল্লেখ পূর্বক প্রস্তাবনা পত্র (Offer letter) প্রেরণ করতে হবে।

৫.০৮ঃ <u>Lending Caps</u> ঃ

একই খাতে ঋণ প্রবাহের কেন্দ্রীকরণ পরিহার করার জন্য ব্যাংক ঋণ পোর্ট ফোলিওকে শস্য, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ, খামার যন্ত্রপাতি, চলমান ঋণ, এস এম ই ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে বিভক্ত করে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫.০৯ঃ কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং ঃ

কর্পোরেট অর্থায়নের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কর্পোরেট গ্যারান্টি হচ্ছে ঋণ গ্রহীতার সাথে ঋণ প্রদানকারীর একটি চুক্তিপত্র যাতে ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের মালিকানাধীন অন্যান্য সহযোগী কোম্পানি বা সহযোগী অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান (যাদের নেটওয়ার্থ সন্তোষজনক) বিবেচ্য ঋণ পরিশোধের অংগীকার ব্যক্ত করে এবং ঋণ পরিশোধের সকল দায়-দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

৫.১০ঃ সরকারী নিশ্চয়তা ঃ

সরকারী নিশ্চয়তাপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এই নিশ্চয়তাপত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ফরমে হতে হবে।

৫.১১ঃ ব্যাংক গ্যারান্টিঃ

ব্যাংক গ্যারান্টির সংজ্ঞাঃ চুক্তি আইনের আলোকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তৃতীয় কোন পক্ষ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত করতে ব্যর্থ হলে উক্ত অক্ষম ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দায়মুক্তির জন্য ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করার প্রতিশ্রুতিকে ব্যাংক গ্যারান্টি বলে।

(ক) ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর উদ্দেশ্যঃ সাধারণতঃ নিম্নোক্ত নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা হয়ে থাকেঃ

* দরপত্র বা অঙ্গ জামানত টাকার জন্য;
* কার্যসম্পাদন নিশ্চয়তা;
* বন্দর (কাষ্টমস্) আবগারী শুল্ক নিশ্চয়তা;
* বিদেশী প্রতি সঙ্গীর অনুরোধে নিশ্চয়তা;
* অন্যান্য নিশ্চয়তা।

(খ) ব্যাংক গ্যারান্টি প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ ব্যাংকের নিকট বিশ্বস্ত, সুপরিচিত, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও লেনদেন সন্তোষজনক এমন গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা যাবে।

গ্যারান্টির প্রকারভেদ

(১) ব্যাংকের দৃষ্টিকোন হতে নিশ্চয়তাসমূহকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

চুক্তি আইনের আলোকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তৃতীয় কোন পক্ষ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকার্যে পরিণত করতে ব্যর্থ হলে উক্ত অক্ষম ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দায়মুক্তির জন্য ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করবার প্রতিশ্রুতিকে ব্যাংক গ্যারান্টি বলে। এক্ষেত্রে ব্যাংক হচ্ছে নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি গ্রহীতার "জামিনদার" এবং যে সকল গ্রাহক (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর সম্ভাব্য অক্ষমতার বিপক্ষে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় তাকে "মুখ্য দেনাদার" এবং যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে গ্যারান্টি ইস্যু করা হয় তাকে "পাওনাদার" বলা হয়। সাধারণত ব্যাংক কর্তৃক বিশ্বস্ত গ্রাহকদের অনুরোধে পর্যাপ্ত মার্জিন ও জামানত গ্রহণপূর্বক তাদের (গ্রাহকদের) নির্দেশিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কতিপয় শর্তাধীনে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা হয়।

(২) সাধারণভাবে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি সমূহের প্রকারভেদ ঃ

(ক) সাধারণতঃ দরপত্র বা ডাক জামানতের জন্য পক্ষ সমূহ এই ধরণের নিশ্চয়তার অনুরোধ জানিয়ে থাকে এবং তা দরপত্র মূল্যের নির্দিষ্ট হারের অংকের (যেমন-২-৫%) জন্য চাওয়া হয়। যে দরপত্র দাতার অনুরোধে এটা প্রদত্ত হয় তিনি ব্যর্থ হলে প্রাপক তা নগদায়ন করতে পারেন।

(খ) কার্য সম্পাদন নিশ্চয়তাঃ

এটা নির্দিষ্ট সময়ে কার্য সম্পাদনের অংগীকারের বিনিময়ে প্রদত্ত নিশ্চয়তা। এই ধরণের নিশ্চয়তা বৈদেশিক প্রতিসংগীর অনুরোধে তাদের প্রতি নিশ্চয়তার বিপরীতে মালামাল সরবরাহের নিশ্চয়তার জন্য তাদের গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত হয়।

(গ) বন্দর (কাষ্টম) ও আবগারী শুল্ক নিশ্চয়তাঃ

এই ধরণের নিশ্চয়তা আমদানিকৃত পণ্য বা রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বন্দর শুল্ক /আবগারী শুল্ক প্রদানের নিশ্চয়তা হিসাবে গ্রাহকদের পক্ষে শুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রদান করে।

(ঘ) অন্যান্য নিশ্চয়তাঃ

ঠিকাদারগণ স্থানীয় সরবরাহ ইত্যাদি বা অন্য যে কোন নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়তা চাইতে পারেন।

(ঙ) বিদেশী প্রতিসংগীর অনুরোধে নিশ্চয়তাঃ

এই ধরণের নিশ্চয়তা বিদেশী প্রতিসঙ্গীর অনুরোধে তাদের গ্রাহকের পক্ষে বাংলাদেশী প্রাপকের অনুকূলে ডাক-জামানত /জামানত টাকা/ কার্য সম্পাদনের অংগীকার হিসাবে প্রদান করা হয়। বিদেশী ব্যাংকের প্রতি নিশ্চয়তার বিপরীতে এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ

(১) যে পরিমাণ টাকার জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করতে হবে সে পরিমাণ, যে প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে গ্যারান্টি ইস্যু করতে হবে তার নাম ও পণ্য ঠিকানা, গ্যারান্টির উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও সময়কাল, ক্যাশ মার্জিনের পরিমাণ, প্রস্তাবিত সহায়ক জামানতের বিবরণ ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ পূর্বক গ্যারান্টি গ্রহণে ইচ্ছুক গ্রাহকের নিকট হতে সাদা কাগজে দরখাস্ত গ্রহণ করতে হবে ।

(২) প্রয়োজনীয় জামানতের মালিকানা স্বত্ব সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র/দলিলাদি এর মূল কপি নিতে হবে।

(৩) যে প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে গ্যারান্টি ইস্যু করা হবে তাদের চাহিদাপত্র (রিকুইজিশন) এবং কাংখিত গ্যারান্টির নমুনা (যদি থাকে) ।

(৪) বাণিজ্যিক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহীতার নিজ নামে বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা সংক্রান্ত হালনাগাদ সিআইবি প্রতিবেদন।

(৫) গ্যারান্টি গ্রহীতার হিসাব বিবরণী (চলতি/সঞ্চয়ী/এসটিডি)।

(৬) ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিতসহ জামানতের মূল্যায়ন প্রতিবেদন (স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পূর্বানুমান প্রতিবেদন(এলএফ-৫)।

(৭) টিআইএন সহ (যদি থাকে) আয়কর পরিশোধের রশিদ।

(৮) গ্যারান্টির পূর্ণ টাকার জন্য গ্রাহকের নিকট হতে একটি ডিপি নোট নিতে হবে ।

(৯) মেয়াদপূর্তির সাথে সাথেই স্বত্বভোগী বা পাওনাদারের নাদাবী পত্রসহ মূল গ্যারান্টি পাওনাদারের নিকট হতে ফেরৎ এনে ব্যাংকে জমা দেয়ার এবং গ্যারান্টির সকল শর্ত পরিপালনের জন্য গ্রহকের নিকট হতে ব্যক্তিগত অংগীকারপত্র গ্রহণ করতে হবে ।

নিশ্চয়তার শর্তাবলী

(ক) ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর আবশ্যকীয় শর্তাদি ঃ

(ক) গ্যারান্টি গ্রহীতাকে অবশ্যই ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহক হতে হবে। ব্যাংকের গ্রাহক নন এরূপ কারো অনুরোধে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা যাবে না।

(খ) গ্যারান্টি গ্রহীতার সততা, সুনাম এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

(গ) গ্যারান্টি অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট দায় আবর্তন করে ইস্যু করতে হবে। গ্যারান্টি রিভলভিং হবে না।

(ঘ) কোন অসীম দায় আবর্তন করে গ্যারান্টি ইস্যু করা যাবে না।

(ঙ) গ্যারান্টি পরিমাণের ন্যূনতম ৩০% মার্জিন হিসাবে নগদ গ্রহণ করতে হবে এবং ২১৪-মার্জিনাল ডিপোজিট একাউন্টে জমা রাখতে হবে। তবে ১০০% নগদ জমার বিপরীতে এইরূপ মার্জিনের প্রয়োজন নাই। ব্যাংক গ্যারান্টির সহজামানত সহজে নগদায়নযোগ্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এফডিআর/অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ইনষ্ট্রমেন্ট হলে ক্যাশ মার্জিনের বিষয়টি শিথিলযোগ্য হবে । তবে এক্ষেত্রে কমিশন প্রচলিত নিয়মে প্রযোজ্য হবে।

(চ) দায় পরিশোধে গ্রাহক অক্ষম হওয়ার দিন হতে ১৫ দিনের মধ্যে পাওনাদার কর্তৃক ব্যাংকের নিকট তার দাবী যথাযথভাবে উত্থাপন করতে হবে। তবে এই দাবী সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দাবীটি তামাদিতে বারিত হওয়ার কারণে তা বাতিল করা হবে।

(ছ) ব্যাংক গ্যারান্টির পাওনাদার কর্তৃক গ্যারান্টি সীমার অতিরিক্ত কোন দাবী উত্থাপিত হলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে ।

(জ) গ্যারান্টির উদ্দেশ্য, প্রকার, প্রকৃতি, মেয়াদ ও নমুনা ইত্যাদি সম্পর্কে গ্যারান্টির স্বত্বভোগী পাওনাদারের চাহিদাপত্র (রিকুইজিশন) থাকতে হবে।

(ঝ) নিশ্চয়তা চালু থাকাবস্থায় কোনরূপ লোকসানজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য গ্রাহকের নিকট হতে নিশ্চয়তার পূর্ণ টাকার জন্য প্রতিনিশ্চয়তা সংগ্রহ করতে হবে।

ব্যবসায়িক ক্ষমতা

পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের পরিপত্র নং-প্রসবি-০২/২০০৩ তারিখ ৩-১১-০৩ মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য প্রয়োজনীয় জামানত

ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য প্রয়োজনীয় জামানত ঃ

(ক) ব্যাংক গ্যারান্টির সহ জামানত হিসেবে সহজেই নগদায়নযোগ্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মেয়াদী আমানত রশিদ/ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ইন্সট্রুমেন্ট অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(খ) ক্যাশ মার্জিন (যত বেশি সম্ভব) বাদে গ্যারান্টি অংকের অবশিষ্টাংশের বিপরীতে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রের জমি/ ইমারত জামানত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তবে কৃষি জমি জামানত হিসাবে গ্রহণযোগ্য

হবেনা। উল্লেখ্য যে, ১০০% ক্যাশ মার্জিনের ক্ষেত্রে কোন সহায়ক জামানত গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

(গ) সহ জামানত স্থাবর সম্পত্তি হইলে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে সরজমিনে তদন্ত ও মূল্যায়নকরতঃ ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (এলএফ-৫) ভিত্তিতে সহ জামানত বন্ধকী দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে বন্ধক গ্রহণ করতে হবে।

কমিশন/সার্ভিস চার্জ

ব্যাংক গ্যারান্টির কমিশনের হার প্রতি তিন মাসের জন্য গ্যারান্টি মূল্যের ১% এবং সর্বনিম্ন ১০০০/- টাকা। ১০০% ক্যাশ মার্জিনে গ্যারান্টি প্রদান করা হলে শুধুমাত্র নির্ধারিত ১০০০/- টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে কমিশন/সার্ভিস চার্জ গ্যারান্টি ইস্যুকালে এককালিন অগ্রিম আদায় করতে হবে। বিদেশী প্রতিসংগীর অনুরোধে গ্যারান্টি ইস্যু হলে অভিন্ন হারে কমিশন/সার্ভিস চার্জ মার্কিন ডলারে নিতে হবে। কোনরূপ আবেদন ফি অথবা মূল্যায়ন ফি গ্রহণ করতে হবে না । এই হার সময় সময়ে পরিবর্তনযোগ্য। ব্যাংক গ্যারান্টির জমাকৃত কমিশন/সার্ভিস চার্জ ফেরতযোগ্য নয়।

সময়কাল

ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর সময়কাল হবে গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা, ক্যাশ মার্জিন, জামানত এবং সর্বোপরি গ্রাহকের বিশ্বস্ততা ইত্যাদি বিবেচনা করে চাহিদার ভিত্তিতে অনুর্ধ্ব ৫ বছর। ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করতে হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। চা বাগানের অনুরোধে গ্যারান্টি ইস্যুর ক্ষেত্রেও ৫ বছরের জন্য ইস্যু করা যাবে।

গ্যারান্টি ইস্যুকরণ

গ্যারান্টি ইস্যুকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী গ্যারান্টিতে উল্লেখ করতে হবেঃ

(ক) যাবতীয় শর্তাদি পূরণ করে যথাযথ মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে শাখা ব্যবস্থাপক ও ২য় কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে গ্যারান্টি ইস্যু করতে হবে। এক্ষেত্রে মঞ্জুরি ক্ষমতা অনুসরণ করে প্রস্তাব প্রক্রিয়া করতে হবে।

(খ) ষ্ট্যাম্প খরচ গ্যারান্টি গ্রহীতা বহন করবেন।

(গ) প্রতিটি গ্যারান্টি যে আকারে বা প্রকারে ইস্যু করা হোক তাতে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সন্নিবেশ করতে হবেঃ

"এই গ্যারান্টি............. তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। মেয়াদ শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই গ্যারন্টির বৈধতার অবসান হবে। এই গ্যারান্টিতে অত্র ব্যাংকের দায় দায়িত্ব টাকা .... (..) পর্যন্ত সীমিত। এই গ্যারান্টির অধীনে কোন দাবী থাকলে উহা ব্যাংকের নিকট সর্বশেষ ইং........... তারিখের মধ্যে পেশ করতে হবে। নির্দিষ্ট এই তারিখের মধ্যে পেশ করতে ব্যর্থ হলে দাবী অগ্রাহ্য হবে।

গ্যারান্টি নগদীকরণ

গ্যারান্টি গ্রহীতা গ্যারান্টির মেয়াদকালে গ্যারান্টির স্বত্বভোগী (বেনিফিশিয়ারী)/ পাওনাদারের দায় পূরণে অক্ষম হলে সংশ্লিষ্ট স্বত্বভোগী/পাওনাদার তার পাওনা আদায়ের জন্য ব্যাংকের নিকট যথানিয়মে ও যথাসময়ের মধ্যে দাবি উত্থাপন করবেন। উত্থাপিত দাবির সঠিকতা যাচাই করে ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে গ্যারান্টি গ্রহীতার নামে "তলবী ঋণ" হিসাব (ডিমান্ড লোন) সৃষ্টি করে তা ডেবিট করে গ্যারান্টির স্বত্বভোগী/পাওনাদারের দাবীকৃত টাকা পরিশোধ করবে। গ্যারান্টি নগদায়নের বিস্তারিত পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) দাবী মিটাতে অক্ষম গ্যারান্টি গ্রহীতাকে উক্ত দাবী মিটানোর জন্য এই মর্মে নোটিশ দিতে হবে যে, নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তার দ্বারা সংশ্লিষ্ট পাওনাদারের পূর্ণ দায়দেনা পরিশোধ করা না হলে তার (গ্যারান্টি গ্রহীতার) নামে "তলবী ঋণ" (ডিমান্ড লোন) হিসাব খুলে তা ডেবিট করে দাবি উত্থাপনকারী পাওনাদারের দাবি মিটাতে ব্যাংক বাধ্য হবে। নির্দিষ্ট এই ১৫ দিন সময় সীমার মধ্যে গ্যারান্টি গ্রহীতা দাবী না মিটালে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা গ্যারান্টি গ্রহীতার (মুখ্য দেনাদার) নামে "১০২৪ তলবী ঋণ" হিসাব খুলে দাবি উত্থাপনকারী (পাওনাদার) দাবী মিটানোর মাধ্যমে গ্যারান্টি নগদীকরণ করবে। এক্ষেত্রে স্বত্বভোগী/পাওনাদারের নিকট হতে মুল ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরৎ নিতে হবে। তলবী ঋণ হিসাব খোলার পূর্বে অতি দ্রুততার সাথে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হবে এবং হিসাব খোলার পর বিষয়টি গ্যারান্টি গ্রহীতাকে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে।

(খ) গ্যারান্টি ইস্যুর সময়ে গ্যারান্টি গ্রহীতা কর্তৃক ২১৪ মার্জিনাল ডিপোজিট একাউন্ট এ জমাকৃত ক্যাশ মার্জিনের টাকা উক্ত হিসাব খাত হতে ডেবিট করে গ্রহীতার নামে সৃষ্ট ১০২৪ তলবী ঋণ হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে। এই ক্রেডিটের পর তলবী ঋণ হিসাবের অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্য গ্যারান্টি গ্রহীতা (মুখ্য দেনাদার) কর্তৃক প্রদত্ত জামানত কাউন্টার গ্যারান্টি বলে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) গ্যারান্টি গ্রহীতার নামে সৃষ্ট তলবী ঋণের উপর ঋণ হিসাব খোলার তারিখ হতে সম্পূর্ণ ঋণ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চক্রবৃদ্ধি ভিত্তিতে বার্ষিক ১২% (অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণের নামে যখন যেমন প্রযোজ্য) হারে সুদারোপ করতে হবে। এই সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপযোগ্য হবে। ঋণ আদায়ের জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রম/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ বাবদ যাবতীয় খরচ খাতককে বহন করতে হবে।

(ঘ) মেয়াদী আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত গ্যারান্টি শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ/ বাজেয়াপ্ত হলে গ্যারান্টিকৃত টাকা মেয়াদী আমানত নগদায়নের মাধ্যমে পে অর্ডার করে পাওনাদারকে প্রদান করা। এক্ষেত্রে মেয়াদী আমানতে অর্জিত সুদ গ্যারান্টি গ্রহীতাকে প্রদানের জন্য ৪১/১০ এ সংরক্ষণ করতে হবে। প্রদত্ত গ্যারান্টিকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকা অর্থাৎ মেয়াদী আমানতের প্রাপ্য অর্জিত সুদ গ্যারান্টির স্বত্তভোগী পাওনাদারকে প্রদান করা যাবে না।

হিসাবায়ন পদ্ধতি

গ্যারান্টি প্রদানের সময় নিম্নলিখিত হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) ক্যাশ মার্জিন হিসাবে জমাকৃত টাকা ২১৪-মার্জিনাল ডিপোজিট একাউন্ট এ জমা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর তারিখে গ্যারান্টির পূর্ণ টাকার জন্য একটি স্থানান্তর ভাউচার (এসিএফ-১৭) প্রস্তুত করতে হবে। ভাউচারটিতে নিম্নে বর্ণিত হিসাব খাতে লেনদেন দেখাতে হবে ঃ

(১) ডেবিট ঃ ১২১/গ্রাহকের দায়-দেনার গ্যারান্টি।

(২) ক্রেডিট ঃ ৬১/ অনিস্পন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি।

(৩) স্বাভাবিকভাবে অবসায়িত হলে উপরোক্ত এন্ট্রির রিভার্স ভাউচার করতে হবে।

(৪) গ্রাহকের নামে তলবী ঋণ হিসাব খোলার ক্ষেত্র উদ্ভব হলে নিম্নরূপ লেনদেন ভাউচার প্রস্তুত করতে হবে ঃ

ডেবিট	ক্রেডিট
১০১৪/তলবী ঋণ হিসাব	
২১৪/মার্জিনাল ডিপোজিট-১	৪৭/পেমেন্ট অর্ডার

তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

ব্যাংক শাখা আবশ্যিক ভাবে "ব্যাংক গ্যারান্টি রেজিষ্টার" (এসিএফ-২৪২) সংরক্ষণ করবে। একটি ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করার সাথে সাথে রেজিষ্টারটিতে যাবতীয় তথ্য লিখে রাখতে হবে। মেয়াদ পূর্ণ তার প্রেক্ষিতে নিশ্চয়তা গ্রহীতাকে নোটিশ প্রদানের জন্য অথবা প্রাসংগিক বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে শাখা ব্যবস্থাপক নিজে এই ব্যাংক গ্যারান্টি রেজিষ্টারটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ২(দুই) বার করে পর্যালোচনা করবেন।

ক্রমিক নম্বর	যে গ্রাহকের পক্ষে নিশ্চয়তা প্রদত্ত হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা	ব্যাংক নিশ্চয়তার প্রাপক/যার অনুকূলে প্রদত্ত হয়েছে	ব্যাংক নিশ্চয়তার টাকার অংক	শতকরা হিসাব সহ প্রারম্ভিক নগদ জমা	মূল্যসহ জামানতের বিবরণ	নিশ্চয়তা প্রদানের তারিখ	নিশ্চয়তার মেয়াদ পূর্ণতার তারিখ	নোটিশ প্রদানের তারিখ	ব্যাংক নিশ্চয়তা প্রত্যাহার/ সম্পন্নকরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

গ্যারান্টির অবসান

নির্দিষ্ট তারিখ/সময়সীমা অতিক্রান্তের সংগে সংগে ইস্যুকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি অবসায়িত বা অকার্যকর বলে গণ্য হবে। সময় সীমা অতিক্রান্তের সাথে সাথেই গ্যারান্টির স্বত্বভোগী পাওনাদারকে লিখিতভাবে ইস্যুকৃত গ্যারান্টির মেয়াদ বা কার্যকারিতা শেষ হয়েছে মর্মে অবহিত করতে হবে এবং তার (স্বত্বভোগী পাওনাদার) নিকট হতে গ্যারান্টি গ্রহীতা গ্রাহকের মাধ্যমে বা প্রয়োজনে সরাসরি যোগাযোগ করে গ্যারান্টির মূল কপি ফেরৎ গ্রহণ করতে হবে। সংগৃহীত মূল গ্যারান্টির গায়ে স্পষ্টভাবে "মেয়াদ শেষ" অথবা "অবসায়িত" লিখে তা নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি গ্যারান্টি অবসায়নের প্রয়োজন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

বন্ধকী সম্পত্তি পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মনিটরিং ঃ

উপরে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে নতুনভাবে প্রস্তাবিত মর্টগেজ সম্পত্তি নির্বাচন, যাচাই, সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন করাই যথেষ্ট নয়। বন্ধকী সম্পত্তি নিয়মিত পরিদর্শন করে সেগুলির অবস্থা যেমনঃ আকার পরিবর্তন, দখলে স্বত্ত্বের পরিবর্তন, বেদখল হওয়া, অবৈধভাবে বিক্রয়/ হস্তান্তর হওয়া, কোন বিরোধে জড়িয়ে পড়া, পরবর্তী সময়ে মালিকানায় কোন ত্রুটি প্রকাশ পাওয়াসহ ব্যাংকের স্বার্থের জন্য হুমকি/ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে কিনা ইত্যাদি পূনঃ যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে পরিদর্শন এবং মূল্যায়ন করতে হবেঃ

ক. যখন নতুনভাবে কোন সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হবে;

খ. ঋণ প্রস্তাব নবায়ন, পুনঃতফসিলকরণ, ঋণ অবলোপন, বর্ধিতকরণ ও সুদ মওকুফের সময় পরিদর্শন/মূল্যায়ন করতে হবে। সহজামানত সম্পত্তি (জমি/অবকাঠামো) এর কোনরূপ পরিবর্তন বা সংশ্লিষ্ট এলাকার সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন না হলে/ অধিকতর গুরুত্ব বহন না করলে নবায়ন এবং পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তি নতুনভাবে মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। তবে সহজামানত সম্পত্তির সঠিকতা সম্পর্কে শাখার ২ জন অফিসার কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক বিদ্যমান ছকে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ঋণ বর্ধিতকরণ ও সুদ মওকুফের প্রস্তাবকালে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে হবে;

গ.মামলা দায়েরের প্রাক্কালে;

ঘ. বার্ষিক ভিত্তিতে বন্ধকী সম্পত্তি পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় যদি দেখা যায় পূর্ববর্তী ৩ মাসের মধ্যে এরূপ প্রতিবেদন করা হয়েছে তবে নতুন করে বার্ষিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত না করলেও চলবে। পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের কপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

ঙ. বিশেষ কোন কারনের উদ্ভব হলে তাৎক্ষনিকভাবে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যেতে পারে।

চ. প্রধান কার্যালয় বা নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের নির্দেশমত যে কোন সময় পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যেতে পারে।

ছ. কোন পরিদর্শনে পূর্ববর্তী পরিদর্শনের সাথে মূল্য এবং অন্যান্য বিবরণের পার্থক্য হলে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে এবং সুরাহা করতে হবে।

অধ্যায়-০৬

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৬.০১ঃ ঋণ গ্রহিতার ফলো আপ এবং সংশোধনীমূলক পদক্ষেপ ঃ

গ্রাহকদের সাথে আলাপচারিতা এবং প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা একটি জটিল এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ প্রদান করার পূর্বে যথাসম্ভব প্রকল্প পরিদর্শন বা ঋণ গ্রহীতার প্রতিষ্ঠান/কারখানা পরিদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণঃ

ক. সমস্যা প্রায়শঃ মাঠে স্পষ্ট হয়।

খ. সমস্যা প্রায়শঃ আর্থিক বিবরণী সাজানো থাকে।

গ. ঋণের টাকা মূল উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।

ঋণের আকার ও ঝুঁকি রেটিং এর উপর নির্ভর করে ব্যাংককে ঋণগ্রহীতার সাথে প্রতি ত্রৈমাসিকে একবার আলোচনা করা উচিত। এজন্য ব্যাংককে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

১. ঋণ গ্রহিতার সাথে আলোচনা করার জন্য একটি সময়সূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ।

২. সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহকরণ।

৩. ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এর উপর নির্ভর করে প্রকল্প কতবার পরিদর্শন করা হবে তা নির্ধারণ। প্রতিকূল শ্রেণিবিন্যাস হলে বারবার

পরিদর্শন করতে হবে।

এছাড়াও ব্যাংক তার অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য ঋণগ্রহীতার আর্থিক স্থায়িত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। লাভজনকতা, ইকুইটি, লিভারেজ এবং তারল্যের প্রধান আর্থিক কর্মক্ষমতার নির্দেশক সমূহকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ ধরনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ঝুঁকি, শিল্প ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার অবস্থান এবং বহিরাগত কারণসমূহ যেমনঃ অর্থনৈতিক অবস্থা, সরকারী নীতি ও নিয়মকানুন ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

ব্যাংকের বর্তমান ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে ঋণগ্রহীতার হিসাব বিবরণী, ঋণ পরিশোধের ইতিহাস ও সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ব্যবহার করার বিষয়টি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত। চলতি মূলধন ঋণ বা ট্রেড ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যাংককে অবশ্যই Due date কবে তা পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে এবং বিলটির মেয়াদোত্তীর্ণ কবে হবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ব্যাংককে নিয়মিত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের আর্থিক ক্ষমতা, ঋণ চুক্তিতে চুক্তিপত্র অনুযায়ী সকল শর্ত মেনে চলছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোনো কিছু লঙ্ঘন শনাক্ত হলে তা অবিলম্বে ঋণগ্রহীতার সাথে আলাপ করে সমাধান করতে হবে।

৬.০২ঃ স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ ঋণ পর্যালোচনা এবং ঋণ ঝুঁকি রেটিং পরিবর্তন ঃ

ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বাধীন অভ্যন্তরীণ ঋণ পর্যালোচনা একটি জটিল ধারণা।

ক. ঋণ পর্যালোচনা বনাম ঋণ পর্যবেক্ষণঃ

ঋণ পর্যালোচনা একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া এবং স্টাফ ফাংশনঃ-

১. তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সম্পন্ন হয় (ঋণ অফিসার দ্বারা নয়)।

২. পৃথক ঋণ ও ঋণ পোর্টফোলিও এর পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. সামগ্রিকভাবে ঋণ পোর্টফোলিও মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা।

৪. ঋণ পোর্টফোলিও এর মাধ্যমে কর্পোরেট কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সুপারিশ করা।

ঋণ পর্যবেক্ষণ একটি কৌশলী প্রক্রিয়া বা একটি কার্যপদ্ধতি যা -

১. ঋণ অফিসার দ্বারা কার্য সম্পাদন করা।

২. ঋণ গ্রহিতাকে অনুসরণ করা, প্রয়োজন না হলে ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের জন্য পর্যবেক্ষণ এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দেয়া।

খ. ঋণ পর্যালোচনার উদ্দেশ্য ঃ

১. ঋণ পোর্টফোলিওর প্রতিটি ঋণের ঋণমান মূল্যায়ন করার জন্য রিস্ক রেটিং নির্ধারণের একটি স্বাধীন মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।

২. ঋণ লোকসান ও পর্যাপ্ত রিজার্ভ নির্ণয়ে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করতে হবেঃ

ক. ঐতিহাসিক ঋণ হ্রাস এবং পুনরুদ্ধারের অভিজ্ঞতা ।

খ. ঋণ লোকসান এবং আদায় অনুমতি।

গ. সমস্যাজনিত ঋণের পর্যালোচনা ।

ঘ. সার্বিক পোর্টফোলিও মান।

ঙ. বর্তমান এবং উপেক্ষিত অর্থনৈতিক অবস্থা ।

চ. ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে loan loss সংরক্ষণের ক্ষমতা অর্জন করা।

৩. প্রবণতা/ ট্রেন্ড নির্ণয় ঃ

ক. ঋণ পর্যালোচনার প্রবণতা/ট্রেন্ড দূরদর্শীতা পূর্ণ হতে হবে এবং সম্ভাব্য সমস্যার ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এসকল কারণ পরীক্ষার পর ঋণমান, ঋণের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মান, ঋণ কেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা পর্যালোচনা করতে হবে।

খ. বর্তমান পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট নয় কারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম স্থবির নয় বরং গতিশীল, ব্যবসা পরিবর্তনশীলতার সাথে পর্যালোচনা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে ।

৪. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ঃ

ক. ঋণ কেন্দ্রীয়করণ সমস্যার সংকেত দেয়।

খ. সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যাগুলোর উৎস চিহ্নিতকরণ জরুরী ।

গ. ঋণ প্রশাসন/পর্যবেক্ষণ দুর্বলতা।

৫. ঋণ নীতি, আইন ও প্রবিধান এর মূল্যায়ন ঃ

ক. পৃথক ঋণ গুলোর ঋণ নীতি, আইন ও প্রবিধান এর মধ্যে কিনা ?

খ. কোনো আইন লংঘন করা হচ্ছে কিনা ।

গ. এক্ষেত্রে আইন প্রতিপালন না করার প্যাটার্ন রয়েছে কিনা ?

১. ব্যাংকের ঋণ নীতিমালাটি বাস্তব সম্মত নয় বা এটি পরিবর্তন করা উচিত

২. ঋণ কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

৬. লাভজনকতা ও তহবিল ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে পোর্টফোলিও মূল্যায়ন।

ক. প্রতিটি ঋণের পৃথক পৃথক লাভজনকতা নির্ধারণ করা ।

খ. সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ ঋণ পোর্টফোলিও এর লাভজনকতা নির্ধারণ করা ।

৭. ঋণ প্রশাসন ও কর্মকর্তাদের কর্মকান্ড মূল্যায়ন এর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর মনোযোগ নিবন্ধ করতে হবে ঃ

ক. ঋণ নীতিমালা।

খ. ঋণ অনুমোদন পদ্ধতি।

গ. চলমান ঋণ পর্যবেক্ষণ।

ঘ. সমস্যাগ্রস্ত ঋণের প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি।

ঙ. প্রত্যেক ঋণের পৃথক পৃথক পর্যালোচনা ।

প্রয়োজনবোধে নীতিমালা উন্নয়নের জন্যে সুপারিশ করতে হবে। ঋণ পর্যালোচনা শুধুমাত্র ঋণের মানের উন্নয়নের জন্যে নয় বরং ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, ঋণ পোর্টফোলিওর মানের উন্নয়ন, ঋণ পোর্টফোলিওর লাভজনকতার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

গ. ঋণ পর্যালোচনার প্রধান উপাদানসমূহ ঃ

১. উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা

ক. বাস্তবধর্মী

খ. বিশ্বাসযোগ্যতা

ঋণ পর্যালোচনা বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আকারে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সমর্থন যুক্ত হতে হবে। বাস্তবধর্মী অনেকটা জটিল ও সংকটপূর্ণ। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা নির্ধারণ করে থাকে। পাল্টা অভিযোগ/প্রতিকূল অবস্থা ও অবাঞ্ছিত তথ্য না দিয়ে এই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে হতে হবে।

২. বিশ্বাসযোগ্যতা ঃ

বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যাবশ্যক। একটি ভালো ঋণ পর্যালোচনা দল পরামর্শক হিসেবে কাজ করে, সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে ও সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ করে থাকে। ঋণ পর্যালোচনা কর্মীদের যোগ্য এবং অভিজ্ঞ হতে হবে। ঋণ পর্যালোচনা সম্ভাব্য ঋণ কর্মীদের চমৎকার প্রশিক্ষণের উপাদান হিসেবে কাজ করে।

ঘ. সাংগঠনিক ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য সমূহ ঃ

ঋণ পর্যালোচনা সাধারণত স্বাধীন একটি কাজ বা ব্যাংকের সামগ্রিক নিরীক্ষা কাজের একটি অংশ। মূলত এটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নিকট রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। একটি স্বাধীন ঋণ পর্যালোচনা বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুনিষ্ঠতা অর্জন। এই ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, ঋণ পর্যালোচনা কর্মীদেরকে উক্ত কাজে উপযুক্ত হতে হবে এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস যোগ্যতা স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। যদি ঋণ পর্যালোচনা বিভাগের কোনো বিশ্বাস যোগ্যতা না থাকে এবং যদি ঋণগ্রহীতার যোগাযোগ অপ্রতুল হয় তবে এই কার্যক্রমে ভাল ফল আশা করা যায় না।

ঙ. ঋণ পর্যালোচনা কি ভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে ঃ-

- কে, কারা, কখন, কত সময়ের মধ্যে এবং কি পরিমাণ জনবল নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।
- ব্যাংকের সামগ্রিক ঋণ পোর্টফোলিও পর্যালোচনা করতে হবে।
- নুন্যতম ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে তা পর্যালোচনা করতে হবে।
- পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এলোমেলো ভাবে ঋণ স্যাম্পিলিং করতে হবে।

- সন্দেহজনক কেন্দ্রীকরণ শিল্প খাতকে চিহ্নিত এবং পরীক্ষা করতে হবে।
- নির্দিষ্ট আর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট গ্রাহকদেরকে যাচাই বাছাই করতে হবে যেন খেলাপী আয়, সুদ সংবেদনশীল ঋণগ্রহীতার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিল্প খাতের আদর্শ মানকে ছাড়িয়ে যায়।
- যে সকল শাখার ঋণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা রয়েছে এমন সন্দেহভাজন শাখা/কর্মকর্তাদের পরীক্ষা করতে হবে।
- ঋণ পর্যালোচনা ঝুঁকি রেটিং এর ভিত্তিতে পুনারাবৃত্তি করতে হবে। উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন শাখা হলে ঘনঘন ঋণ পর্যালোচনা করতে হবে।
- সংশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে সকল শাখায় সুপারিশ করা হয়েছে তাদেরকে উপযুক্ত মনিটরিং এর মধ্যে রাখতে হবে।
- ঋণ বিভাগের ঋণ পর্যালোচনা সভায় ঋণের মূল্য পরিশোধের সূচি, মূল্য নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনার সময় ঋণ পর্যালোচনা কমিটির সকল সদস্য কে উপস্থিত থাকতে হবে।

চ. ঋণ পর্যালোচনার মূল বিষয় ঃ

পৃথক ঋণ পরীক্ষা করার সময় ৫ টি বিষয় মূল্যায়ন করা উচিৎ ঃ

- ঋণের মান
- ডকুমেন্টেশন/দলিলায়ন
- জামানতি সম্পত্তির দ্রুত নগদায়ন এর ব্যবস্থা
- মূল্য নির্ধারণ এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ
- ঋণের নীতি, আইন ও নিয়ম কানুন এর পরিপালন।

ছ. ঋণের মান ঃ

ঋণের মান ৩ টি মৌলিক প্রশ্ন দ্বারা নির্ণয় করা যায় ঃ

- এই ঋণটি দ্বারা ঋণগ্রহীতা আলাদা কোনো ঝুঁকি অনুভব করেন কি না ?
- শর্তানুযায়ী ঋণের অর্থ ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না ?
- বর্তমান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কি না ?

একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যতটা সম্ভব বৈষয়িক উপাদান ব্যবহার কমাতে হবে। একটি ঋণ পরীক্ষার সময় ঋণ পর্যালোচনার বিষয়টি ঋণগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত ঝুঁকি রেটিং নিশ্চিত করতে হবে নতুবা তা পরিবর্তন এবং উক্ত পরিবর্তন বাস্তবায়ন করতে হবে।

জ. দলিল রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

১) শাখার সকল ঋণ নথিসমূহ শাখার ২য় কর্মকর্তা ও কর্মকর্তা (ক্যাশ)/ক্যাশিয়ারকে যৌথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রতিটি ঋণ নথির সেফ ফাইল ইনডেক্সে ২য় কর্মকর্তা ও কোষাধ্যক্ষ উভয়েই সত্যায়ণ(Authenticate) করবেন।

২) ১.০০ লক্ষ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং সকল আমানত রশিদ (এফডি, আর/সঞ্চয় পত্র ইত্যাদি) সম্বলিত ঋণ নথিসমূহের ইনডেক্স ব্যবস্থাপক কর্তৃক সত্যায়ন করতে হবে।

৩) শাখার চলতি মূলধন ঋণ ও প্রকল্প ঋণের সেফ ফাইল ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তা (ক্যাশ)/ক্যাশিয়ার যৌথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কোন সেফ ফাইল হারালে বা কোন ক্ষতি সংঘটিত হলে ব্যবস্থাপক ২য় কর্মকর্তা ও কর্মকর্তা (ক্যাশ)/ক্যাশিয়ারকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী জবাবদিহি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলী বা নতুন যোগদানের সময় সেফ ফাইল গণনা করে হস্তান্তর/গ্রহণ করতে হবে এবং তা সেফ ফাইল রেজিস্টারে মিলিয়ে দেখতে হবে।

ঋণের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্ত সম্পত্তি, ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত প্রকল্প, প্লেজ ও হাইপোথিকেশনের অধীনে সমস্ত মালামাল, আমদানির অধীন মালামাল এবং যে সমস্ত মালামালের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা হবে তা অবশ্যই বীমা পলিসির আওতায়, ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের যৌথনামে সকল প্রকার ঝুঁকি আবৃত করে বীমা করতে হবে। উক্ত বীমার খরচ ঋণ গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

ঋণ তদারকি ঃ কোন গ্রাহকের অবনতিশীল আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আগাম ধারণা প্রদানের জন্য একটি শক্তিশালী ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মপদ্ধতি অপরিহার্য। যথাযথ ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাঠকর্মী গ্রাহকের অবনতিশীল আর্থিক অবস্থার আগাম বার্তা সম্পর্কে ব্যবস্থাপককে অবহিত করবেন। এতদব্যতীত নিম্নোক্ত অবস্থার উদ্ভব ঘটলে মাঠকর্মী কর্তৃক দ্রুত ব্যবস্থাপককে অবহিত করতে হবে।

১. ঋণের শর্ত ভঙ্গ করলে;
২. সুদ বকেয়া থাকলে;

৩. কিস্তি বকেয়া থাকলে;
৪. সীমাতিরিক্ত উত্তোলন থাকলে;
৫. ট্রেড বিল বাকী থাকলে।

ঋণের শর্তাবলী পরিপালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে যথাযথ তদারকি এবং নিয়মিত আর্থিক বিবরনী সংগ্রহপূর্বক তা বিশ্লেষন করে প্রত্যাশিত অবস্থা বিরাজ করছে মর্মে নিশ্চিত করতে হবে।ব্যাংকের নিজস্ব নিয়মিত পরিদর্শন, বাণিজ্যিক পরিদর্শন, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন বা অন্য কোন পরিদর্শনে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সংশোধন করে ।

ঝ. জামানতি সম্পত্তির দ্রুত মূল্য নগদায়ন ঃ

জামানতি সম্পত্তির প্রাসঙ্গিক মূল্য হলো উক্ত সম্পত্তি কি দামে নগদায়ন করা যায়। কারণ ঋণটি পরিশোধ করার জন্য পর্যাপ্ত নগদ অর্থের প্রয়োজনে জামানত দরকার। জামানতি সম্পত্তির বহিঃমূল্য অর্থহীন। ঋণের জামানত গ্রহণের/ সম্পর্কিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ঋণ পর্যালোচনা করতে হবে, যাদের জামানতি সম্পত্তি সম্পর্কে কিভাবে নগদায়ন করতে হয় সে জ্ঞান আছে

তাদেরকে এই কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখতে হবে। বাস্তবভিত্তিক জামানত গ্রহণকালে তৃতীয়পক্ষের মতামত অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে গ্রহণ করতে হবে যাতে দায়িত্বশীলতার সহিত ঋণ জামানত সম্পর্ক ঋণদাতা দ্বারা পরিচালিত হয় ।

৬.০৩ঃ <u>সমস্যাগ্রস্থ সম্পদ সময়মত চিহ্নিত করণঃ</u>

সাধারণ মান অনুযায়ী জামানত বা জামানত বিহীন মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ও অন্যান্য কারণে একক ঋণ বা সমষ্টিগত ঋণের প্রভিশন প্রবল ভাবে অপর্যাপ্ত থেকে যায় কিন্তু সমস্যাগ্রস্থ ঋণ চিহ্নিতকরণ ও পর্যাপ্ত প্রভিশন রাখার প্রয়োজন ছিল। আন্তর্জাতিক আর্থিক হিসাবে মান ও আর্থিক সম্পদের পরিমাণ শ্রেণীবিন্যাসের উপর প্রভিশন রাখা জরুরী।

ব্যাংক যখন তার ঋণসমূহ পর্যালোচনা ও শ্রেণীবিন্যাস করে তখন ঐ সমস্ত ঋণ গ্রহীতাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিৎ। যাতে তারা ভবিষ্যতে আর্থিক সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, শিল্প ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাষ্টার সার্কুলার-১৪ তারিখ ২৩-০৯-২০১২ বিষয় "ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রভিশনিং" সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

আরো নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে একটি ঋণ কিভাবে সমস্যাগ্রস্থ ঋণে পরিণত হয় তা নিম্নলিখিত সতর্কতা সংকেতসমূহ থেকে ব্যাংক পূর্বাভাস হিসাবে বিবেচনা করতে পারেঃ

ক. দলিলায়নে দুর্বলতা (Documentation Weakness) ঃ

- উপযুক্ত সরকারী বিভাগের সহিত জামানতি চুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি দায়ের করতে ব্যর্থ হওয়া।
- জামানতি সম্পত্তি হস্তান্তরে সমস্যা।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ যুক্ত গ্যারান্টি গ্রহণ করা।
- আইনগত অবস্থার পরিবর্তন হওয়া।
- অনুনোমোদিত কর্পোরেট/ অংশীদারের স্বাক্ষর না নেয়া/ সম্পাদন না করা।

খ. জামানতি সম্পত্তির ক্ষয় (Collateral Deterioration) ঃ

- বাজার কেন্দ্রিক জামানতি সম্পত্তির মূল্য পরিবর্তন।
- সুদের হার বৃদ্ধির কারণে আবাসন খাতে বিনিয়োগ কম।
- প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।
- অফিস সরঞ্জাম ও মজুদ মালের অবচয় হার বৃদ্ধি।
- আবাসন খাতে কর হার বৃদ্ধি।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
- জামানতি সম্পত্তির/ সম্পদের পচন বা অপব্যবহার।

গ. ঋণ সম্প্রসারিতকরণ ও ঋণের লাইন এর সর্বোচ্চ ব্যবহার ঃ

- ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক প্রতি মাসে ঋণের লাইন সর্বোচ্চ ব্যবহার।
- ঋণ চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক লেনদেনে ব্যর্থতা।
- আসল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থতা বা বিলম্ব করণ।
- ওভার ড্রাফটের ব্যবহার/ চলতি হিসাবে ব্যালেন্স না থাকা।
- অন্যান্য ঋণ দাতার নিকট ঋণের অনুসন্ধান।
- হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পরিবর্তন।

ঘ. সমস্যাগ্রস্থ ঋণের অন্যান্য ইঙ্গিত ঃ

- আর্থিক বিবরণী প্রাপ্তিতে বিলম্ব।
- ব্যবস্থাপকীয়/ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা/ বিলম্ব।
- উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পদত্যাগ/ পরিবর্তন।
- উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃক টেলিফোন না ধরা বা ফেরত কল না দেওয়া।

৬.০৪ঃ ঋণ ঝুঁকি পরিচালনায় প্রভিশন এর ভূমিকা ঃ

ঋণ ক্ষতির প্রভিশন এন্ট্রিটি ব্যাংকের ব্যালেন্সশীটের দায়ের দিকে প্রদর্শন করা হয়। প্রত্যেকটি ঋণের প্রত্যাশিত ক্ষতির যোগফলই এই প্রভিশনে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ প্রভিশনিং প্রয়োগ করা হয় ঋণ পোর্টফলিও এর অশ্রেণীকৃত ঋণ, এসএমএ ঋণের হিসাবে যা ভবিষ্যতে নিম্নগামী হবে বলে মনে করা হয় এবং ঐ সমস্ত ঋণ হিসাবের উপর নির্দিষ্ট হারে প্রভিশন করতে হয়। শ্রেণীকৃত ঋণ পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি হিসাবে প্রত্যাশিত লোকসান হিসাবায়ন করে নির্দিষ্ট হারে প্রভিশন রাখতে হয়। স্থিতিপত্রের লাভ-ক্ষতির বিবরণীর মোট আয় হতে ঋণের ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত অংশটি বাদ দেওয়া হয় যা আমরা প্রভিশন হিসাবে জানি। এই প্রভিশন ঋণের ঝুঁকি পরিচালনায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। নির্ভুলভাবে প্রভিশন করা ছাড়া নির্দিষ্ট ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিবেচনা/ সমন্বয়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগ লাভজনক কিনা তা পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। ব্যাংকের তহবিল এই সমস্ত অলাভজনক কার্যক্রমে খরচ না করে আরো লাভজনক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা যেত। যদি ঋণের অতিমূল্যায়ন করা হয় তবে ব্যাংকের স্থিতিপত্রে মূলধনও অতি মূল্যায়িত হবে। ফলে ব্যাংকের দূর্লভ আর্থিক সম্পদ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম যার সাথে মূলধনের সম্পর্ক আছে তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে। পর্ষদ ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রভিশনিং সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। কারণ এই প্রভিশনিং ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী অর্জনে বিরাট প্রভাব ফেলে।

অধ্যায় -০৭
ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি

৭.০১ঃ ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) ঃ

ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) সময়োপযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাংকের ঋণ পোর্টফোলিও এর খাত ভিত্তিক/ খন্ডিত অংশ পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে মানসম্পন্ন নির্ভুল তথ্য প্রেরণ করবে, যাতে করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কি কি ঝুঁকি আছে তা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঋণ ব্যবসায় মুনাফার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। ব্যাংকে অবশ্যই সঠিক ও নির্ভুল ডাটাবেইস থাকতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে। এই ডাটাবেইজে সকল জামানতি সম্পত্তির ও নিরাপত্তা ইনস্ট্রুমেন্টের সকল তথ্য থাকবে/ তথ্য ধারণ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ঋণ নির্দেশনা ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি (MIS) ও ঋণের মান ও মডেল উন্নয়ন সহজতর করার জন্য যখনই প্রয়োজন হবে তখনই পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.০২ঃ Booking Management Information System ঃ

১. আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ
২. আবেদনপত্র অনুমোদন/প্রত্যাখ্যান
৩. অনুমোদন হার ও গড় ঋণ অনুমোদন স্কোর সীমা
৪. নতুন ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ
৫. ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ তথ্য
৬. ঋণ আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ লিপিবদ্ধকরণ
৭. ঋণ বাতিলের উচ্চ হার/নীতি বাতিল করা

৭.০৩ঃ পোর্টফলিও MIS ঃ

১. সীমা হ্রাস/ বৃদ্ধি ও নবায়ন
২. অব্যবহৃত ও অনুত্তোলিত ঋণের পরিমাণ
৩. ক্ষয় (ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক)
৪. নীট সুদের আয় %, নীট ফি আয় %, পরিচালনাগত মুনাফা, ব্যবসায়িক আয়, ঝুঁকি সহ আয় ফেরতের হার (এগুলো পুরো পোর্টফলিও এর জন্য ব্যবহৃত হবে)
৫. প্রথমবারের মতো খেলাপি
৬. ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহকদের Exposure
৭. প্রারম্ভিক সতর্কতা রিপোর্টিং, শ্রেণীকৃত ঋণের রিপোর্টিং, ঋণ খেলাপি, যে সমস্ত ঋণের জামানতের মূল্য বিচ্যুতি হয়েছে তার বিবরণী
৮. বার্ষিক বিবরণী বিশ্লেষণ ও একাউন্ট বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা (মাস ভিত্তিক)
৯. মোট ঋণ অবলোপন, নতুন প্রভিশন যোগ, আদায়, নীট কু-ঋণ, প্রভিশন ব্যালেন্স
১০. বন্ধকি সম্পত্তির পুণর্দখলের অধিকার করার বিবরণী
১১. পরিবেশগত কারণে NPL হয়েছে তার Data base
১২. সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি রেটিং ভিত্তিক গ্রাহকদের বিভাজন
১৩. সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি রেটিং ভিত্তিক গ্রাহকদের পোর্টফলিওর ডাটাবেইজ/MIS
১৪. মাসিক ভিত্তিতে Loan set off এর তথ্য সংগ্রহকরণ ও কারণ বিশেষণ
১৫. DLA এর ভিত্তিতে ঋণের কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন

৭.০৪ঃ Segmentation of MIS ঃ

ব্যাংকের একক ঋণ বা সম্পূর্ণ পোর্টফোলিওটির নিম্নলিখিত নির্দেশক অনুযায়ী প্রয়োজনের ভিত্তিতে বা প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে ।

১. মূল ঋণের পরিমাণ বা ঋণের খাত অনুযায়ী
২. কোর রিস্ক এর ভিত্তিতে
৩. ঋণের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে
৪. জামানতের ভিত্তিতে (আংশিক/সম্পূর্ণ/নাই)
৫. ঋণ গ্রহিতার প্রোফাইলের ভিত্তিতে
৬. ঋণের দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে
৭. ঋণের আকার ও গুরুত্ব অনুযায়ী
৮. ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে
৯. ব্যাংক ঋণ গ্রহিতার সম্পর্ক Turnover এর ভিত্তিতে

১০. SBS code অনুযায়ী শিল্পের ভিত্তিতে
১১. খাত ভিত্তিক / শিল্প ভিত্তিক/ পণ্য ভিত্তিক ঋণ অনুমোদন বনাম সদ্ব্যবহার বনাম ঋণ স্থিতি
১২. অনুমোদনযোগ্য সীমার সদ্ব্যবহার (মেয়াদী ঋণ/ চলতি মূলধন)
১৩. ঝুঁকি নির্ভর কর্মক্ষমতার নিরীক্ষণ
১৪. বিভিন্ন গ্রাহকদের গ্রুপ ভিত্তিক কর্মক্ষমতার রিপোর্ট
১৫. ক্রেডিট টেস্ট রিপোর্ট
১৬. পণ্য ভিত্তিক প্রচারাভিযান রিপোর্ট

সকল সূচক এর তুলনা এবং পর্যালোচনা, অতীতের কর্মক্ষমতা, প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রতিযোগিতার মাত্রা ভিত্তিক হবে। প্রকৃত কর্মক্ষমতা ও সংশোধিত প্রত্যাশা অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্য পূর্বাভাস হালনাগাদ করতে হবে।

৭.০৫ঃ ঋণের প্রকার, গ্রাহকদের প্রকার, প্রকৃতি, রেটিং গ্রেড, শিল্প বা সেক্টর অনুযায়ী, জামানতের ধরণ অনুযায়ী পৃথক পৃথক ঋণ কেন্দ্রীকরণ, দৃষ্টিগোচর করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা/ তথ্য সংগ্রহকরণ ঃ

ব্যাংক তার প্রয়োজনে সমস্ত ঋণের প্রকার, গ্রাহকদের প্রকৃতি, রেটিং গ্রেড, শিল্প বা সেক্টর অনুযায়ী, জামানতের ধরণ অনুযায়ী পৃথক পৃথক ঋণ কেন্দ্রীকরণ করার জন্য সকল তথ্য আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজন মোতাবেক তথ্য ব্যবহার করে পৃথক পৃথক ঋণ কেন্দ্রীকরণ করতে পারে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর কারণে যে ঋণ বিভাজন জনিত ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হয় তা অবগত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ঋণের প্রকার ও সকল খাতের মাধ্যমে ঋণ পোর্টফোলিওর বিভক্ত করে খাত/ প্রকার ভিত্তিক যে ঋণ ক্ষতি হয় তা ব্যাংক অবশ্যই সংরক্ষণ করবে। ডাটাবেজ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে নিম্নলিখিত তিনটি কারণেঃ-

১. প্রত্যাশিত ক্ষতি হ্রাসের জন্য ঋণ প্রভিশন ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের সময় ভালোভাবে অনুমান করা।
২. ঐতিহাসিকভাবে যে সকল খাতে ঋণ প্রদান অলাভজনক সেসব খাতে ঋণ দেয়া থেকে পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বিরত রাখা।
৩. ব্যাসেল-৩ অনুযায়ী রিস্ক ওয়েটেড এ্যাসেট নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে Internal Rating Based Approach অনুসরণ করতে হবে। অর্থনৈতিক মূলধন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে ব্যাংক ও সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার হিসাবায়ন করতে হবে। ব্যাংক অবশ্যই ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খাত ভিত্তিক ঋণ ও শিল্প ভিত্তিক নিম্নলিখিত তথ্য সংরক্ষণ করবেঃ-

i. ত্রৈমাসিক ভিত্তিক কি পরিমাণ মূল টাকা ঋণ অবলোপন করা হয়েছে (পুঁঞ্জিভুত প্রাপ্য সুদ বাদ দিয়ে)।
ii. ত্রৈমাসিক এ বন্ধ হওয়া অবলোপনকৃত ঋণের সাথে সম্পর্কিত জামানতি সম্পত্তির মূল্য অনুমান করা, উপবিভাজনে বিভক্ত করতে হবে ঃ-

ক. জামানতি সম্পত্তি যা ইতোমধ্যে ব্যাংক পুণর্দখল করেছে।
খ. জামানতি সম্পত্তি যা ইতোমধ্যে ব্যাংক পুণর্দখল করতে পারেনি।
গ. অবলোপনকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রভিশন যা অবলোপনের সময় বাদ দেয়া হয়েছে।
ঘ. ত্রৈমাসিক শেষে অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়।
ঙ. ব্যাংকের দখলকৃত জামানতি সম্পত্তি বিক্রয় করায় লাভ অথবা ক্ষতি।

৭.০৬ঃ Periodic Stress Testing :

Stress Testing হলো ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি সক্রিয় উপাদান যার মাধ্যমে পৃথক পৃথক ঋণ ও সামগ্রিক ঋণ পোর্টফোলিও বিভিন্ন শর্তাবলীতে ব্যবসার ঋণ ঝুঁকি সক্ষমতা নির্ণয় করা যায়। Stress Testing এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তন হয় তা জানা যায়।

এ ধরণের বিশ্লেষণের ফলাফল ব্যাংকের পর্যাপ্ত প্রভিশনিং ও মূলধন সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। ব্যাংকের সংকটকালিন সময়ে যে সকল খাতের ঋণের ঝুঁকি ধরা পরে নাই সেক্ষেত্রে Stress Testing ভালো ফলাফল প্রদান করে।

ব্যাংকের Stress Testing করার সময় যে সকল সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিতঃ

- উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বা শিল্প খাতের নিম্নগামিতা
- প্রতিকূল বাজার ঝুঁকি ঘটনা ও
- প্রতিকূল তারল্য অবস্থা

ব্যাংকের শিল্পখাতে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শিল্পভিত্তিক খাত থাকা উচিত যাদের নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা/ হালনাগাদ করতে হবে। Stress Testing রিপোর্টটি একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা দ্বারা অনুসৃত হবে যেখানে সংশোধনমূলক কর্মের সুপারিশ থাকবে। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে Stress Testing রিপোর্ট ও সম্ভাব্য পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করবে। ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনায় এবং প্রভিশনিং সীমা নির্ধারণে এই রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট হিসেবে কাজ করবে।

৭.০৭ ঃ ঋণ নীতি, কর্তৃপক্ষ, সীমা, প্রয়োজনীয় ঋণ বৃদ্ধির সমন্বয়করণের ঋণ ক্ষতি নির্ধারণ মাত্রার ভূমিকাঃ

যদিও এগুলো প্রাথমিকভাবে বাজার ঝুঁকি, ব্যবসার ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ সীমা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয় তদুপরি ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। যখন খন্ড খন্ড পোর্টফোলিওতে ক্ষতি হয় তখনকার অভিজ্ঞতায় MIS যেন পর্ষদ এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেয় যে এই খাতে ঋণ প্রদানে এই জাতীয় ক্ষতি হতে পারে। যাতে কর্তৃপক্ষ অবগত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে এই খাতে ঋণের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঋণের প্রবাহ থাকবে না, বন্ধ করবে।

অধ্যায়-৮

সমস্যাগ্রস্থ সম্পদের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

সমস্যাগ্রস্থ ঋণ, ঋণের একটি নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবি পরিণতি। যখনই একটি ঋণ প্রদান করা হয় তখনই যে কোনো একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান কঠিন হয়ে পরতে পারে। ব্যাংকের ঋণ কর্মকর্তাদের ভুলের কারণে প্রায়ই বাণিজ্যিক ঋণের ত্রুটি শুরু হয়ঃ-যেমন ঋণ গ্রহীতার চরিত্র ভুলভাবে নির্ধারণ, স্প্রেড এর ভুল ব্যাখ্যা করণ, ঋণ গ্রহিতার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করা। এইসব কারণে সমস্যাগ্রস্থ ঋণের সৃষ্টি হয় কাজেই এই কারণগুলো কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.০১ঃ ঋণ গ্রহিতার সহিত যোগাযোগঃ

যখন একটি ঋণকে সম্ভাব্য সমস্যাগ্রস্থ ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তখন একজন ব্যাংক কর্মকর্তাকে নিম্নলিখিত ধাপ সমূহ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে ঃ

১. ঋণ গ্রহিতাদের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ।
২. সমস্যাগ্রস্থ ঋণের বিষয়ে অবগত হয়ে সংলাপের তারিখ দ্রুত ঠিক করণ।
৩. সমস্যা নিয়ে আলোচনা, সমস্যার বিকল্প সমাধান স্থিরকরণ, গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা স্থির করা।
৪. ঋণ প্রদানকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, মাসিক আর্থিক বিবরণীতে কি অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন ঋণ গ্রহিতা তা অবশ্যই সরবরাহ করবে যা ব্যাংকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি চিহ্নিত করে তা সামাল দিবে।
৫. ঋণ গ্রহিতা সমস্যার সমাধানে অবশ্যই অন্তর্বর্তীকালিন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঋণ গ্রহিতার নিকট বিভিন্ন দলিলাদির শর্ত লঙ্ঘন চিহ্নিত করে পত্র দেওয়াই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহিতা চিঠি পাওয়ার পর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তার কারণে ভুল হয়েছে তা অস্বীকার করেন আর যদি ভুল হয়েও থাকে তাহলে সময়ের পরে নিজেই সংশোধন করবেন। এর পরিবর্তে ঋণ গ্রহিতাকে ব্যাংকের উদ্বেগ জানিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সভা করার জন্য ডাকতে পারেন।

৮.০২ঃ ঋণ ঝুঁকি পরিচালনা করার একটি উপায় হিসেবে পুনঃতফসিলিকরণের উপযুক্ততাঃ

একটি বিরল পরিস্থিতিতে একজন ঋণ গ্রহিতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজেকে একটি আর্থিক সংকটের মধ্যে খুজে পেতে পারেন। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ হলো বর্তমানে সমস্যাগ্রস্থ ঋণ পরিস্থিতি মোকাবেলা যথাযথভাবে করার জন্য ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের জন্য একটি লম্বা সময় টেনে খুঁজে বের করা। শুধুমাত্র যদি ব্যাংক মনে করে ঋণ গ্রহিতা চুক্তি অনুযায়ী পুনঃ নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আসল ও সুদ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। ব্যাংকের কোনভাবেই সন্দেহ থাকবেনা যে পুনঃতফসিলিকরণ বিষয়টি ঋণ গ্রহিতা সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন। এতে ঋণ গ্রহিতার সম্মতি ও দীর্ঘ সময় ধরে ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা থাকতে হবে।

৮.০৩ঃ ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার/ ঋণ ঝুঁকি পরিচালনার পন্থা/ উপায় হিসেবে পুনর্গঠনের উপযুক্ততাঃ

যদি ঋণ গ্রহিতার আর্থিক সংকট সাময়িক সময়ের তুলনায় আরও বেশি সময়ের জন্য স্থায়ী হয় এবং ঋণের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহ বর্তমান মূল্যের চেয়ে সর্বাধিকরণ হয় তাহলে ঋণ গ্রহিতার যুক্তিসংগত কাজ হবে ঋণটি পুনর্গঠন করা। পুনঃতফসিলিকরণ হিসেবে ব্যাংকের কোনো ঋণ পুণর্বিণ্যাস করা উচিত নয় যদি ব্যাংক নিশ্চিত না থাকে যে ঋণ গ্রহিতা ঋণ পুনর্গঠনের সকল শর্ত পূরণ করতে পারবেনা। সকল ঋণ পুনর্গঠন এর ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নিদের্শনা মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.০৪ঃ ঋণ আদায়ঃ

ব্যাংক তার ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে নীতি/ পরামর্শ/ নির্দেশনা প্রদান করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ আদায় কার্যক্রম বেগবান করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবেঃ-

- ঋণ আদায় পরিকল্পনা নির্ধারণ/ আদায় কৌশল নির্ধারণ।
- সর্বোচ্চ ঋণ আদায় এর জন্য বিকল্প সকল পথ অনুসরণ করতে হবে।
- প্রকৃত এবং প্রত্যাশিত ঋণ আদায় জনিত ক্ষতির বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণের প্রভিশন রাখা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রেণিকৃত ঋণ/ যেসকল ঋণের উপর সুদ আদায়/ হিসাবায়ন করা যায়না সেসকল হিসাবগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।

সমস্যাগ্রস্থ ঋণ সমূহের ব্যবস্থাপনা একটি গতিশীল প্রক্রিয়ায় হতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রভিশন রাখার বিষয়টি নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। ঋণ ক্ষতির অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা নিয়ে ঋণদান নির্দেশিকা হালনাগাদ রাখতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের একজন মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বাধীনে ঋণ আদায় মহাবিভাগ ব্যাংকের ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। মনোনীত মহাব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণে ঋণ আদায় বিভাগ রয়েছে। বৎসরের শুরুতে ঋণ আদায়ের জন্য একটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেয়া হয়। লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ডিসেম্বর ভিত্তিক সম্ভাব্য শ্রেণিযোগ্য (WCL-1) এবং জুন ভিত্তিক সম্ভাব্য শ্রেণিযোগ্য (WCL-2) ঋণের ১০০% এবং শ্রেণিকৃত ঋণের ন্যূনতম ২৫%। এ উদ্দেশ্যে ঋণ আদায় বিভাগ হতে জারীকৃত ঋণ আদায় কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঋণ আদায় বৃদ্ধির জন্য নিম্নেবর্ণিত কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবেঃ-

১. ঋণ গ্রহিতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ/ নোটিশ প্রদান;
২. টাস্কফোর্স কার্যক্রম;
৩. সম্মেলন/ গ্রাহক সমাবেশ;
৪. ঋণ আদায় মেলা;
৫. হালখাতা কার্যক্রম;
৬. মধুমেলা কার্যক্রম;
৭. আগাম সতর্ক বার্তা কার্যক্রম;
৮. নতুন উদ্ভাবিত আদায় কৌশল।

ঋণ আদায় কার্যক্রম সুষ্ঠ ও পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্য পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলোঃ-

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশ, লিগ্যাল নোটিশ, বিশেষ নোটিশ জারি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করা। প্রয়োজনবোধে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক ও টিএনও এর স্বাক্ষরিত বিশেষ নোটিশ জারি করা।

(খ) ঋণ গ্রহিতাদের নিয়মিত ও সময়মত ঋণ পরিশোধ করলে রিবেট সুবিধা সম্পর্কে জানানো।

(গ) ডিউডেট রেজিষ্টার সংরক্ষণের মাধ্যমে ঋণ আদায় কার্যক্রম ফলোআপ করা।

(ঘ) ঋণ বিতরনের জন্য প্রত্যেক শাখায় ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে বুথ খোলা হয়েছে। বুথের মাধ্যমে যেভাবে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে অনুরূপভাবে বুথের মাধ্যমে সাপ্তাহিক ভাবে মাঠকর্মী কর্তৃক উপস্থিত থেকে ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) জেলা/ থানা কৃষি ঋণ কমিটিতে শাখা ব্যবস্থাপক নিয়মিত উপস্থিত হয়ে ঋণ আদায়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(চ) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যেমনি জেলা প্রশাসক, থানা/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউ. পি চেয়ারম্যান/ সদস্য এর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছিল তেমনি ভাবে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা।

(ছ) প্রতিটি খেলাপি ঋণ গ্রহিতার নিকট হতে প্রতিবার যোগাযোগের সময় কিছু না কিছু টাকা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

(জ) দীর্ঘ দিনের পুরাতন খেলাপি খাতকগণের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জ্ঞাত করে তাদেরকে ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করা ।

(ঝ) পুরানো ঋণ আদায় করে ভালো ঋণ গ্রহিতাদেরকে দ্রুত পুনঃঋণ বিতরণ করতে হবে।

(ঞ) তামাদি রোধকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ট) ঋণ পরিশোধে অস্বচ্ছল ঋণ গ্রহিতাগণ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক সুদ মওকুফের সুবিধা প্রদান পূর্বক তাদের নিকট আটকে থাকা ঋণ আদায়/নিষ্পত্তি করা।

(ঠ) ব্যাংকের যে সকল কৃষি ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং "কু" ও মন্দ ঋণ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসিত হয়ে আটকা পড়ে আছে এবং প্রযোজ্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা স্বত্তেও যেগুলি দীর্ঘদিন অনাদায়ী রয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবিকভাবে আদায় হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সেগুলি অবলোপন নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ড) ঋণ আদায়ে পিছিয়ে পড়া এলাকায় আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক ব্যক্তিগতভাবে ভ্রমণ করবেন।

(ঢ) ঋণ বিতরণে পিছিয়ে পড়া মুখ্য খাত/ উপ-খাত চিহ্নিতকরণ পূর্বক উহার বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় থেকে আদায় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিধারণে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

(ণ) প্রতি সপ্তাহের শেষে আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের নিকট মাঠ কর্মীদের সাপ্তাহিক কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে যা আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক তদারক করতে হবে।

ত) দায়েরকৃত অনিস্পন্ন মোকদ্দমা দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে আদালতের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রচলিত নিয়মে ঋণ আদায় না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আদালতে অনিস্পন্ন মোকদ্দমা যাতে খারিজ না হয়ে যায় সে দিকে বিশেষ নজর দেয়া এবং ব্যাংকের পক্ষে রায় গ্রহণে সচেষ্ট থাকা।

(থ) ভুয়া ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সনাক্তকারীদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। তাতেও আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া না গেলে ৪০৬/৪২০ ধারায় ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকা/আদায়১(৩৮)/০৪-০৫/৫৭৩(১৩০০) তারিখ ০৪.০৯.২০০৪ এর নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

(দ) ঋণ আদায়ে প্রয়োজনবোধে দেউলিয়া বিষয়ক আইন ১৯৯৭ ও দেউলিয়া বিষয়ক বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে।

(ধ) প্রচলিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় খাতকের নিকট থেকে ঋণ আদায় করা সম্ভব না হলে আদায়ের সর্বশেষ পন্থা হিসাবে আটকে পড়াা মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মোকদ্দমা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ণ) সাধারণতঃ বড় বড় খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে কেইস টু কেইস ভিত্তিক ''মেরিট" বিবেচনায় এনে সার্টিফিকেট মামলা পরিহার পূর্বক অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮.০৫ঃ আগাম সর্তকতা (Early Alert Process) ঃ

যে সকল ঋণ হিসাবসমূহে ঝুঁকি হ্রাস ও আদায় নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী তদারকি ও কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশনা পরিপালন করা আবশ্যক সে সব হিসাবকে আগাম সতর্কতামূলক হিসাব নামে চিহ্নিত করা হয়। এ হিসাবগুলো পরবর্তী/ আগামী এক বৎসরের মধ্যে ক্ষতির পর্যায়ে শ্রেণিকৃত হতে পারে। ত্বরিৎ সমস্যা চিহ্নিত করা, তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করা সহ ঋণ গ্রহিতার অবস্থা উন্নয়নের/ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ কাজটি শাখা ব্যবস্থাপককেই করতে হবে।

বড় বড় ঋণ কেইসের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমেটে আগাম সতর্কতা রিপোর্ট তৈরি করে ৭ দিনের মধ্যে মূখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

১. WCL-1 ঋণ আদায় না হলে ডিসেম্বর ভিত্তিক শ্রেণীকৃত হয়ে যাবে এমন ঋণ চিহ্নিত করে লেজার ফলিওতে WCL-1 মার্ক করতে হবে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

2. WCL-2 ঋণ আদায় না হলে জুন ভিত্তিক শ্রেণিকৃত হয়ে যাবে এমন ঋণ চিহ্নিত করে লেজার ফলিওতে WCL-2 মার্ক করতে হবে এবং জুন মাসের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

৩. বিশেষ চিহ্নিত হিসাব (Special Mention Account) ঃ যে সকল ঋণ বা ঋণের কিস্তি ৯০ দিনের অধিক মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় আছে এ সকল হিসাব চিহ্নিত করে উপরোক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণিভুক্ত যাতে না হয় সেজন্য আদায় করে ফেলতে হবে।

প্রত্যেক শাখা ব্যবস্থাপককে এ সকল আগাম সতর্কতামূলক ঋণ হিসাব চিহ্নিত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে, প্রত্যেক ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ দেয় তারিখের কমপক্ষে ২ মাস আগে ব্যক্তিগত ও পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আগাম সতর্কতার উপসর্গগুলো নিম্নরূপঃ

* শর্ত ভঙ্গ
* বাজারে ব্যবসা হারানোর গুজব
* সংশ্লিষ্ট শিল্পে ব্যবসা হারানো
* মালিক পক্ষের ঋণ পরিশোধে অনীহা
* ম্যানেজমেন্টের বিশেষ দুবর্লতা, যেমন প্রধান ব্যক্তির সুইচ ওভার ইত্যাদি।

৮.০৬ঃ NPL বা খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা ঃ

নিয়মিত ঋণ বা নন পারফরমিং (NPL) ঋণে পরিণত হওয়া ব্যাংকের জন্য কোনভাবেই কাম্য নয়। নিয়মিত ঋণ নন পারফরমিং (NPL) ঋণে পরিণত হলে এসব ঋণের সুদ আয় খাতে নেয়া যায় না, ফলে একদিকে ব্যাংকের আয় হ্রাস পায় অন্যদিকে নন পারফরমিং ঋণে পরিণত হলে এসব ঋণের সুদ আয় খাতে নেয়া যায় না, ফলে একদিকে ব্যাংকের আয় হ্রাস পায় অন্যদিকে নন পারফরমিং ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় যার ফলে নীট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়। এসকল কারণে NPL বা খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা সামগ্রিক ঋণ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গতিশীল এবং কার্যকর NPL বা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ঋণ আদায় কৌশল প্রয়োগ করে খেলাপী ঋণকে নিয়মিত করে নিয়মিত ঋণে পরিণত করাই NPL ব্যবস্থাপনার মূল কাজ। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. Exit পদ্ধতিতে (সুদ মওকুফ করে) আদায়।

খ. অর্থঋণ আদালত বা অন্যান্য আদালতের রায় গ্রহণ করে আদায়।

গ. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত নীতিমালার আওতায় পুনঃতফসিল করা।

ঘ. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য আদায় পদ্ধতি, যেমনঃ ADR-Alternative Dispute Resolution এর মাধ্যমে আদায়।

৮.০৭ঃ ঋণ শ্রেণিকরণ এবং স্থগিত সুদ (Interest Suspense) হিসাবায়ন ঃ

"প্রবলেম লোন" সনাক্তকরণের লক্ষ্যে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাসে কমপক্ষে একবার ঋণ হিসাবসমূহ শাখা কর্তৃক পর্যালোচনা করতে হবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যথাযথভাবে ঋণ শ্রেণীকরণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ কর্তৃক শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংরক্ষিত প্রভিশনের ভাউচার পাস করতে হবে। ঋণ শ্রেণীকরণ ও স্থগিত সুদ (Interest Suspense) হিসাবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৮.০৮ঃ ঋণ আদায় পুরস্কার ও উৎসাহ প্রদানঃ

খেলাপি ঋণ আদায়ে সরকার/ বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত (যদি থাকে) পুরস্কার/ উৎসাহ প্রদানের নীতি অব্যাহত থাকবে।

৮.০৯ঃ ঋণ অবলোপন, পুনরাধিকার এবং জামানতি সম্পত্তির মালিকানাসত্ত্ব ঃ

ব্যাংক যখন একটি ঋণ হিসাব আর আদায়যোগ্য হবে না বলে বিবেচনা করে তখন হিসাবটি অবলোপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (ঋণের পরিমাণ ব্যালেন্স শীটের সম্পদ অংশ থেকে বাদ দিয়ে একটি ব্যয় হিসাবে দেখানো হয় এবং প্রভিশনের বিপরীতে এটি সমন্বয় করা হয়)। ঋণ পণ্যের উপর নির্ভর করে ঋণ অবলোপন বিষয়টি পরিবর্তিত হতে পারে এবং কমপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা সমূহ অনুসরণ পূর্বক অবলোপন করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ অবলোপন এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

যখন জামানতি সম্পত্তি সমূহ নিরূপিত (Realize) হয় এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় তখন ঋণ অবলোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা বোর্ড কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে। ঋণ অবলোপনের সময় প্রভিশন রাখতে হবে অথবা লাভ-ক্ষতি হিসাব হতে বাদ দিতে হবে। গুদামে রক্ষিত পণ্যের উচ্চ বাজার মূল্য না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখা সঠিক পদ্ধতি নয় কিন্তু পণ্যসমূহ সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এই ধরণের নিষ্পত্তি পদ্ধতি ক্রমাগত ভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। সম্পত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুযায়ী হবে এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আইন পরিপালন করতে হবে। নিষ্পত্তি নীতির ক্ষেত্রে সম্পত্তি পুনরাধিকার করার জন্য একটি সুসংগঠিত বিভাগ থাকবে এবং তার সাথে আইন বিভাগ ও ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ সহায়তা করবে। সম্পত্তি পুনরাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাংক অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে সম্পত্তির মূল্য রক্ষার্থে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) সম্পত্তির নিষ্পত্তি তখনই শুরু হবে যখন সেই সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত হবে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবেঃ

১. যখন ঋণ গ্রহিতা স্বেচ্ছায় তার সম্পদ সমর্পণ করে অথবা ব্যাংক কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহিতার নিকট হতে সম্মতি আদায় করা হয়।

২. ব্যাংক আইনগতভাবে বা অন্য কোন উপায়ে যখন কোন সম্পত্তি দখল করে এবং সম্পত্তির সকল মালিকানা ব্যাংকের নামে স্থানান্তর করা হয় এবং ব্যাংকের নামে নিবন্ধন করা হয়।

৩. অর্জিত সম্পদ একটি নির্দিষ্ট নূন্যতম সময়ের মধ্যে অধিগ্রহণ বা পুনরাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ।

৪. সম্পত্তি হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সহ সকল আপেক্ষিক খরচ নূন্যতম রাখতে হবে।

৫. ব্যাংকের দখলকৃত সম্পত্তিটি যথাশীঘ্র বাজার দরে রূপান্তর করতে হবে বা নগদায়ন করতে হবে।

যদিও সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা (ট্রেডিং) বা ব্যবস্থাপনার কাজ ব্যাংকের মূল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় তথাপি ব্যাংকের নিজস্ব কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে, ব্যাংকের ঋণ আদায়ের স্বার্থে, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ও ব্যাংকের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য এ ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়।

(খ) প্রয়োজনীয় বিবরণী প্রেরণ ও অনুশাসন পরিপালন ঃ

ঋণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করতে হবে। এ ছাড়াও মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকে সঠিক সময়ে সঠিক ফরম্যাটে চাহিত ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। অনুমোদিত সেবা প্রদানকারী তৃতীয় পক্ষের (মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান, আইন, বীমা কোম্পানি, ক্লিয়ারিং ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান) কার্যক্রম ও পারফরমেন্স বার্ষিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে।

(গ) দলিলায়ন ঃ

দলিলায়ন সঠিক বা ভুল হতে পারে। ব্যাংকের সুরক্ষা ও উন্নতির লক্ষ্যে, ব্যাংকের অবস্থান শক্তিশালী করণের জন্য ঋণ পর্যালোচনার সময় দলিলায়নের ত্রুটিগুলো অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাংকের অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য নিম্নগামী ঝুঁকি রেটিং সম্পূর্ণ ঋণের জন্য অতিরিক্ত জামানতের সুপারিশ করা যেতে পারে। ঋণ পর্যালোচনার সময় অবশ্যই বর্তমান সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও ভবিষ্যতে উদ্ভূত সমস্যাগুলো দূরীকরণের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (ঝাগউং) ঋণ/চলতি মূলধন ঋণ আবেদনপত্র বিষয়ক কাগজপত্রের তালিকা/ চেকলিষ্টঃ

ক। সাধারণ তথ্যাবলী/ কাগজপত্র ঃ

(১) উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের এবং গ্যারান্টরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (সম্পৃক্ত প্রতিটি কার্যালয়ের জন্য ১ (এক) কপি)।

(২) উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের স্থায়ী, বর্তমান এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সম্পর্কে ঘোষণাপত্র (টেলিফোন নং, মোবাইল নং এর উল্লেখসহ)।

(৩) উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের সত্যায়িত বাংলা/ ইংরেজী নমুনা স্বাক্ষর (প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি)।

(৪) উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের জাতীয়তা বিষয়ক সনদপত্র।

(৫) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র/ দালিলিক প্রমাণ।

(৬) সরকারী/ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণ ঋণ গ্রহণকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তি পত্র।

(৭) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)।

(৮) পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের কর/ ট্যাক্স প্রদানের হালসনের রশিদ।

(৯) উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের আয়কর পরিশোধের দালিলিক প্রমাণ (TIN Certificate)।

(১০) উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণসহ ঘোষণাপত্র ।

(১১) নিজস্ব বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ঘোষণাপত্র এবং ঋণ বিতরণের পূর্বে উদ্যোক্তার অংশ বিনিয়োগ/ নগদে ব্যাংকে জমা রাখার বিষয়ে লিখিত সম্মতিপত্র।

(১২) কৃষি ব্যাংকসহ অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে/ অন্য কোথাও উদ্যোক্তা/ উদ্যোক্তাগণের দায়দেনার বিষয়ে ঘোষণাপত্র (কোন প্রতিষ্ঠানে দায়দেনা থাকলে পরিমাণসহ নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে)।

(১৩) লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে যে কোন পরিমাণ ঋণের জন্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণসীমা ৪০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে সকল গ্রাহকদের ব্যবসার নিরীক্ষিত একটি আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে। অবশ্য যখন ঋণটি তরল সম্পদ দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাপদ তখন ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত আর্থিক বিবরণীই যথেষ্ট।

(১৪) পৌরসভা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে শিল্প স্থাপনে অনুমতি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(১৫) কারখানা আইন, ১৯৬৫ এবং দোকান ও প্রাতিষ্ঠানিক আইন, ১৯৬৫ এর বিধি বিধান মেনে চলার বিষয়ে সম্মতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(১৬) প্রকল্প ভূমি/ ব্যবসার স্থান/ বন্ধকী সম্পত্তি বিষয়ক কাগজপত্র ঃ

(ক) ক্রয় সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে মূল দলিল, ভায়া দলিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং এসএ, আরএস, বিএস খতিয়ানের মূলকপি বা সার্টিফাইড কপি, নামজারী ও ডিসিআর।

(খ) পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সিএস/এসএ, আরএস, বিএস (টেনেন্সি এ্যাক্ট, ১৯৫০ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ খতিয়ানে বন্ধকদাতার বা তার পূর্বসূরীদের নামে হতে হবে)/ নামজারী খতিয়ানের সার্টিফাইড কপিসহ ডিসিআর, উত্তরাধিকার বিষয়ক সনদপত্র এবং প্রয়োজনীয় বন্টননামা।

(গ) হালসনের খাজনার রশিদ।

(ঘ) বিসিক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূমির ক্ষেত্রে মূল বরাদ্দ পত্র, লীজ দলিল ও দখলস্বত্ব বুঝিয়ে দেয়ার সনদপত্র এবং মূল্যের কিস্তি পরিশোধের প্রমাণাদি।

(ঙ) সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে মূল লীজ দলিল দাখিল/ বরাদ্দপত্রসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণে আপত্তি নেই মর্মে সনদপত্র।

(চ)বন্ধকী জমির সীমানা ও দিক চিহ্নিত ম্যাপ। উক্ত ম্যাপে বন্ধকদাতা ও গ্রহিতার তারিখসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(ছ) প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তির বিগত ২৫ বছরের মালিকানা সম্পর্কিত বিবরণ একটি আলাদা সবুজ কাগজে বা ডেমি কাগজে লিখে এতে বন্ধকদাতার এবং ব্যাংকের রেজিস্টারিং কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিতে হবে, যা দলিলের অংশ বলে বিবেচিত হবে।

নোট ঃ রেজিষ্ট্রিকৃত না হলে কোন হেবা দলিল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি বন্ধক নেয়া যাবে না। রেজিষ্ট্রিকৃত হলেও হেবা দলিল মূলে প্রাপ্ত জমি বন্ধক নেয়া হবে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। টিপি এ্যাক্ট, ১৮৮২ এর সংশোধিত ধারা মতে মুসলিম আইনে হেবা স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র হিসেবে পরিগণিত হবে।

(১৭) শিল্প/ ব্যবসার ভূমির মৌজা ম্যাপ এবং শিল্প/ ব্যবসার স্থানের হাতে আঁকা রুট ম্যাপ।

(১৮) শিল্পের সাইট প্লান/ লে-আউট প্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ)।

(১৯) প্রজেক্ট প্রোফাইল (কারিগরি দিক, আর্থিক দিক, অর্থনৈতিক দিক, বাজারজাতকরণ দিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনাগত দিক)

(২০) শিল্পের ইমারতের বিস্তারিত ডিজাইন, ড্রইং (ভিত্তি কলাম), ছাদ মেঝে ইত্যাদি কোন প্রকৌশলী পরামর্শ দাতা প্রতিষ্ঠান/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) কর্তৃক কমপক্ষে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট প্রকৌশলী কর্তৃক প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন করে পেশ করতে হবে। নির্মিতব্য কারখানা ঘরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুমোদিত নকশা (বিসিক শিল্প নগরীর বেলায় বিসিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন দানসহ) দাখিল করতে হবে।

(২১) যন্ত্রপাতি সম্বলিত শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির তালিকাসহ যন্ত্রপাতি স্থাপনের নকশা (Machinery Layout Plan) থাকতে হবে।

(২২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজনীয় আমদানিযোগ্য বৈদেশিক যন্ত্রপাতির জন্য ৩(তিন) টি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র (ক্যাটালগ, বিস্তারিত স্পেশিফিকেশনসহ)/ প্রোফরমা ইনভয়েস দাখিল করতে হবে।

(২৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় যন্ত্রপাতির ৩(তিন) টি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র (প্রয়োজনবোধে ক্যাটালগ ও বিস্তারিত বিবরণসহ)/ প্রোফরমা ইনভয়েস দাখিল করতে হবে।

(২৪) পিডিবি/ আরইবি/ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি হতে বিদ্যুৎ/ গ্যাস সরবরাহের সম্মতিপত্র (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ডিমান্ড নোটের কপিসহ) থাকতে হবে।

(২৫) প্রস্তাবিত শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তার পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/ প্রমাণাদিসহ ঘোষণাপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(২৬) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ছাড়পত্র (প্রয়োজনবোধে)।

(২৭) নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কারিগরী দিকের সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন।

(২৮) তৃতীয় পক্ষ একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা প্রদানের বিষয়ে সম্মতি পত্র এবং স্বামী/ স্ত্রী ও পিতা/ মাতা/ পরিবারের অন্য সদস্যদের নিকট থেকে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা (Personal Guarantee) প্রদান সম্পর্কে সম্মতিপত্র।

(২৯) আমানত ও আমানতের রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

খ. কোম্পানির ক্ষেত্রে কাগজপত্র ঃ

(১) কোম্পানির ক্ষেত্রে রেজিস্টার, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানির নিকট প্রদত্ত/ অনুমোদনকৃত মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং কমেন্সমেন্ট অব বিজনেস সনদ/ প্রত্যয়ন পত্রের সত্যায়িত কপি।

(২) শিল্পের ভূমি কোম্পানির নামে হস্তান্তর বিষয়ক ঘোষণাপত্র (ইতোপূর্বে কোম্পানির নামে ভূমি হস্তান্তর না হয়ে থাকলে)।

(৩) পুরাতন কোম্পানির ক্ষেত্রে বিগত ৩ বছরের লাভ/ লোকসানের হিসাবসহ নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশীট।

(৪) ব্যাংক হিসাবের বিবরণী।

(৫) ঋণ গ্রহণ বিষয়ক পরিচালনা পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী।

(৬) প্রতিটি পরিচালকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণী।

গ. পার্টনারশীপ ফার্ম ঃ

(১) এক্ষেত্রে রেজিষ্টিকৃত পার্টনারশীপ দলিল ও লেটার অব পার্টনারশীপ জমা নিতে হবে।

(২) পার্টনারদের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ, হিসাব পরিচালনা, দলিলায়ন সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ক রেজুলেশনের কপি।

(৩) প্রতি জন অংশীদারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ।

বিকেবি'র পক্ষে করণীয় (আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ আবেদন গ্রহণকালে) ঃ

(১) স্থানীয় ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দায়দেনা সম্পর্কিত গোপনীয় মতামত সংগ্রহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(২) ঋণ আবেদনপত্রসহ সকল কাগজপত্রে এবং ডকুমেন্টেশনে উদ্যোক্তাদের স্বাক্ষর অভিন্ন কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৩) ঋণ আবেদন ফি, মূল্যায়ন ফি, পরবর্তীতে তল্লাশী ফি গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) চেকলিষ্ট মোতাবেক কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে কি না এবং তা যথাযথ কি না তা নিশ্চিত হতে হবে।

কতিপয় প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা

উৎপাদনশীল (Manufacturing) শিল্প	ঃ	পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডই উৎপাদনশীল (Manufacturing) শিল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।
সেবা (Service) শিল্প	ঃ	যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সহায়ক উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলি সেবা (Service) শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।
ব্যবসা (Trading) উদ্যোগ	ঃ	পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড ব্যবসা (Trading) উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।
নারী উদ্যোগ/ উদ্যোক্তা (Women Enterprize/ Entrepreneur)	ঃ	যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপাইটর হন কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস' এ নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি বা তারা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।
নতুন উদ্যোক্তা (New Entrepreneur)	ঃ	যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন অর্থায়ন/ বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেননি, তারাই কেবলমাত্র নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে, ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
মাঝারি শিল্প (Medium Industry)	ঃ	
উৎপাদনশীল শিল্প	ঃ	ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক/ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/ শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১০০০ জন।
সেবা শিল্প	ঃ	সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক/ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/ শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।
ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry/ Enterprize)	ঃ	
উৎপাদনশীল শিল্প	ঃ	ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকার নিচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক/ কর্মী কাজ করে।
সেবা শিল্প	ঃ	সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকার নিচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক/ কর্মী কাজ করে।
ব্যবসা উদ্যোগ	ঃ	ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগ বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক/ কর্মী কাজ করে কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ২ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার বেশী নয়। কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড ক্ষুদ্র শিল্পের/ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের/ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি মাঝারি শিল্পের/ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/

শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে মাইক্রো শিল্প বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে (জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষুদ্র শিল্প/ উদ্যোগের সীমা শেষ, এরপর থেকে মাঝারি শিল্প/ উদ্যোগের নিম্ন সীমা শুরু হবে।

মাইক্রো শিল্প/ উদ্যোগ (Micro Industry/ Enterprize) ঃ

উৎপাদনশীল শিল্প ঃ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে মাইক্রো শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার নিচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক/ কর্মী কাজ করে।

সেবা শিল্প ঃ সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে মাইক্রো শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক/ কর্মী কাজ করে।

ব্যবসা উদ্যোগ ঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে মাইক্রো উদ্যোগ বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা। কোন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড মাইক্রো শিল্পের/ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের/ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/ শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

কুটির শিল্প/উদ্যোগ ঃ কুটির শিল্প (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়। কোন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

সিএমএসএমই ঋণ ঃ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/ উদ্যোগে প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক/ ব্যবসায়িক যেকোনো ধরণের ঋণ সিএমএসএমই ঋণ (CMSME) হিসেবে গণ্য হবে।
(সূত্রঃ নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ ৯০২/১৯ তারিখ ২৩.০৯.২০১৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নম্বর-০২, তারিখঃ ০৫.০৯.২০১৯)

বৃহদাংক ঋণ(Large Loan) ঃ ব্যাংকের মোট মূলধনের ১০% ও তদূর্ধ্ব ঋণাংক বৃহদাংক ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। (বিআরপিডি সার্কুলার নং-২, তারিখঃ ১৪.০৬.২০১৪)

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিল্পনীতি/ রপ্তানি নীতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ।

খেলাপি ঋণগ্রহীতা ঃ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৫(গগ) ধারায় খেলাপী ঋণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে "খেলাপী ঋণ গ্রহীতা" অর্থ কোন দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যাহার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রীম/ ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে।"

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭(কক) ধারায় ৩ এবং ৪ উপধারায় খেলাপি ঋণ বিষয়ে নির্দেশনা ঃ

ধারা ২৭(কক) উপধারা ৩ ঃ কোন খেলাপি ঋণ গ্রহিতার অনুকূলে কোন ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করিবে না।

ধারা ২৭(কক) উপধারা ৪ ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খেলাপি ঋণ গ্রহিতার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/ কোম্পানী বা ক্ষেত্রমত, আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আইন অনুসারে মামলা দায়ের করিবে।"

সিন্ডিকেশন ঋণ(Syndicated Loan) ঃ একক প্রতিষ্ঠানের ঋণের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে একাধিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রদত্ত ঋণ।

ঝুঁকি(Risk) ঃ ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিমাপযোগ্য অনিশ্চয়তা।

ঋণ ঝুঁকি(Credit Risk) ঃ ঋণ গ্রহিতা(Counter party) কর্তৃক শর্ত মোতাবেক সকল দায় (সুদ, আসল ও অন্যান্য চার্জ) পরিশোধের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা।

		ঋণ গ্রহিতার রেটিং নিম্নমুখী (Downgrade) হলে তাকেও ঋণ ঝুঁকি বা মাইগ্রেশন রিস্ক বা ক্রেডিট রেটিং রিস্ক বা ডাউনগ্রেড রিস্ক বলা হয়।
ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Credit Risk Management)	ঃ	ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় ব্যাংকের লোন পোর্টফোলিও সমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা যাতে ক্ষতি হ্রাস করে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ,পরিমাপকরণ, মিটিগেশন এবং মনিটরিং কার্যকর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান।
পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Environment & Social Risk Management)	ঃ	বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসহ পৃথিবীকে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। এ লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ জরুরি।
স্ট্রেস টেস্টিং (Stress Testing)	ঃ	স্ট্রেস টেস্টিং হচ্ছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার উপর কোন ঘটনা অথবা ফিনান্সিয়াল ভেরিয়েবলস এর পরিবর্তনে সম্ভাব্য ফলাফল মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যাংকের মূলধনের অভিঘাত(shock) সহন ক্ষমতা পরিমাপ করে এবং বিভিন্ন মাত্রার অভিঘাত(shock) প্রয়োগের ফলে মূলধন পর্যাপ্ততায় কি ধরনের পরিবর্তন হতে পারে তা প্রদর্শন করে।
সাসটেইনেবল ফিন্যান্স (Sustainable Finance)	ঃ	টেকসই ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম সমন্বিতভাবে অধিকতর ফলপ্রসূ ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা জরুরি। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক "সাসটেইন্যাবল ফাইন্যান্স ইউনিট" নামে একটি নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই ব্যাংকিং বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসমূহ পরিপালন, বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত তদারকি করা হয়ে থাকে।
ক্যাটাগরি অনুযায়ী ঋণের সংজ্ঞা		
ফিক্সড টার্ম লোন (Fixed Term Loan)	ঃ	১২ মাসের অধিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিশোধ সূচি মোতাবেক যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।
কনটিনিউয়াস লোন (Continuous Loan)	ঃ	১ (এক) বছরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ঋণ সীমার অধীনে যে ঋণ হিসাবে লেনদেন করা যায় এবং সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করার পর পুনঃনবায়নযোগ্য সে ঋন চলমান ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।
শর্ট টার্ম ঋণ (Short Term Loan)	ঃ	শর্ট টার্ম ঋণ (Short Term Loan) বলতে সে সকল ঋণকে বুঝাবে যেগুলো সর্বোচ্চ ১২ মাসের মধ্যে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
শর্ট টার্ম এগ্রিকালচার ক্রেডিট(Short Term Agriculture Credit)	ঃ	বাংলাদেশ ব্যাংকের এগ্রিকালচারাল এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট (ACFID) কর্তৃক Annual Credit Programme এর আওতায় যে সকল কৃষি ঋণকে শর্ট টার্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলো Short Term Agriculture ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। চাষাবাদের জন্য স্বল্প মেয়াদে কৃষকদেরকে এ ঋণ প্রদান করা হয়। এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর।
শর্ট টার্ম মাইক্রো ক্রেডিট (Short Term Micro-Credit	ঃ	যে সকল মাইক্রো ক্রেডিট বাংলাদেশ ব্যাংকের (ACFID) কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সীমার মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং ১২ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় সেগুলোকে শর্ট টার্ম মাইক্রো ক্রেডিট বলে।

ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার দলিল দস্তাবেজে স্ট্যাম্প ডিউটির হার

ব্যাংক ঋণের বিপরীতে দলিল সম্পাদনে নিম্নোক্ত হারে স্ট্যাম্প ডিউটি (নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প) প্রযোজ্য হবেঃ

ক্রঃনং	দলিলায়নের প্রকারভেদ	প্রযোজ্য স্ট্যাম্প হার
ক)	বন্ধকি দলিল (এল এফ-১৩)	বিনা মাশুলে
খ)	সম বন্ধকি দলিল (এল এফ-১৯)	ঐ
গ)	শষ্য বন্ধকি চুক্তিপত্র	ঐ
ঘ)	ডি পি নোট (এসিএফ-১৭১ক) ১) ৩০০০/- টাকার উর্ধ্বে নয় ২) ৩০০০/- টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ২০০০০/- টাকার মধ্যে ৩) অপরাপর ক্ষেত্রে (এল এফ-২০)	সময়ে সময়ে প্রযোজ্য নিয়ম ২০.০০ টাকা রাজস্ব টিকিট ৪০.০০ টাকা রাজস্ব টিকিট ১০০.০০ টাকা রাজস্ব টিকিট
	৪) লেটার অব কন্টিনিউটি (এল,এফ-৬০-ই)	২০০.০০টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	৫) এগ্রিমেন্ট ফর ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ এগ্রিমেন্ট এন্ড এগ্রিমেন্ট ফর হাইপোথিকেশন অব ডেট্স এন্ড এ্যাসেটস জামিনসহ) (এল,এফ-৬০ক এ,বি,বি,ডি)	৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (সরকারি নির্দেশনা অনুসারে)
	৬) লেটার অব ডিসক্লেইমার (গোডাউন ভাড়া করার ক্ষেত্রে) (এল,এফ-৬০-চ)	৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (সরকারি নির্দেশনা অনুসারে)
	৭) রিভাইভাল লেটার (এল,এফ-৬০-ছ)	২০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	৮) গুদামের ফিজিক্যাল পজেশন উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাংকের বরাবরে হস্তান্তরের ক্ষমতা দান।	৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	৯) কোম্পানির সম্পদের উপর পুনঃ চার্জ সৃষ্টি না করার বিষয়ে আন্ডারটেকিং (এল,এফ-৬০-জ)	২০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	১০) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা টেক-ওভার, (স্থায়ী) সম্পদ বিক্রয় অথবা ইহার সাব-বন্ধকী প্রদানের বিষয়ে ব্যাংককে ক্ষমতা প্রদান।	৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	১১) গোডাউন স্টাফদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য ইন্সিডেন্টাল চার্জ কোম্পানির হিসাব ডেবিট করে পরিশোধের বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান (প্লেজ ঋণের ক্ষেত্রে)। (এল,এফ-৬০-এন)	৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	১২) প্লেজ স্টক থেকে মালামাল চুরি, ঘাটতি হলে তার দায়-দায়িত্ব উদ্যোক্তার/কোম্পানির উপর বর্তাবে এ মর্মে ঘোষণপত্র (প্লেজ ঋণের ক্ষেত্রে)	২০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	১৩) কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালকদের একক/যৌথ গ্যারান্টি	৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	১৪) লেটার অব এ্যাকসেপ্টেন্স	২০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	১৫) পাওয়ার অব এটর্নি (বন্ধককৃত সম্পত্তি সরাসরি নিলামে বিক্রি) (ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং-০৯/২০০৫, তারিখ ২০.১১.২০০৫ ইং)	৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প

* সরকারি স্ট্যাম্প এ্যাক্ট এবং ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

ঋণ প্রস্তাবের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট ঃ

সাধারণ ঋণ ঃ

১. ঋণ গ্রহিতার ঋণ আবেদন পত্র।
২. ব্যক্তি মালিকানাধীন/ অংশীদারি অথবা লিমিটেড কোম্পানি হলে ঋণের আবেদনের স্বপক্ষে মালিকের আবেদনপত্র/ অংশীদারদের অথবা কোম্পানির পর্ষদের রেজুলেশনের সত্যায়িত কপি।
৩. ঋণ গ্রহিতার ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি ১৯৩৪ ও ২৭৮২ তারিখঃ২৭.১২.৯৪)।
৪. মালিক/ ঋণ গ্রহিতা/ অংশীদার/ পরিচালক এর জীবন বৃত্তান্ত।
৫. জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি।
৬. পৌরসভার চেয়ারম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি।
৭. ঋণ গ্রহিতার ট্যাক্স/ ভ্যাট/ আয় কর প্রদানের সার্টিফিকেট (নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি ২৭৩১ তারিখঃ০৪.০৭.৯৪)।
৮. ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি (নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি ২৭৩১ তারিখঃ ০৪.০৭.৯৪)।

৯. অংশীদারি প্রতিষ্ঠান হলে অংশীদারি চুক্তি নামার রেজিস্ট্রেশন অব ফার্মস কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।

১০. লিমিটেড কোম্পানি হলে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট, সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত কপি।

১১. অরগানাইজেশনাল চার্টার (সাংগঠনিক কাঠামো ও তালিকা)।

১২. ঋণ গ্রহিতা/ মালিক/ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/ অংশীদারি প্রতিষ্ঠান/ লিমিটেড কোম্পানি ও অংশীদার/ পরিচালকের নামে সিআইবি (১,২,৩) যার জন্য প্রযোজ্য (নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি ঃ ২৮৪৭ তারিখঃ ২৩.০৭.৯৫)।

১৩. ব্যক্তি/ ব্যক্তি মালিকানাধীন/ অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিগত ৩ বৎসরের অনিরীক্ষিত/নিরীক্ষিত ব্যালেন্স সিট, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ও লাভ ক্ষতির বিবরণী।

১৪. লিমিটেড কোম্পানির প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিগত ৩ বৎসরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স সিট, লাভ ক্ষতি ও ক্যাশ ফ্লো বিবরণী।

Manager
Bangladesh Krishi Bank
....
....

Sub: Letter of Acceptance.

Dear Sir,

With reference to you Loan Sanctioned Letter No.BKB/......................../2017 DT. 10.08.2014. I/We do hereby agree with all the terms & conditions contained therein.

Your's Faithfully,
Managing Director/ Proprietor

LF-60(e)

LETTER OF CONTINUITY

The Manager
Bangladesh Krishi Bank
....
....

Place................
Date.................

Dear Sir,

Referring to the Demand Promissory Note for Tk... (Tk. ....) only (for .... Trading) dated .... made by ...., Borrower in favour of ....and endorsed by the latter to your bank, a which is given to you as a Continuing Security for repayment of any outstanding including interest in my/our overdraft/cash credit account which is at present outstanding or may be outstanding in future in my/our account with you, I/we undertake that I/we will remain liable on the said Promissory Note jointly and severally until final adjustment of the loan, not with standing the fact that the outstanding in the said account may from time to time be reduced or completely extinguished or brought into credit by payment of cash /cheque therein by me/us.

Your's faithfully

Guarantor   Borrower

অঙ্গীকারনামা

(Demand Promissory Note)

সংলগ্নী -'ক'

LF-71 (ক)

টাকা ঃ ....   তারিখঃ ....

গৃহীত মূল্যের জন্য আমি/আমরা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বা ইহার আদিষ্টকে চাহিবা মাত্র টাকাঃ...................... কথায় (...) এবং ইহার উপর এই তারিখ হইতে বার্ষিক শতকরা..........% হারে প্রতি ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে প্রযোজ্য সুদসহ পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিতেছি।

স্বাক্ষরঃ...

স্ট্যাম্প

REVIVAL LETTER

To
The Manager
Bangladesh Krishi Bank
................Branch.

Dated :

Dear Sir,

With reference to my/our Cash Credit/Project Loan Account with you secured by a Demand Promissory Note dated the .... for Tk................ (Tk. ....) only (for .... Trading) with interest made by me/us in your favour, I/we acknowledge for the purpose of Section 19 of the Limitation Act IX of 1908 and any like Limitation Law in order to preclude any question of Limitation Law that I am/we are liable to you for payment of the said promissory note with interest and the same is to remain in force with all relative securities, agreement and obligations.

Your's Faithfully,

DEED OF AGREEMENT

This agreement made this the ------------------day of 2017 between the Bangladesh Krishi Bank established under the BKB order, 1973 (President`s order No. 27 of 1973) hereinafter called the creditor, FIRST PARTY.

AND

M/S...........................(hereinafter called the Borrower, Second Party)

AND

M/S...........................(hereinafter called the Broker, Third Party)

Which expression shall unless excluded by or repugnant or contrary to the context be deemed to include their heirs, executors, administrators, legal representative and assigns.

2. Where as the creditor, First Party above named has through a deed of hypothecation dated........... made an advance of loan of TK.......... to the Borrower Second Party for utilizing the same in the Tea Estate named.................. Tea Estate and,

3. Where as the above named Borrower, Second Party through the said hypothecation deed acknowledge the receipt of the sum of TK................... as loan from the Creditor, First Party for utilizing the same in the above named Tea Estate and,

4. Where as the above named Borrower, Second Party has under the terms and conditions of the above said hypothecation deed, agreed to repay the aforesaid amount of loan as hereunder.

5. Where as the above named Borrower, Second Party has agreed to the terms and conditions laid down in the aforesaid deed of hypothecation and,

6. Where as the creditor, First Party has agreed that the above named Borrower Second Party should sell the entire Tea produce in the aforesaid Tea Estate through the above named Broker, Third party and,

7. Where as the above named Borrower, Second Party has agreed to sell the entire quantity of tea produce in the aforesaid Tea Estate through the above named Broker, Third party and,

8. Where as the above named Broker, Third party has agreed to accept the tea produced by the aforesaid Tea Estate for sale by either Public Auction or private provided that the Broker shall obtain prior approval of the Bank (First Party) as to prices while making private sales, witnessed as hereunder:-

8. (i) That in pursuance of the aforesaid agreement between the three parties mentioned above the Broker, Third party shall make payments of the entire sale proceeds of tea to BKB Branches at Chittagong or other branches as per desire of the First Party on prompt dates of respective sales without making any deduction for advances, manufacturing charges or for any other reasons except Broker`s commission and normal sale charges to be prescribed by the

Bank from time to time relating to auction sales only to the Creditor First Party named above for the First day of June.... .... or from the prompt date of first sale of the season and shall continue so to do out of the sale proceeds of tea of subsequent season also until the Creditor First Party intimates to the Broker Third Party to discontinue making such payments and the Broker shall also furnish to the Creditor a sales return within three days of each prompt date of all teas received by the Brokers from the Borrowers, the mode of their disposal and the proceeds realized, details of deductions made the reform and amount remitted.

(ii) That in case of blocking the fund in any manner by the Third party (Broker), he shall be able to pay full interest for the blocked amount at the highest rate chargeable by the Bank apart from being liable for other actions as per rule/law of the country.

In witness whereof all the three parties have set their hands and seals hereunto on the date, month and year mentioned above.

Witnesses:

(1)... (1)...
Creditor, First Party.

(2)... (2)...
Borrower, Second Party.

(3)... (3)...
Broker, Third Party.

AGREEMENT FOR CASH CREDIT

Hypothecation of Goods

(To be stamped as an Agreement in accordance with the stamp duty in force)

(Not to be attested)

Date-................................

Bangladesh Krishi Bank (hereinafter referred to as "the bank") having at the request of .... (hereinafter referred to as " the Borrower)" and of ....
....
.... (hereinafter referred to as the Guarantor of the said Company) agreed to grant accommodation to the Borrower by way of cash credit account to be secured by the Borrower's demand promissory Note in favour of the said Guarantor/s and endorsed to the Bank or order and to be further secured as herein provided it is agred by the **Borrowers and the Guarantor/s as follows :-**

1.That the whole of the Borrower's ....
....
.....
.... whether raw or in process of manufacture and all articles manufactured there from which now or hereafter from time to time during this security shall be brought into stored or be in or about the Borrower's go downs or premises at ....
.....
or wherever else the same may be (including any such goods in course of transit or delivery) with the benefit of all rights relating thereto shall stand hypothecated to the bank on demand of all moneys at any time payable by the Borrower to the Bank in respect of the said cash credit account and also as security for the payment and discharge of all indebtedness or liability of the Borrower to the Bank in respects to any bills of exchange, promissory Notes or instruments at any time drawn, made, accepted or endorsed by the Borrower simply or jointly with others which the Bank may discount or become interested in together with all discount, commission charges, costs (between Attorney and client) and expenses payable to or incurred by the Bank in relation thereto.

2. That interest at the rate of .... percent per annum shall be calculated on daily balance payable by the Borrower to the Bank and charged in account on the last working day of each month in accordance with the practice of the Bank.

3. That the Bank shall not be required to make or continue advances on the said cash credit Account otherwise than at the Bank's discretion and in no circumstances to an amount at any one time exceeding with interest thereon the sum of TK ....
....
....
.....
....
.....

or a sum equal to .... Percent of the normal current market value of the said goods which ever sum may be the less.

4. That the said goods shall be dept at the Borrower's risk and dispense in good condition and fully insured against loss or damage as may be required by the Bank.
5. That the said goods shall be kept at the Borrower's risk and expense in good condition and fully insured against loss or damage as may be required by the Bank.
6.That the Bank, its Manager and Nominees shall be entitled at all times without notice to the Borrower but at Borrower's risk and if so necessary as Attorney for and in the name of the Borrower to enter any place where the said goods may be and inspect, value, insure, superintend disposal and/or take particulars and charge of all or any part of the said goods and check any statement, accounts, reports and in formations and also on any default of the Borrower in payment of any money hereby secured or the performance of any obligation of the Borrower to the Bank or the occurrence of any circumstances in the opinion of the Bank endangering this security to take possession or recovery, receive, appoint receivers or remove and/or sell by public auction or private contract dispatch for realization or otherwise dispose of or deal with all or any part of the said goods and to enforce, realize, settle, compromise and deal with any rights or claims relating thereto without being bound to exercise any of the se powers or being liable for any loss in the exercise thereof without being bound to exercise any of the se powers or being liable for any loss in the exercise thereof and without prejudice to the Bank's rights and remedies of suit or otherwise and notwithstanding there may be any pending suit or other proceeding the Borrower undertaking to give immediate possession to the Bank on demand of the said goods and to transfer and deliver to the Bank all relative bills, contracts, securities and documents and agreeing to accept the Bank's accounts of sales and realist ions as exclusive proof of amount realized and relative expense and to pay any shortfall or deficiency thereby shown provided that the Bank shall be entitled at all times to apply any other money or moneys in his hands standing to the credit of or belongings to the Borrower in or towards payment of any amount for the time being payable to the Bank on the said cash credit account or otherwise as aforesaid and to recover at any time from the Borrower by suit or otherwise the balance remaining payable to the Band on the said cash credit account or otherwise notwithstanding that all or any of the securities may not have been realized provided also that subject to these powers of the Bank the Borrower may with the approval of the Bank sell the said goods from time to time in due course of business provided the margin of security required by the Bank is fully maintained and on the term of payment or delivery to the Bank of the proceeds thereof or documents therefore immediately on receipt thereof.
7.That all the said goods and all sale, realization and insurance proceeds thereof and all documents under this security always be dept distinguishable and as the held s the Band's exclusive property specifically appropriated to this security to be dealt with only under the directions of the Bank and the Borrower shall not create any mortgage, charge, lien or encumbrance upon or over the same or any part thereof except to the Band nor suffer any such mortgage, charge, lien or encumbrance to effect the same or any part thereof nor do or allow anything that may prejudice this security.
8.That the Borrower shall submit to the Bank monthly or oftener as may be required stock statements with list of current insurance policies and amounts attached verified by certificates of its managing Director or the Manager for the time being that the quantities and amount stated are car But and that Gaff stocks are fully covered by insurance and shall also furnish and verily all cerements, retunes certify and shall also execute all documents and do all acts and things which the Band may require to give effect hereto and the Borrower authorizes the Band and each of its Managers and nominees as Attorney for and in the name of the Borrower to do .... may be required to do hereunder.

9. That this agreement shall operate as a continuing security for all moneys, indebtedness and liabilities aforesaid notwithstanding the existence of a credit balance on the said account.

10. That nothing herein shall produce any rights or remedies of the Bank in respect of any present or future security guarantee, obligation or decree for any indebtedness or liability of the Bo tower to the Bank.

11. That it is declared that all present goods aforesaid are the absolute property of the Borrower at the sole disposal of the Borrower and free from any prior charge or encumbrance and that all future goods hereunder shall be likewise the unencumbered, absolute and disposable property of the Borrowed.

13. That in consideration of the Band agreeing at the request of the said guarantor to grant accommodation to the Borrower and as part of the security therefore the said Guarantor/s personally guarantee to the Band the repayment by the Borrower in the Bank on demand of all moneys at any time payable by him to the Bank in respect of this instrument as well as the said cash Credit Account and also the sufficiency from time to time of the quantity and value of the goods hereby hypothecated on the terns hereof and agree that the Band shall be free without credence or notice to the said Guarantor's to grant time to and make any arrangement with the Borrower or ant party liable and to bray, renew, release, realize and deal withal or any of the said goods and any securities, obligations or decrees aforesaid as the Band may thin fit without impairing the obligation of the said guarantor/sto the bank in respect of this guarantee or otherwise, and also that if the guarantor/be more than one individual all shall be bound hereby jointly and severally and if a firm or members of a firm such firm and all members form time to time thereof shall be bound hereby jointly and severally notwithstanding any changes in the constitution or style thereof and whether such firm consists of or be reduced to one individual at ant time.

------------------------------------	------------------------------------
------------------------------------	------------------------------------
------------------------------------	------------------------------------
Guarantor/s)	**(Borrower)**

For and on behalf of
Bangladesh krishi bank
---------------------------Branch

AGREEMENT FOR CASH CREDIT

HYPOTHECATION OF DEBTS & ASSETS

(To be stamped as an agreement in accordance with the stamp)
duty in force at the time of execution Not to be attested

Dated the 20

BANGLADESH KRISHI BANK (hereinafter called the Bank) having at the request of
....
.....
....
..... (hereinafter called the Borrower) and of ....
....
....
....
....
the Managing Agents of the said company agreed to grant accommodation to the borrower by way of cash credit Account to be secured by the borrower's Demand promissory note in favor of the said Managing agents and endorsed to the Bank or order and to be further secured as herein provided, it is agreed as follows.

(1) That all the borrower's present and future book debts outstanding moneys receivable claims. bills, contracts, engagements, securities, investments, rights and assets (except property effectively, otherwise hypothecated, charged or mortgaged to Bank) shall be hypothecated to the Bank and its assigns by way of first charge as security for the payments to the Bank on demand of all moneys at any time payable by the borrower to the Bank in respect of the said cash credit account and also as security for the payment and discharge of all indebtedness or liability of the borrower to Bank in respect of any bills of exchange, promissory notes or instruments at anytime drawn, made, accepted or endorsed by the borrower solely or jointly with others which the Bank may discount or become interested in together with all interest, discount, commission, charges, costs (between Attorney and Client) and expenses payable to or incurred by the Bank in relation thereto.

(2) That interest at the rate of ....
....
.....
percent per annum shall be calculated on the daily balance payable by the borrower to the borrower to the Bank and charged on the last working day of cash month in accordance with the practice of the Bank.

(3) That the Bank shall not require to make or continue advances on the said cash credit Account otherwise than at the Bank's discretion an in no circumstances to an amount at any one time exceeding with interest thereon the sum of Tk .... (Taka

....................................)or the sum stated in any separate deed of hypothecation of goods in connection with the said account whichever sum may be the less.

(4) That on any default of the borrower in payment of any money hereby secured or the performance of any obligation to the Bank or the occurrence of any circumstances in the opinion of Bank endangering this security, the Bank shall be entitled at the borrower's risk and expense an attorney for and in the name of the borrower or otherwise to take possession and/or appoint receivers of any debts or assets under this security, give notices of demand to debtors and third parries liable.

Therefore, sue for recovery, receive and give receipts for the same and sell or realize by public auction or private contract or otherwise dispose of all or any part of such debts or assets and endorse, settle, compromise (submit to arbitration) or deal in any manner with any debts or claims under this security and to complete and engage and carry on the business of borrowers through agents, managers or otherwise without being bound to exercise any of these powers or being liable for any loss in the exercise thereof and without prejudice to the Bank's rights and remedies of suit or otherwise and notwithstanding that there may be any pinking suit or other proceedings, the borrower undertaking to give notices to debtors as and when required by the Bank and to transfer and deliver to the Bank all relative documents and papers and agreeing to accept the Bank's accounts of receipts from realizations as sufficient proof. of amounts realized and relative expenses and to pay any shortfall or deficiency thereby shown provided that the Bank shall be entitled al all times to apply any other money or moneys in its hand standing to the credit of or belonging to the borrowers in or towards payments of any amount for the time being payable to the Bank on the said cash credit Account or otherwise notwithstanding that all or any of the securities may not have been realized groined also that subject to these powers of the Bank the borrower may with the approval of the Bank deal with the said debts and assets in due course of business on the expressed understanding that the same and all proceeds thereof and documents therefore are always kept distinguishable and held as the Bank's exclusive property specifically appropriated to this security to be dealt with only under the directions of the Bank and the Borrower shall not create any mortgage, charge, lien or encumbrance upon or over the same or any part thereof except to the Bank not suffer any such mortgage, charge, lien or encumbrance to effect the same or any part thereof not do or allow any thing that may prejudice this security.

(5) That the borrower will carry on business efficiently and will furnish and verify all statements reports, accounts, documents, and information and will also execute all documents and do all acts and things which the Bank may require to give effect attorney for and in the name of the borrower to do whatever the borrower may be required to do hereunder.

(6) That this agreement shall operate as a continuing security for all moneys indebtedness and liabilities aforesaid notwithstanding the existence of a credit balance on the said account at any time or any payments or fluctuations of accounts.

(7) That nothing herein shall prejudice any rights or remedies of the Bank in respect of any present or future security, guarantee, obligation or decree for any indebtedness or liability If the borrower to the Bank.

(8) That it is declared that all present debts and assets aforesaid are the absolute property of the borrower, at the sole disposal of the borrower and free from any prior charge or encumbrance and that all future debts and assets hereunder shall be likewise unencumbered, absolute and disposable property of the borrower.

LETTER OF DISCLAIMER

To Dated :

The Manager
Bangladesh Krishi Bank
................Branch.

Dear Sir,

We are the owners/ allottees/ lessees/ of..

We hereby state that we have permitted and given our consent to the storage of .... at present lying or which may hereafter be received for storage at our said premises. We hereby declare and acknowledge that the said goods have been purchased by and/or belong to M/S.................................. and under pledge with the BANGLADESH KRISHI BANK.

In consideration of the BANGLADESH KRISHI BANK allowing the goods to continue to be stored at the said premises, we represent, covenant and agree with the bank as follows:

(i) To allow the employees or representatives of the BANGLADESH KRISHI BANK free access to the said premises and to the said goods stored therein.

(ii) To allow the BANGLADESH KRISHI BANK to post its own chowkidars at the said premises to look after the goods, to display its name boards at the said premises and/or near of about the said goods and to carry out inspection to be carried out of the said goods from time to time.

(iii) To keep and store the said goods as the bank's exclusive property and segregated from all other stocks and goods kept, stored or being in or at the said premises.

(iv) Except with the prior permission in writing signed by duly authorized officer of the Bank, not to allow the removal of the said goods from the said premises under any circumstances whatsoever.

(v) Not to hinder or obstruct the Bank or its duly authorized agents or representatives in any manner whatsoever in the removal of the said goods from the said premises and we hereby declare and agree that the bank and its duly authorized agents and representatives shall always be at liberty and have authority to remove the said goods or any part thereof from the said premises at all times or at any time without being required to take permission from us.

(vi) Not to hold the Bank in any way responsible or liable for the rent of the said premises and/ or for the charges, costs, or expenses or storage of the said goods in or at the said premises.

(vii) Not to make any claim to or against the said goods for any money due to us from the said Messrs-
....
Including moneys due on account of rent of the said premises, storage charges, costs and expenses and we hereby disclaim all right and interests in or to the said goods.

Yours faithfully

LF-60(h)

Letter of undertaking by company not to create any further charge over the property and assets including uncalled capital.

(To be stamped as an agreement)

To
The Manager
Bangladesh Krishi Bank
................Branch.

1. Insert name of borrowers.	As part of the consideration for your making or continuing advance to us (i)-- Limited on Demand Loan/Demand Cash Credit or otherwise, we hereby declare that no mortgage, charge, lien or encumbrance of any kind other than (2)-------- -- ---
2. Here insert short particulars any existing mortgage etc.	-- has been made or allowed over or affecting our undertaking property of (whether movable or immovable) and assets (including uncalled capital) or any part thereof and that we undertake no such mortgage, charge, lien or encumbrance shall be made or allowed which we remain indebted or liable to you in any manner without your previous written consent.

Dated-------------------

(To be signed by the company under seal)

BANGLADESH KRISHI BANK
FORM OF GURANTEE FOR ADVANCES AND CREDITS GENERALLY

To Dated :
The Manager
Bangladesh Krishi Bank
................Branch.

Gentleman

1. In consideration of your at my/our requests making advances or otherwise giving credit to... (hereinafter referred to as "the Principal/Principals") whether to him/them/it alone or to him/them/it jointly with any other party or parties, and whether by allowing him/them/it to overdraw his/their/its account or by discounting bills, hundies, or drafts of any kind of otherwise, whosoever, i/we, the undersigned .... guarantee, payment to the bank of the amounts of all such advances and credits and of interest, commission, costs, charges and expenses chargeable by the bank in respect of such advances and credits, provided that i/we shall in no event be liable under this guarantee to pay to the Bank a sum exceeding tk ---(hereunder referred to as "the maximum principal sum") on account of the amount of such advances and credits. In addition to being liable to pay the maximum principal sum, we shall be liable to pay interest thereon at the rate chargeable by the bank to "the Principal/ Principals" as also all commission, costs, charges and expenses which may be recoverable by the bank from the principal/ principals in respect of the maximum principal sum.

2. I/ We agree that the amount hereby guaranteed shall be due and payable to you on your serving me/us with a notice, requiring payment of the amount, and such notice shall be deemed to have been served on me/us by registered post at my/our address written hereunder or any other address in Bangladesh to which I/ We may by written intimation have given to the bank request notices addressed to me/us to be dispatched. Any notice dispatched by the bank by registered post to me/ us to the address to which it is required to be dispatched by this clause shall be deemed to have been duly served on me/us at the time when notice would in the ordinary course of post be delivered at the address, notwithstanding that the notice may not in fact have been delivered to me/us or that the address to which it is dispatched may have ceased to be my/our address.

3. (a) In the event of my death during the continuance of this guarantee the guarantee shall remain in force until written notice of my death is delivered to the bank at its office at--and my estate and effects will be liable under the guarantee for all advances made and credits given by the bank to the Principal/ Principals after my death but before delivery of the aforesaid notice as well as for all advances made and credits given before my death.

(b) The death of any of us during the continuances of this guarantee shall not operate as a revocation of its with regard to the survivor or survivors and shall operate as a revocation as against the estate and effects of the deceased only from the time when written notice of the death is delivered to the bank at its office at...and the estate and effects of the deceased will be liable under the guarantee for all advances made and

credits given by the Bank to the Principal/ Principals after the death of the deceased but before delivery of the aforesaid notice as well as for all advances made and credits given before the death of the deceased.

(c) My/our guarantee shall not be revoked or affected by the admission into the firm of (--) notwithstanding that the firm may at the time such advances and credits are made and given be constituted differently from its present constitution.

4. The guarantee may be revoked by delivery to the Bank at its office at ....of a written notice signed by me/us ....all of us jointly, intimating our desire to revoke the guarantee, but such revocation shall not affect my/our liability for all advances made and credits given by the Bank before delivery of the aforesaid notice and also until such time that all dues of this bank has been fully realized.

5. I/ We agree that the entries in the Books kept in the ordinary course of your business with regard to the advances made or credits given to the Principal/Principals and with regard to the interest, commission, costs, charges and expenses debited to principal/ principals shall be conclusive evidence against me of the transactions and matters therein appearing and of the principal/ principals liability for the sum shown to be due by such entries.

6. I hereby consent to your making any variance that you may think fit in the terms of your contract with the principal/ principals to your determining, enlarging or varying any credit to him/ them/ it to your making any composition with him or promising to give them/ it time or not to sue him/ them/ it and to your parting with any security you may hold for the guaranteed debt. I/ We also agree that I/we shall not be discharged from my/ our liability by your releasing the principal/ principals or by any act or commission of yours which would, but for this present provision be inconsistent with my rights as sureties or by your omission to do any act which, but for this provision, your duty to me would have required you to do. Through as between the principal/ principals and myself/ ourselves I/ we am/ are sureties only. I/we agree that as between yourselves and me/ us, I/ we am/ are principal debtor/ debtors jointly with him/ them/ it and accordingly i shall not be entitled to any of the rights conferred on sureties by sureties by sections 113, 134, 135, 139, and 141 of the contract Act.

7. I/ We agree that if the Principal/ Principals shall be found not to be liable to you in law for the advances made or credits given by you to him/ them, by reason of their incapacity to borrow or to contract or for any other reason, i shall nevertheless be liable as Principal debtors to pay to you all the sums that would have been recoverable by you from me/us as guarantors, if the principal/principals had been liable for the advances and credits.

8. I/We hereby declare that this guarantee is in addition to and not by way limitation of, or substitution for, any other guarantee or guarantees that I may have previously given or may hereafter give to you (whether alone or jointly with any other party or parties) and that this guarantee shall not revoke or limit any such other guarantee or guarantees.

In the presence of witness:-	Signature(s) of the Guarantor(s)
1..	....
2..	....

DEED OF PERSONAL GUARANTEE

This Deed of Guarantee executed this the .... day of .... by ...., S/o-.................................., ... hereinafter referred to as the Guarantee which expression shall include their hairs successors, legal representatives and as signs in favor of the Bangladesh Krishi Bank Establishment under the BKB order No.27 of 1973 having its head offices at 83-85, Motijheel C/A, Dhaka.

Whereas the Bangladesh Krishi Bank agreed to make an advance not exceeding Tk............................ lac, (Tk. ....) only as a loan of ....

AND

Whereas the said ...., having no sufficient securities to mortgage to BKB for the said loan money to be advance by the Bank the said guarantee agree to stand as personal sureties for the said loan money together with cost, charges, and expenses. This guarantee, therefore, witnessed as follows:-

1. That the guarantor hereby agree and consent with the BKB to stand as surely and mortgage personal properties for the entire sum of Tk........................ lacs (Tk. ....) only advance (for .... Trading) by BKB to said................................ together with interests, costs, charges and expenses incurred thereon.

2. That this guarantee shall be irrevocable and shall be a continuing guarantee binding upon the said guarantee till full payments has been made to the Banks overdue together with interests, costs, and charges etc. the said loan advance to ....

3. That the said guarantor shall be personal liable for the entire loan money advance to ...., together with interests cost charge and expenses although the guarantors are only members of the said company/Enterprises.

4. That in case of failure of ...., to repay the entire dues of the BKB on account he said of Tk..................................(Tk. ....) only (for .... Trading) together with interests, costs and expenses etc. in the due time guarantor shall repay the said dues of the Bank without any expenses whatsoever in this respects.

5. Notwithstanding that as between the said guarantors and... ....the guarantors herein are only sureties yet as between that said guarantor and the BKB, the guarantor shall be as treated as the principal debtor for all principal money, interest, cost charges and expenses. Hereby guaranteed and the guarantors not be released from their personal liabilities by time be being given to aid, company/Enterprises or by any other variation of the provision contained in any sanction letter or by anything by reasons of which but for those provisions the guarantor would be sureties only have been released or discharged.

6. That the guarantor who are also the properties of ...., agrees and covenants with the bank that fulfill and final satisfaction of entire due of the Bank Bangladesh Krishi Bank, ... to ...., all the properties moveable and immoveable being the said guarantors within territory of Bangladesh either in their own name or in the names of this dependent including his wife and children or in Donami.

Witnesses: Name : - Chairman -

01. Fathers Name :

Address :

02.

DEED OF JOINT GUARANTEE

This Deed of Guarantee executed this the .... day of .... by i) Mr. ...., S/o: ii) ...., S/o................, ..., iii) ...., S/o ...., ..., iv) ...., S/o ...., ..., ..., ..., ..., ... hereinafter referred to as the Guarantee which expression shall include their hairs successors, legal representatives and as signs in favor of the Bangladesh Krishi Bank Establishment under the BKB order No.27 of 1973 having its head offices at 83-85, Motijheel C/A, Dhaka.

Whereas the Bangladesh Krishi Bank agreed to make an advance (for .... Trading) not exceeding Tk............ (Tk............) only as a loan of ....

A N D

Whereas the said ...., having no sufficient securities to mortgage to BKB for the said loan money to be advance by the Bank the said guarantee agree to stand as personal sureties for the said loan money together with cost, charges, and expenses. This guarantee, therefore, witnessed as follows:-

1. That the guarantor hereby agree and consent with the BKB to stand as surely and mortgage personal properties for the entire sum of Tk................. (Tk...........) only advance (for...........................) by BKB to said................................ together with interests, costs, charges and expenses incurred thereon.

2. That this guarantee shall be irrevocable and shall be a continuing guarantee binding upon the said guarantee till full payments has been made to the Banks overdue together with interests, costs, and charges etc. the said loan advance to ....

3. That the said guarantor shall be personal liable for the entire loan money advance to ...., together with interests cost charge and expenses although the guarantors are only members of the said company/Enterprises.

4. That in case of failure of ...., to repay the entire dues of the BKB on account he said of Tk............ (Tk............) only (for .... Trading) together with interests, costs and expenses etc. in the due time guarantor shall repay the said dues of the Bank without any expenses whatsoever in this respects.

5. Notwithstanding that as between the said guarantors and... ....the guarantors herein are only sureties yet as between that said guarantor and the BKB, the guarantor shall be as treated as the principal debtor for all principal money, interest, cost charges and expenses. Hereby guaranteed and the guarantors not be released from their personal liabilities by time be being given to aid, company/Enterprises or by any other variation of the provision contained in any sanction letter or by anything by reasons of which but for those provisions the guarantor would be sureties only have been released or discharged.

6. That the guarantor who are also the properties of ...., agrees and covenants with the bank that fulfill and final satisfaction of entire due of the Bank Bangladesh Krishi Bank, ..., ..., ...to .... all the properties moveable and immoveable being the said guarantors within territory of Bangladesh either in their own name or in the names of this dependent including his wife and children or in Donami.

Witnesses:

(1) Name	:	Chairman
Fathers Name	:	
Address	:	
(2) Name	:	Managing Director
Fathers Name	:	
Address	:	
(3) Name	:	Director
Fathers Name	:	
Address	:	
(4) Name	:	Director
Fathers Name	:	
Address	:	

TENDER GUARANTEE:

BENEFICIARY:

SUBJECT: OUR BANK GUARANTEE NO. BKB/-------------------- DATED ------ -------------------- EFFECTIVE FROM ---------------------------------- FOR US$. ---------------------------- (U.S. DOLLAR ------------------------) ONLY DATE AND PLACE OF EXPIRY AT 12.00 NOON ON OR BEFORE --------------------- (EXPIRY DATE) AT THE COUNTER OF BANGLADESH KRISHI BANK, 83-85, MOTIJHEEL C/A, DHAKA.

WE, BANGLADESH KRISHI BABNK, HAVE BEEN INFORMED THAT --------------- -- ---(HEREINAFTER CALLED 'THE TENDERER') INTENDS TO SUBMIT TO YOU ITS TENDER DATED --- FOR THE SUPPLY OF BREAK DOWN VAN UNDER THE ABOVE INVITATION FOR TENDERS (INVITATION FOR TENDER NO FS AND -- --------------)

FURTHERMORE, WE, BANGLADESH KRISHI BANK, UNDERSTAND THAT, ACCORDING TO YOUR CONDITIONS TENDERS MUST BE SUPPORTED BY A TENDER GUARANTEE.

AT THE REQUEST OF THE TENDERER, WE BANGLADESH KRISHI BANK, HEREBY IRREVOCABLY UNDERTAKE TO PAY YOU, WITHOUT CAVIL OR AGRUMENT, ANY SUM OR SUMS NOT EXCEEDING IN TOTAL AN AMOUNT OF USD.- --- ONLY) UPON RECEIPT BY US OF YOUR FIRST WRITTEN DEMAND ACCOMPANIED BY A WRITTEN STATEMENT THAT THE TANDERER IS IN BREACH OF ITS OBLIGATION(S) UNDER THE TENDER CONDITIONS, BECAUSE THE TENDERER:

(A) HAS WITHDRAWN ITS TENDER DURING THE PERIOD OF TENDER VALIDITY SPECIFIED BY THE TENDER IN THE FORM OF TENDER: OR

(B) DOES NOT ACCEPT THE CORRECTION OF ERRORS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS TO TENDERS OF THE IFT, OR

(C) HAVING BEEN NOTIFIED OF THE ACCEPTANCE OF THE TENDER BY THE PURCHASER DURING THE PERIOD OF TENDER VALIDITY,

(I) FAILS OR REFUSES TO FURNISH THE PERFORMANCE SECURITY IN ACCORDANCE WITH THE ITT, OR (II) FAILS OR REFUSES TO EXCUTE THE CONTRACTFORM.

FOR BANGLADESH KRISHI BANK

AUTHORISED SIGNATURE AUTHORISED SIGNATURE

THIS GUARANTEE WILL EXPIRE :

(A) IF THE TENDERER IS THE SUCCESSFUL TENDERER, UPON OUR RECEIPT OF A COPY OF THE PERFORMANCE SECURITY AND A COPY OF THE CONTRACT SIGNED BY THE TENDERER AS ISSUED BY YOU, OR

(B) IF THE TENDERER IS NOT THE SUCCESSFUL TENDERER, TWENTY EIGHT DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE TENDERER'S TENDER VALIDITY PERIOD, BEING ---------------------------------.

CONSEQUENTLY, WE MUST RECEIVE AT THE ABOVE MENTIONED OFFICE ANY DEMAND FOR PAYMENT UNDER THIS GUARANTEE ON OR BEFORE -------- ---------------------

(C) THAT WE SHALL KEEP THIS GUARANTEE VALID AND IN FORCE TILL ------------- ----------------------- OUR LIABILITY UNDER THIS GUARANTEE IS LIMITED TO US$.--- ONLY. ANY CLAIM UNDER THIS GUARANGTE MUST BE PRESENTED TO US BEFORE EXPIRY OF ITS VALIDITY I.E. ----------------------------, AFTER THE EXPIRY DATE WE SHALL CONSIDER OURSELVES TO BE RELEASED FROM OUR LIABILITY UNDER THIS GJUARANTEE WHETHER OR NOT IT IS RETURNED TO US FOR CANCELLATION.

(D) WE HEREBY CONFIRM THAT OUR BANK IS A SCHEDULE BANK IN BANGLADESH.

FOR BANGLADESH KRISHI BANK

AUTHORISED SIGNATURE AUTHORISED SIGNATURE

PERFORMANCE GUARANTEE:

Subject : Our Bank Guarantee No. BKB/............/........../ dated .... effective from .... for US$.................... (U.S. Dollar ....& Cents ....) only date and place of expiry: At 12.00 Noon on .... (Expiry date) at the counter of Bangladesh Krishi Bank, 83-85,Motijheel C/A, Dhaka, Bangladesh.

Whereas, the Directorate General Defence Purchase, Ministry of Defence, New Airport Road, Tejgaon, Dhaka-1215 (herein after called Purchaser) has accepted the offer of M/S .... (hereinafter called supplier)against Tender No... dated .... for supply of .... on the terms and conditions governing the contract between the purchaser and supplier and whereas the supplier has requested us to issue a Bank Guarantee for an amount of US$..................... **(U.S. Dollar .... & Cents ....)** only we, Bangladesh Krishi Bank hereby undertake and guarantee due performance of the contract by the supplier and hereby agree.

FOR BANGLADESH KRISHI BANK

AUTHORISED SIGNATURE **AUTHORISED SIGNATURE**

a). That we shall make an unconditional payment of US$..................... **(U.S. Dollar .... & Cents ....)**only to You or the purchaser (DGDP) without any reference to the supplier immediately on the demand from you in writing, Certifying that the supplier has failed to comply with the terms and conditions of the contract.

b). That we shall keep this guarantee valid and in force till ....

c). That we shall extend the period of this guarantee if such extension is desired by you or the purchaser and intimated to us in writing.

d). That the enforcements of this guarantee shall be binding on us and on our successor and shall be irrevocable. Our liability under this guarantee is limited to US$..................... **(U.S. Dollar .... & Cents ....)**only and shall not be beyond the said amount. Any claim under this guarantee must be presented to us before expiry of its validity i.e. .... After the expiry date we shall consider ourselves to be released from our liability under this guarantee whether or not it is returned to us for cancellation.

e). We hereby confirm that our Bank is a Schedule Bank in Bangladesh.

FOR BANGLADESH KRISHI BANK

AUTHORISED SIGNATURE **AUTHORISED SIGNATURE**

Annexure-1

"Documentation" should be viewed as a process of ensuring shield against risk of non-repayment of non-repayment of loan comprehensively in 03(three) dimensions:

i) The Type of Borrower
ii) The Type of Loan or credit facilities &
iii)The Type of Security Arrangment.

General Documents: In general, required papers and documents to be obtained/maintained irrespective of type of borrower, loan and security are:

01.	Demand Promissory Note
02.	Letter of Authority
03.	Letter of Arrangement
04.	Letter of Disbursement
05.	Letter of Revival
06.	Personal Net Worth statement
07.	Copy of National ID
08.	Credit Approach in Business Pad of the Borrower
09.	Credit Approach in prescribed format duly filled in
10.	Photograph of the Borrower
11.	Photograph of the business/inventory
12.	Photograph of the mortgaged property
13.	Up to date CIB Report
14.	Credit report of the Borrower/ Supplier
15.	Liability Declaration of the borrower along with an Undertaking that they have no liability with any bank or financial institution except as declared.
16.	Undertaking stating that, they will not avail any credit facility from any other bank or financial institution without prior consent of the bank.
17.	Undertaking stating that customer does not have any relationship as Director of sponsor with the bank.
18.	Undertaking stating that customer shall not sell or transfer the ownership of the business/factory/shop until all smounts due to the bank are fully paid or without NOC of the bank.
19.	Credit Risk Grading Score Sheet(CRGS).
20.	Post-dated cheque covering the cerdit facility.
21.	Acceptance by the Borrower of the Sanction Letter.
22.	Proper Stamping.

Specific Charge Documents and Papers to be Obtained:

A. As per type of Borrower:

SL	Type of Borrower	Document
01	Individual Borrower	• Letter of Guarantee of a Third Persion • Personal Net-Worth Statement (PNS) of Gurarantor • Personal Net-Worth Statement (PNS) of Borrower • Letter of Guarantee of the Spouse of the Borrower

02	Proprietorship Firm	• Trade Licence (up to date) • Personal Net-Worth Statement (PNS) of Proprietor
03	Partnership Firm	• Trade Licence (up to date) • Partnership Deed (Registered) • Letter of Guarantee of the partners • Personal Net-Worth Statement (PNS) of Partner • Letter of Partnership • Partnership Account Agreement.
04	Limited Company	• Trade Licence (up to date) • Memorandum and Articles of Association (Certified by RJSC) • List/Personal profile of the Directions • Certificate of Incorporation • From XII Certified by RJSC (Particulars of Directors)
		• Board Resolution in repect of availing loans and execution of document with Bank. • Letter of Guarantee of the Directors • Personal Net-Worth Statement (PNS) of the Directors • Deed of Mortgage and Hypothecation for creation of Charge on fixed & floting assets (existing & future) with RJSC • Modification of charge with RJSC through from 19 • Certified copy of charge creation certificate from RJSC • Undertaking stating that the borrower shall not make any amendment or alteration in Memorandum and Article of Association without prior approval of Bank.
		• Approval of the Bank for any inclusion or exclusion of Directors in and from the company • Certificate of Commencement (In case of Public Limited Company) • Joint venture Agreement (In case of Joint Venture company) • BOI Permission (In case of Joint Venture company)

B. <u>As per type of Loan/Credit facility</u>:

SL	Type of Loan	Document
01.	CC (Hypo)	• Letter of Hypothecation of stock in Trade • Supplementary Letter of Hypothecation • IGPA { spell out acronym } to sell Bypothecated goods • Letter of Continuity • Periodical Stock Report • Letter of Disclaimer form the owner of rented Warehouse • Insurance Policy cover note
02.	CC (Pledge)	• Letter of Pledge • IGPA to sell Pledged goods • Letter of Continuity

		• Periodical Stock Report • Letter of Disclaimer form the owner of rented Warehouse • Insurance Policy cover note
03.	Overdraft (General)	• Letter of Continuity • Insurance Policy cover note
04.	SOD (Work Order)	• Bid Cocument/Tender Notice • Letter of Awarding • Assignment of Bills against work order
05.	SOD (FO)	• The Financial Instrument duly discharged on the Back • Lien of the Financial Instrument • Letter of Continuity
06.	SOD (Scheme Deposit)	• Lien of the Scheme Deposit • Letter of Continuity
07.	Term Loan	• Term Loan Agreement • Letter of Instrument • Letter of Undertaking • Amortization Schedule • Instrument Policy cover note
08.	Home Loan for purchase of Flat or Floor Space	• Power of attorney for developing the property • Letter of Instrument • Letter of Undertaking • Amortization Schedule • Letter of Allotment of Flat or Floor Spece • Tripartite Agreement among Purchaser, Developer and Bank (If under construction) • Undertaking of the borrower to the effect that he will mortgage the flat/floor space favoring the Bank at the moment the same is registered in his name by the seller (If under construction). • Agreement between Land Owner and Developer • Sharing Agreement between Land Owner and Developer • Copy of approved plan of construction from concerned authority.
09.	Consumer's Loan/Personal Loan	• PNS of the Borrower • PNS of the Guarantor • Letter of Guarantee of the Guarantor • Letter of Guarantee of the Spouse of the Borrower • Insurance Policy cover note
10.	SME/Small Loan	• As per type of borrower and nature of security
11.	Lease Finance	• Lease Agreement • Lease Execution Certificate • Quotation/Price Offer duly accepted by borrower • BRTA Registration Slip (In case of Motor Vehicle) • Insurance Policy cover note
12.	Hire Purchase Loan	• Hire Purchase Agreement • Quotation/Price Offer duly accepted by borrower • BRTA Registration Slip (In case of Motor Vehicle) • Insurance Policy cover note
13.	House Building Loan	• Letter of Installment • Letter of Undertaking

		• Amortization Schedule • Approved Plan form the competent authority
14.	House Building Loan (To Developer)	• Power of Attorney for development of property • Agreement between Land owner and Developer • Sharing Agreement between Land owner and Developer • Copy of approved plan of construction from concerned authority • Letter of Installment • Letter of Undertaking • Amortization Schedule • Copy of Title deed of the property on which construction will be made • Copy of Bia (spell out acronym) deed (previous deed in support of Title deed)
15.	IDBP (spell out acronym)	• Acceptance of L/C issuing Bank (duly verified) • Letter of Indemnity
16.	Guarantee Facility	• Counter Guarantee • Bid Document or the document where requirement of Guarantee stated
17.	Syndicated Loan	• Pari passu Sharing Agreement • Facility Agreement • Escrow Account Agreement • Participation Letter • Subordination Agreement • Deed of Floating charge on the Balance for Escrow Account • Accepted Mandate Letter • Information Memorandum • Participant's Commitment Letter
18.	LTR	• Letter of Trust Receipt • Insurance Policy Cover note

C. **<u>As per Type of Security (collateral may be a better word here):</u>**

SL	Type of Security	Document
01.	Corporate Guarantee	• Corporate Guarantee of Guarantor Company on Non-Judicial Stamp • Resolution of the Board of the Guarantor Company (Memorandum of the Guarantor company must permit to do so.) regarding Guarantee.
02.	Hypothecation of Stock/Receivable	• Letter of Hypothecation • IGPA to sell hypothecated Stock/Receivables • Letter of disclaimer form the owner of Rented Warehouse.
03.	Pledge of goods in trade	• Letter of Hypothecation • IGPA to sell hypothecated Stock/Receivables • Letter of disclaimer form the owner of Rented Warehouse.
04.	Assignment of Bill	• Assignment of Bill by the beneficiary through IGPA. • Letter of Acceptance of Assignment by the work giving authority. • Original Work Order.
05.	Lien on Financial	• The Instrument duly discharged on the back of it.

	Instrument like FDR etc.	• Letter of Lien (1st Party Lien-if the Borrower is the owner of the Instrument, 3rd party Lien -if the owner of the Instrument is one other the Borrower) • Letter of Authority to encash the instrument as and when needed by the Bank. • Confirmation of Lien (Marking of Lien) from the issuing Bank.
06.	Lien on Demated Stock/Shares	• NOC of the Company in case of Sponsor's Share. • Confiscate Request Form (Form 19-1) duly signed by the pledgee. • Pledge Request form (By Law 11.9.3) dul6 signed by the holder of the share. • Pledge setup Acknowledgement from Brokerage House. • CDBL (spell out acronym) generated copy of Pledge Setup.
07.	Pari-Passu Security	• Pari Passu Security Sharing Agreement among lenders. • NoC from existing lenders if the property/asscts are already under pari passu sharing. • Certificate of RJSC on creation of charge on Fixed and floating assets of the company. • Form XIX for modification of charge on Fixed and floating assets with RJSC.
08.	Mortgage of Landed Property	• Original Title Deed of the property. • Certified copy of Purchase Deed along with Deed-Delivery receipt duly endorsed (In absence of original Title Deed) • Registered Partition Deed among the Co-owners (if required) • Mortgage Deed duly Registered along with Registration Receipt duly discharged. • Registered IGPA favoring Bank to sell the property. • Bia Deeds of the mortgaged property. • Certified Mutation Khatian along with DCR()spell out acronym. • Record of Rights i.e.ES,SA,RS parcha, Mohanagar Jorip parcha (if within Mohannagar Area).

Annexure-2

Avoidable Reasons for Problematic Credits

The causes of problem loans range from poor plant management or increasing raw materials costs in the case of a manufacturer to poor accounts receivable collection policies or a rise in the price of products in the case of a wholesale company. Most ofter, a problem loan is the result of not one, but several, factors.

Poor Loan Interview:

A poor interview most often occurs when the lender is dealing with a friend or when the business owner has lecrage. Rather that ask tough, probing questions about the company's financial situation, the lender opts for friendly banter instead. Sometimes the lender may be intimidated or conned. The lender may be reluctant to ask questions for fear of sounding dumb or appearing to lack basic knowledge of the company or industry. For whatever reason, he or she may allow a loan request that should have been rejected during the initial interview to proceed to financial analysis and beyond. With each subsequent step, it becomes increasingly more difficult to reject the request.

Inadequate Financial Analysis:

Many Loans become problems when a lender considers the financial analysis unimportant and believes that, instead, the true lest of whether a loan will be repaid lies in a handshake, the eyes, or some of the subjective measure of the client. Although some characteristics, such as the ability to overcome adversity, do not appear on financial statements, there is no substitute for a complete analysis of income statements, balance sheets, ratios, and cash flow. Together, they present an objective measure of performance that can be compared with those of similar companies.

Improper Loan Structuring:

Another cause of problem loans is the failure of the lender to structure the loan properly. Problems often arise when the lender fails to understand the client's business and the cash flow cycle. Without this knowledge, it is difficult to anticipate future financing needs and to choose the appropriate loan type, amount and repayment terms. Most borrowers, regardless of financial health, find it difficult to repay debts that do not coincide with their cash flow cycle.

Improper Loan Support:

Another leading cause of loan loss is improper collateralization. Accepting collateral not properly evaluated for ownership, value, or marketability can leave the bank unprotected in a default situation.

Inadequate Loan Documentation:

Failure to completely and accurately document the obligations of the bank and borrower in the lending arrangement also contributes to problem loans.

Inadequate Loan Monitoring:

Many problem loans can be avoided if they were more closely followed.

Adverse Business Owner Decisions:

Problem loans due to poor business practices include a lack of management depth, product deterioration, poor marketing and poor financial controls.

Adverse External Developments:

Changes in the environment, economy, regulations, competition, technology and other adverse developments affect a business. However, mature businesses can anticipate and adapt to changing external circumstances.

Intervention from Board:

Sometimes Board of Directors intervenes in the loan origination process to make loan to bad borrower which unless otherwise should have been rejected.

Below is a long but not exhaustive list of mistakes that bankers can make that eventually lead to the bank having a problem loan.

Common Banking Mistakes That Can Lead to Problem Loans In the Beginning:

- Allowing customer to intimidate coerce into or sell the banker on making the loan.
- Failure to ask pertinent questions for fear of angering or losing the customer.
- Making difficult loans that should be handled by a more experienced officer.
- Basing the lending decision on pressure from other parties, especially the competition.
- Trying to be an entreprencur/businessman through the customer using the bank's money.
- Inadequate analysis of the borrower.
- Inadequate analysis of loan purpose, source of repayment and excess cash flow.
- Improper loan structure amount, source of repayment, timing of repayment (terms).
- Improper collateralization.
- Failure to properly identify entity bank is dealing with.
- Failure to properly utilization of loan proceeds.
- Failure to obtain and perfect valid security interest.

After the Loan Was Made:

- Did not effectively follow loan
  - Request and review financial information
  - Make periodic visits to company
  - perform periodic trade and industry cheeks
  - Monitor impact of changing economic conditions of company.
- Did not control expansion
- Let customer borrow in small amounts until he/she had too much debt or bank placed in forced lending situation.
- Inappropriate management of the lending function.

When the Problem is Recognized:

- Afraid to look into credit ask tough questions.
- Afraid to admit make a mistake or have a problem.
- Cut off communication with customer, resort to pressure/threats to collect loan
- Inaction hoping situation will improve "miracle approach".

General Environmental Due-Diligence Checklist:

This checklist is to be used for all proposals for financing being considered by the Banks/FIs. If there are no specific checklist for the particular sector under consideration, the General EDD checklist alone, is to be used to determine the EnvRR rating. Please complete a response to each of these questions as Yes or No or Not Applicable (NA), and determine the EnvRR. If a question does not apply to the sector under consideration, it should be excluded by deducting from the total number of questions used to calculate the percentages in determining the EnvRR. The justification for any exclusion is to be documented separately and retained on file with the EnvRR checklists.

01. Name of the Project :
02. Type of Project :
03. Approved Amount :
04. Approval Date :

Particulars	**Yes / No / NA**
Possible sources of environmental risk	

1.	**Environmental clearances:**	
	In the proposal for financing, have all the applicable compliances to environmental laws, i.e. site clearance certificate and environmental clearance certificate, been obtained from the Department of Environment (DOE)?	
	Have these clearances been obtained after submitting the appropriate documents for the different pollution category of industries (Green, Orange-A, Orange-B and Red)?	
2.	**Land location/site**:	
	Is the land location/site free from vulnerability from an environmental perspective? Vulnerability can arise due to the issues such as the location being on the river bank (floods) and on national parks /forests (non-compliance ?	
3.	**Climate change**:	
	Is the proposal for financing protected against climate change related impacts such as cyclones, storm surges, floods and droughts if relevant?	
	Borrower's Environmental Management Systems	
4.	**Commitment:**	
	Is the potential borrower's top management committed to environmental management?	
5.	**Manpower:**	
	Has the potential borrower planned for manpower resources to address environmental issues?	
6.	**Skills:**	
	If so, is the manpower skilled to address environmental issues?	
7.	**Labour/social issues:**	
	Does the management adopt good practices vis-àvis occupational health & safety and associated issues such as child labour, forced labour, wage compensation, discrimination and working hours?	

Determining overall EnvRR

The italicized questions are the more important / critical ones. The EnvRR is determined as follows:

Criteria	EnvRR
If answers to any one of the italicized questions is "No"	"High"
If answers to all italicized questions is "yes" but 50% or more of the non italicized questions is "No"	"High"
If answers to all italicized questions is "yes" and if answers to more than 25% and less than 50% of the remaining questions is "No"	"Moderate"
If answers to all italicized questions is "yes" and if answers to less than 25% of the remaining questions is "No"	"Low"

Bangladesh Krishi BANK
.... Branch/Office
CREDIT RISK GRADING (CRG) SCORE SHEET

Reference No: Date:

Borrower:		Aggregate Score: ________
Group Name (if any):		
Branch:		
Industry/Sector:		Risk Grading: ________
Date of Financials:		
Completed by:		
Approved by:		

Number	Grading	Short	Score
1	Superior	SUP	Fully cash secured, secured by Government/International Bank Guarantee
2	Good	GD	85+
3	Acceptable	ACCPT	75-84
4	Marginal/Watchlist	MG/WL	65-74
5	Special Mention	SM	55-64
6	Substandard	SS	45-54
7	Doubtful	DF	35-44
8	Bad & Loss	BL	<35

Criteria	Weight	Parameter	Score	Actual Parameter	Score Obtained
A. Financial Risk	50%				
1. Leverage: (15%) Debt Equity Ratio (×) - Times Total Liabilities to Tangible Net worth All calculations should be based on annual financial statements of the borrower (audited preferred).		• Less than 0.25× • 0.26× to 0.35 x • 0.36× to 0.50 x • 0.51× to 0.75 x • 0.76× to 1.25 x • 1.26× to 2.00 x • 2.01× to 2.50 x • 2.51× to 2.75 x • More than 2.75×	15 14 13 12 11 10 8 7 0		
2. Liquidity: (15%) Current Ratio (×) - Times Current Assets to Current Liabilities		• Greater than 2.74× • 2.50× to 2.74 x • 2.00× to 2.49 x • 1.50× to 1.99 x • 1.10× to 1.49 x • 0.90× to 1.09 x • 0.80× to 0.89 x • 0.70× to 0.79 x • Less than 0.70×	15 14 13 12 11 10 8 7 0		
3. Profitability: (15%) Operating Profit Margin (%) $\frac{\text{Operating Profit}}{\text{Sales}} \times 100$		• Greater than 25% • 20% to 24% • 15% to 19% • 10% to 14% • 7% to 9% • 4% to 6% • 1% to 3% • Less than 1%	15 14 13 12 10 9 7 0		
4. Coverage: (5%) Interest Coverage Ratio (×)-Times Earning Before Interest & Tax (EBIT) Interest on debt		• More than 2.00× • More than 1.51×Less than 2.00× • More than 1.25×Less than 1.50× • More than 1.00×Less than 1.24× • Less than 1.00×	5 4 3 2 0		
Total Score–Financial Risk			50		

Criteria	Weight	Parameter	Score	Actual Parameter	Score Obtained
B. Business/Industry Risk	18%				
1. Size of Business (Sales in BDT crore) The size of the borrower's business measured by the most recent year's total sales. Preferably based on audited financial statements		▪ > 60.00 ▪ 30.00 – 59.99 ▪ 10.00 – 29.99 ▪ 5.00 - 9.99 ▪ 2.50 - 4.99 ▪ < 2.50	5 4 3 2 1 0		
2. Age of Business The number of years the borrower has been engaged in the primary line of business.		▪ > 10 years ▪ > 5 - 10 years ▪ 2 - 5 years ▪ < 2 years	3 2 1 0		
3. Business Outlook A critical assessment of the medium term prospects of the borrower, taking into account the industry, market share and economic factors.		▪ Favorable ▪ Stable ▪ Slightly Uncertain ▪ Cause for Concern	3 2 1 0		
4. Industry Growth		▪ Strong (10%+) ▪ Good (>5% - 10%) ▪ Moderate (1% - 5%) ▪ No Growth (<1%)	3 2 1 0		
5. Market Competition		▪ Dominant Player ▪ Moderately Competitive ▪ Highly Competitive	2 1 0		
6. Entry/Exit Barriers		▪ Difficult ▪ Average ▪ Easy	2 1 0		
Total Score-Business/Industry Risk			18		

Criteria	Weight	Parameter	Score	Actual Parameter	Score Obtained
. Management Risk					
1. Experience (Management & Management Team) The quality of management based on the aggregate number of years that the Senior Management Team has been in the industry.		▪ More than 10 years in the related line of business ▪ 5–10 years in the related line of business ▪ 1–5 years in the related line of business ▪ No experience	5 3 2 0		
2. Second Line/ Succession		▪ Ready Succession ▪ Succession within 1-2 years ▪ Succession within 2-3 years ▪ Succession in question	4 3 2 0		
3. Team Work		▪ Very Good ▪ Moderate ▪ Poor ▪ Regular Conflict	3 2 1 0		
Total Score-Management Risk			12		

Criteria	Weight	Parameter	Score	Actual	Score Obtained

D. Security Risk	10%			Parameter	
1. Security Coverage (Primary)		▪ Fully pledged facilities/ substantially cash covered/Reg. Mortg. for HBL ▪ Registered Hypothecation (1st charge/1st Pari passu charge) ▪ 2nd Charge/Inferior charge ▪ Simple hypothecation/negative lien on assets. ▪ No security	4 3 2 1 0		
2. Collateral Coverage (Property Location)		▪ Registered Mortgage on Municipal Corporation/Prime area property. ▪ Registered Mortgage on Pourashava/semi-urban area property ▪ Equitable Mortgage or No property but plant & machinery as collateral ▪ Negative lien on collateral ▪ No collateral	4 3 2 1 0		
3. Support (Guarantee)		▪ Personal guarantee with high net worth or Strong Corporate Guarantee ▪ Personal Guarantees or Corporate Guarantee with average financial strength ▪ No Support/Guarantee	2 1 0		
Total Score- Security Risk			10		

Criteria	Weight	Parameter	Score	Actual Parameter	Score Obtained
E. Relationship Risk	10%				
1. Account Conduct		▪ More than 3 (three) years accounts with faultless record ▪ Less than 3 (three) years accounts with faultless record ▪ Accounts having satisfactory dealings with some late payments ▪ Frequent Past dues & Irregular dealings in account	5 4 2 0		
2. Utilization of Limit (actual/projection)		▪ More than 60% ▪ 40% - 60% ▪ Less than 40%	2 1 0		
3. Compliance of Covenants / Conditions		▪ Full Compliance ▪ Some Non-Compliance ▪ No Compliance	2 1 0		
4. Personal Deposits The extent to which the bank maintains a personal banking relationship with the key business sponsors/principals.		▪ Personal accounts of the key business Sponsors/ Principals are maintained in the bank, with significant deposits ▪ No depository relationship	1 0		
Total Score-Relationship Risk			10		
Grand Total- All Risk			100		

ICRRS Score Sheet পুরণের জন্য কতিপয় নির্দেশনা

Quantitative Indicators		**Weight**	**Definition**
1.Leverage (10%) (লিভারেজ)	a) Debt to Tangible NetWorth (DTN)	7	Total Interest bearing liabilities or Financial Debt/Total Tangible Net Worth.
	b) Debt to Total Assets(DTA)	3	Total Interest-Bearing Liabilities or Financial Debt/Total Assets
2.Liquidity (10%) (তারল্য)	a) Current Ratio (CR)	7	Current Assets/Current Liabilities
	b) Cash Ratio (Cash)	3	Cash and easily Marketable Securities/ Current Liabilities
3.Profitability (10%) (লাভজনকতা)	a) Net Profit Margin (NPM)	5	Net profit after tax/Net Sales
	b) Return on Assets (ROA)	3	Net profit after tax/Total Assets
	c) Operating Profit to Operating Assets (OPOA)	2	Operating Profit/Average Operating Assets
4.Coverage (15%) (বিস্তার)	a) Interest Coverage (IC)	3	Earnings Before Interest and Tax/Interest Expense
	b) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	5	Earnings Before Interest Tax Depreciation Amortization/ Debts to be Serviced
	c) Operating Cash Flow to Financial Debt Ration (OCDR)	4	Operating Cash Flow/Financial Debt
	d) Cash flow Coverage Ratio (CCR)	3	Cash flow from operation/Debts to be Serviced
5.Operational Efficiency (10%) (পরিচালন দক্ষতা)	a) Stock Turnover Days (STD)	4	(Total Inventory/Cost of Goods Sold)*360
	b) Trade Debtor Collection Days (TDCD)	3	(Total Accounts Receivable/Sales)*360
	c) Asset Turnover (AT)	3	Sales /Total Assets
6.Earning Quality (5%) (আয়ের গুণাগুন)	a) Operating Cash Flow to Sales (OCFS)	3	Operating Cash flow / Sales
	b) Cash flow based accrual ratio (CFAR)	2	NI-(CFO+CFI)/Average Net Operating Assets

Indicators	**Weights**
1. Performance Behavior (আচরণ)	**10**
Performance Behavior With Banks Borrowings	**9**
Regarding Classification	5
Regarding Rescheduling/Restructuring	4
Performance Behavior With Suppliers/ Creditors	1
2. Business and Industry Risk (ব্যবসা ও শিল্প ঝুঁকি)	**7**
Sales Growth	2
Age Of Business	2
Industry Prospects	1
Long-Term External Credit Rating Of The Borrower	2
3. Management Risk (ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি)	**7**
Experience Of The Management	2
Existence Of Succession Plan	2
Auditing Firms	2
Change of Auditors In Last 4 Years	1
4. Security Risk (নিরাপত্তা ঝুঁকি)	**11**
Primary Security	2
Collateral	2
Eligibel Collateral Coverage	5
Type Of Guarantee	2
5. Relationship Risk (সম্পর্ক ঝুঁকি)	**3**
Account Conduct	3
6. Compliance Risk (প্রতিপালন ঝুঁকি)	**2**
Compliance With Environmental Rules, Regulations and Covenants	1
Corporate Governance	1
Total	**40**